COLLEGE
OF
Fort William
18

বেণীসংহার নাটক।
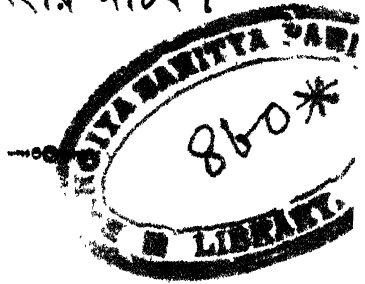
শ্রীরামনারায়ণ তর্করত্ন কর্ত্তৃক

গৌড়ীয় চলিত ভাষায়

অনুবাদিত।

কলিকাতা:

সত্যার্ণব যন্ত্রে মুদ্রিত।

সংবৎ ১৯১৩
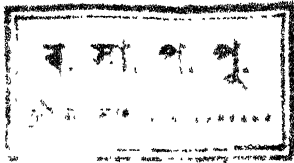
বিজ্ঞাপন।

মহাকবি ভট্টনারায়ণ কুরুপাণ্ডবদিগের যুদ্ধবৃত্তান্ত বিষয়ে "বেণীসংহার" নামে যে এক সংস্কৃত নাটক রচনা করেন, তাহা বীর করুণাদি নানারসে পরিপূর্ণ, ও স্বভাবোক্তিপ্রভৃতি বিবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত, সুতরাং এতদ্দেশে সুপাঠ্যনাটকমধ্যে পরিগণিত ও সুবিখ্যাত রহিয়াছে। ঐ মনোহর নাটক পাঠ করিলে নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তি বৃন্দের প্রতিমূর্ত্তি চিত্তপটে অবিকল চিত্রিত হইয়া থাকে, তাহাতে যেরূপ আনন্দহ্রদে নিমগ্ন হইতে হয় তাহা উক্ত নাটক পাঠকগণের পরোক্ষ নহে কিন্তু সংস্কৃত ভাষানভিজ্ঞ বিজ্ঞগণ তাহার রসাস্বাদনে অসমর্থ এইহেতু আমি বহুপরিশ্রমে সচরাচর চলিত দেশীয়ভাষায় উক্ত নাটকখানি অনুবাদিত ও মুদ্রিত করিলাম। ঐ অনুবাদ অবিকল অনুবাদ নহে, স্থানবিশেষে কোন ২ অংশ পরিবর্ত্তিত ও পরিত্যাক্ত হইয়াছে।

এক্ষণে দেশীয়ভাষানুরাগি মহোদয়গণ দৃষ্টিগোচর করিলে পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব। ইতি।

শ্রীরামনারায়ণ শর্ম্মা

কলিকাতা
সংস্কৃতবিদ্যালয়
২৮ জ্যৈষ্ঠ
সংবৎ ১৯১৩

আখ্যায়িকা।

হস্তিনানগরে শান্তনুনামে এক রাজা ছিলেন, তাঁহার তিন পুত্র ভীষ্ম, চিত্রাঙ্গদ ও চিত্রবীর্য্য। ভীষ্ম কোন কারণে দারপরিগ্রহ করেন নাই, পরে রাজার পরলোক হইলে আপনি জ্যেষ্ঠপুত্র তথাপি স্বয়ং রাজ্যে অভিষিক্ত না হইয়া চিত্রাঙ্গদকে রাজ্য প্রদান করেন। চিত্রাঙ্গদ কিয়ৎ-কাল রাজ্যপালন করত যুদ্ধে শত্রুহস্তে বিনষ্ট হইলে তৎকনিষ্ঠ চিত্রবীর্য্য রাজসিংহাসনে আরূঢ় হন, কিন্তু তিনিও অত্যল্পকালমধ্যে রোগবিশেষে কালগ্রাসে পতিত হইলেন। চিত্রবীর্য্যের দুই পুত্র, ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু, ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ এই হেতু পাণ্ডুই রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন। চিত্রবীর্য্যের কৃতদাসীর গর্ব্ভে বিদুর নামে এক সুশীল সন্তানের জন্ম হইয়াছিল, প্রধান রাজমন্ত্রিপদ তাঁহাকেই প্রদত্ত হইল। পাণ্ডুরাজা রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া কতিপয় দিবসমধ্যে ভীষ্মের সাহায্যে ও আপন বাহুবীর্য্যে অনেক দেশাধিকার প্রাপ্ত ও বিশ্ববিখ্যাত হইলেন। পাণ্ডুরাজা অতি সুশীল ছিলেন, জ্যেষ্ঠভ্রাতা অন্ধ তাঁহাকে রাজসিংহাসনে বসাইয়া আপনি রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেন।

ধৃতরাষ্ট্রের পত্নীর নাম গান্ধারী ছিল, গান্ধারী অতি পতিব্রতা, পতি অন্ধ এই হেতু তিনিও নিজ নয়নযুগল সর্ব্বদাই অঞ্চলাবরুদ্ধ রাখিতেন। পাণ্ডুরাজার কুন্তী ও মাদ্রী নামে দুই মহিষী ছিল, কালক্রমে কুন্তীর গর্ভে যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন এবং মাদ্রীর গর্ভে নকুল, সহদেব এই পাঁচ পুত্র জন্মিল। ইঁহারা পঞ্চ ভ্রাতা পাণ্ডুরাজার পুত্র সুতরাং পাণ্ডব নামে খ্যাত হইলেন।

ধৃতরাষ্ট্রের ক্রমশঃ দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, দুর্ম্মর্ষণ, বিকর্ণ প্রভৃতি একশত সন্তান হয়, কুরুবংশীয় বলিয়া ইহারা কৌরবনামে খ্যাত রহিল। কিছুকাল পরে পাণ্ডুরাজা দেহত্যাগ করিলেন তাহাতে পতিপ্রাণ মাদ্রী নকুল সহদেবকে সপত্নীর করে সমর্পণ করিয়া স্বামিসহ-গামিনী হইলেন। পুত্রবৎসলা কুন্তী শিশুগণের স্নেহে নিজদেহ দগ্ধ করিতে পারিলেন না, কথঞ্চিৎ দুঃসহ স্বামিবিয়োগশোক সম্বরণ করিয়া পুত্রদিগের প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। ভীষ্ম ও বিদুর পাণ্ডবদিগকে নিতান্ত স্নেহ করিতেন, অন্ধরাজা নিজসন্তাননির্ব্বিশেষে পাণ্ডুপুত্রদিগকে লালন পালন করিলেন, এবং নানা বিদ্যায় সুশিক্ষিত ও নীতিশাস্ত্রে সুদীক্ষিত করাইলেন। পরে নিজপুত্র ও পাণ্ডুপুত্রদিগকে যুদ্ধশিক্ষা দিবার নি-মিত্ত দ্রোণাচার্য্যকে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। দ্রোণাচার্য্য যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ ছিলেন, তিনি প্রযত্নশতসহকারে রাজকুমারগণকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। দ্রোণাচার্য্যের সম্বন্ধী কৃপাচার্য্যও কথন২ শিক্ষা দিতেন। দ্রোণাচা-

র্য্যের পুত্র অশ্বত্থামা রাজকুমারগণের সহিত যুদ্ধ শিক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন। সকলের শিক্ষা সমাপন হইলে এক প্রকাশ্য পরীক্ষা হয়, ঐ পরীক্ষাসমাজে অনেক রাজলোক ও বীর পুরুষের সমাগম হইয়াছিল। তন্মধ্যে কর্ণনামে পরশুরামের শিষ্য একবীর পরীক্ষা দিবার নিমিত্ত আসিয়াছিল। সে এক সারথির রাধা নাম্নী উপপত্নীর পালিত পুত্র। পরীক্ষা আরম্ভ হইলে রাজসন্তানগণমধ্যে পাণ্ডুরাজার তৃতীয় পুত্র অর্জ্জুন আর ঐ কর্ণ দুই জনই পরীক্ষায় সর্ব্বোৎ-কৃষ্ট হইল। তাহাতে কর্ত্তৃপক্ষেরা কর্ণকে আপনাদিগের সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিয়া বৃত্তিপ্রদানার্থ অঙ্গ-দেশের আধিপত্য দিলেন।

কিছুদিন পরে অন্ধরাজা যুধিষ্ঠিরকেই ধর্ম্মিষ্ঠ ও সত্য-বাদী জানিয়া যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। যুধিষ্ঠির রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া ঔরসপুত্রবৎ প্রজাপ্রতিপালনে দীক্ষিত হইলেন। অত্যল্পদিবসমধ্যেই তাঁহার রাজ্য-কার্য্যের সুশৃঙ্খলা দর্শনে কর্ত্তৃপক্ষেরা সাতিশয় সন্তুষ্ট হই-লেন, প্রজাপুঞ্জও অত্যন্ত অনুরক্ত হইয়া উঠিল। ইহাতে দুর্য্যোধনের ঈর্ষার উদ্রেক হইল। পাণ্ডবদিগের গুণে পুরবাসি দাসদাসী সকলেই ক্রমে বশীভূত হইতে লাগিল, দেখিয়া দুর্য্যোধন আর সহ্য করিতে পারিল না, নিজ মাতুল শকুনিকে নির্জ্জনে কহিল, মাতুল, অন্ধরাজার বুদ্ধি শুদ্ধি কিছুই নাই, আমি উপযুক্ত সন্তান থাকিতে যুধিষ্ঠির কে রাজ্যভার প্রদান করিলেন, যুধিষ্ঠিরও কপটধর্ম্মিষ্ঠতা দর্শাইয়া সমস্ত হস্তগত করিতে লাগিল, উপায় কি ?

শকুনি কহিল, বৎস ভয় নাই, কর্ণের সহিত তোমার বন্ধুতা আছে। দুর্য্যোধন কহিল, কর্ণের সহিত বন্ধুতায় কি ফল দর্শিবে? শকুনি কহিল, তোমরা একশত ভ্রাতা বটে, কিন্তু পাণ্ডবেরা অতিপ্রবল, কর্ত্তৃপক্ষ অবর্ত্তমানে যুধিষ্ঠির রাজ্যভোগের লোভ সম্বরণ করিতে কখন পারিবে না, অবশ্যই বিরোধ উপস্থিত হইবে, তুমি সেই সময়ে কর্ণের সাহায্যে অর্জ্জুনকে পরাস্ত করিয়া হস্তিনার সিংহাসন হস্তগত করিবে। কিন্তু তাহাতে আর এক ব্যাঘাত আছে। দুর্য্যোধন কহিল ব্যাঘাত কি? শকুনি কহিল, ভীম এই বাল্যাবস্থাতে যেরূপ দুর্দান্ত, বোধ হয় পূর্ণ বয়স্ক হইলে ইহার পরাক্রমের আর পরিসীমা থাকিবে না। অতএব তুমি যদি এইসময়ে কৌশলক্রমে ভীমকে বিনাশ করিতে পার চেষ্টা কর, তাহা হইলে নির্ব্বিরোধ হস্তিনার সিংহাসন তোমারই হইবে।

দুর্য্যোধন শকুনির এই বাক্য শুনিয়া অবধি নিরবধি ভীমবিনাশের চেষ্টা করিতে লাগিল। কিছুদিন পরে একদা সেই দুষ্টমতি দুর্য্যোধন কপটপ্রণয় প্রকাশ করত ভীমকে সঙ্গে লইয়া অতিদূরস্থ এক উদ্যানে গমন করিল। তথায় গিয়া কিঞ্চিৎকাল সুখসেব্যসমীরণ সেবার্থ ইতস্ততঃ ভ্রমণ ও ক্রীড়া কৌতুক করিয়া পরিশেষে খাদ্যবস্তু সহযোগে ভীমকে বিষ ভক্ষণ করাইল। ভীম বিষবেগে মূর্চ্ছিত ও অভিভূত হইলে দুরাত্মা দুর্য্যোধন তাঁহাকে জলে নিক্ষেপ করিয়া কৃতকার্য্য জ্ঞানে গৃহে আসিল। পরে ভীমও কোন দৈবঘটনা-

প্রযুক্ত প্রাণবিযুক্ত না হইয়া সুস্থ শরীরে গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলে দুর্য্যোধন সাতিশয় ত্রস্ত ও বিস্ময়গ্রস্ত হইল। ভীম দুর্য্যোধনের এতাদৃশ নৃশংসকার্য্যে তৎকালে মৌখিক কিছুই বলিলেন না, কিন্তু অন্তরে শত্রুতা লতা অঙ্কুরিত হইয়া রহিল। দুর্য্যোধন আপন অভীষ্ট সিদ্ধি হইল না বলিয়া সদা বিষণ্ণবদনে দিনযাপন করিতে লাগিল। একদা অন্ধরাজা তাহাকে বিমনায়মান থাকিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে কহিল, পিতঃ, আমি আর পাণ্ডবগণের অধীনতা শৃঙ্খলে বদ্ধ থাকিতে পারি না, যুধিষ্ঠির এতাবদ্দিবস রাজ্যকার্য্য নির্ব্বাহ করিল, এক্ষণে আমাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করুন্। রাজা কহিলেন কিরূপে তোমাকে রাজ্যভার দি, আমি জন্মান্ধ রাজ্যে অনধিকারী, পাণ্ডুই রাজা ছিলেন, পাণ্ডুর বাহুবলেই রাজ্যাধিকারের বাহুল্য হইয়াছে, এক্ষণে পাণ্ডুর পুত্রেরা সত্ত্বে তোমাদিগকে রাজ্যকার্য্যের ভার প্রদান করিলে আমার অত্যন্ত লোকনিন্দা হইবে।

দুর্য্যোধন এই কথা শ্রবণে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিল, আপনি লোকনিন্দাভয়ে কিছুই করিলেন না, কিন্তু পরিণামে হস্তিনার সিংহাসন যুধিষ্ঠিরই লইবে, তৎপরে তৎসন্তানগণই উত্তরাধিকারী হইবে, সুতরাং আমরা আপনকার সন্তান হইয়া পাণ্ডবদিগের দাস্যবৃত্তির দ্বারা কি যাবজ্জীবন উদর পূর্ত্তি করিব? এই কি বিহিত হইল? অন্ধরাজা কহিলেন, যথার্থ বটে, কি করা যায়, পাণ্ডুর পুত্রেরা থাকিতে কখনই তোমরা কর্তৃত্ব করিতে পারিবে না।

দুর্য্যোধন কহিল, তবে আপনি অনুমতি করুন্ পাণ্ডবদিগকে কোন কৌশলে বিনাশ করিয়া রাজ্যগ্রহণ করি। অন্ধরাজা প্রথমতঃ ইহা স্বীকার করেন্ নাই বটে কিন্তু পুত্রের অনুরোধে পরে তাহাতেই সম্মত হইয়া কহিলেন "স্থানান্তরে যাহা কর্ত্তব্য কর, আমি যেন কিছুই জানিতে না পারি"।

দুর্য্যোধন পিতৃ আজ্ঞা প্রাপ্তে শকুনির সহিত মন্ত্রণা করিয়া হস্তিনার কিঞ্চিদ্দূরে বারণাবত নামক স্থানে জতুপ্রভৃতি বিবিধ আগ্নেয়দ্রব্যে এক অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইল, এবং পাণ্ডবদিগকে তথায় প্রেরণ করিতে অন্ধরাজাকে অনুরোধ জানাইল। অন্ধরাজা পুত্রের কথায় যুধিষ্ঠিরকে আহ্বান করিয়া কহিলেন বৎস বারণাবত অতিপুণ্যভুমি ও স্বাস্থ্যজনক, আমার অভিলাষ তোমরা সপরিবারে গমন করিয়া কিছুদিন তথায় অবস্থিতি কর। যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধনের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিলেন না, জ্যেষ্ঠতাতের বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া ভ্রাতৃগণ ও মাতা কুন্তীকে সমভিব্যাহারে লইয়া বারণাবতে গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন সেস্থানে এক নূতন অট্টালিকা নির্ম্মিত রহিয়াছে। তাহার দৌবারিকদিগকে জিজ্ঞাসা করাতে তাহারা কহিল এ বাটী আপনাদিগেরই, আপনারা আসিয়া এই বাটীতে অবস্থিতি করুন্। তচ্ছ্রবণে পাণ্ডবেরা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তথায় সুখে বাস করিতে লাগিলেন।

কিছু দিনের পর বিদুর দুর্য্যোধনের দুর্ম্মন্ত্রণা জানিতে

পারিয়া গোপনভাবে এক দূতকে সকল বৃত্তান্ত কহিয়া প্রেরণ করিলেন। দূত আসিয়া পাণ্ডবদিগকে কহিল, আমি বিদুরমহাশয়ের প্রেরিত, আপনারা সাবধান হউন, এ আগ্নেয় গৃহ, দুরাত্মা দুর্য্যোধন আপনাদিগকে নিধন করিতে এই গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়াছে। দূতের এই বাক্যে পাণ্ডবেরা প্রথমতঃ সন্দিগ্ধ হইলেন, পরে সবিশেষ অনুসন্ধানদ্বারা জানিতে পারিলেন গৃহ আগ্নেয়ই বটে। তাহাতে সেই বাটীর মধ্যদিয়া এক সুগম্য সুদীর্ঘ সুড়ঙ্গ প্রস্তুত করাইয়া রাখিলেন। কিয়দ্দিবসপরে অগ্নি দিবার দিবস উপস্থিত হইলে ভীম আপনিই সেই গৃহে অগ্নি দিয়া মাতাকে মস্তকে ভ্রাতৃগণকে স্কন্ধে ও ক্রোড়ে লইয়া সেই সুড়ঙ্গ পথে প্রস্থান করিলেন। জতুগৃহ একেবারে দোধূয়মান প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল দেখিয়া বারণবতস্থ সমস্ত লোক পাণ্ডবেরা দগ্ধ হইল বলিয়া হাহাকার রবে রোদন করিতে লাগিল। এই সম্বাদ হস্তিনায় আসিলে দুর্য্যোধন অন্তরে আহ্লাদিত ও বাহ্যে শোকান্বিত হইয়া পাণ্ডবদিগের শ্রাদ্ধতর্পণাদি সকল কর্ম্ম সম্পন্ন করিল, ও আত্মাকে কৃতকার্য্য জ্ঞান করিয়া স্বয়ং রাজ্যকার্য্য করিতে লাগিল।

এ দিগে পাণ্ডবেরা সুড়ঙ্গপথদিয়া এক অরণ্যমধ্যে উপস্থিত হইলেন। সেস্থান হইতে হস্তিনা নিকটবর্ত্তিনী বটে কিন্তু তাঁহারা বিবেচনা করিলেন দুর্য্যোধন আমাদিগকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছে এসময়ে তথায় গমন করা বিহিত নহে, সময় বুঝিয়া যাইব, এই বিবেচনায় তাঁহারা কিছু-

কাল ছদ্মবেশে ভিক্ষুকবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক অনেক দেশ ভ্রমণ করিলেন। পরে যদৃচ্ছাক্রমে পাঞ্চালদেশে আসিয়া কিয়ৎকাল তথায় কুটীর নির্ম্মাইয়া বসতি করিতে লাগিলেন। ইতিপূর্ব্বে পাঞ্চালদেশাধিপতি দ্রুপদরাজা এক দুর্ভেদ্য লক্ষ্য প্রস্তুত করাইয়া ঘোষণা পত্র প্রচার করিয়াছিলেন, 'যে ব্যক্তি এই লক্ষ্য ভেদ করিতে পারিবে অবিচারে তাহার সহিত আপন কন্যা দ্রৌপদীর বিবাহ দিবেন'।

দ্রৌপদী অসাধারণ রূপলাবণ্যবতী ইহা জগতে বিখ্যাত ছিল, সুতরাং নানাদেশ হইতে রাজলোক ও বীর পুরুষসকল দ্রৌপদীপ্রাপ্তিবাসনায় পাঞ্চালদেশে আসিয়া উপস্থিত হইল। দ্রুপদরাজা সকলকে যথাযোগ্য সমাদর করিতে লাগিলেন। পরে নিরূপিত দিবসে এক সভা হয়। ঐ সভা সভ্যগণে সুশোভিত হইলে ছদ্মবেশী পাণ্ডবেরা ভিক্ষার্থ সেই সভাতে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন সভাতে জরাসন্ধ, শিশুপাল, মৎস্যরাজ, দুর্য্যোধন, ভীষ্ম, কর্ণ প্রভৃতি শত২ বীর পুরুষ উপবিষ্ট রহিয়াছেন। পরে দ্রুপদরাজার আজ্ঞায় সভামধ্যে দ্রৌপদী আনীত হইলে তাঁহার রূপ লাবণ্য দর্শনে সকললোকই মুগ্ধ হইল, ও আমি অগ্রে লক্ষ্য ভেদ করিব আমি অগ্রে লক্ষ্য ভেদ করিব বলিয়া উঠিল। কিন্তু লক্ষ্য ভেদ করা দূরে থাকুক যে ধনুক ধারণ করিয়া লক্ষ্য ভেদ করিতে হইবে সকলে সে ধনুকও উত্তোলন করিতে পারিল না। পরে ছদ্মবেশীঅর্জ্জুন গাত্রোত্থান করিয়া লক্ষ্যভেদ করিতে উদ্যত হইলে সভাশুদ্ধ সকলে উপহাস করিতে লাগিল।

কিন্তু তিনি কাহারো কথায় দৃক্‌পাত না করিয়া এক বাণে সেই দুর্লক্ষ্য লক্ষ্য ভেদ করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইল, দ্রুপদরাজা আপন প্রতিজ্ঞানুসারে দ্রৌপদীকে সেই ভিক্ষুকবেশি অর্জ্জুনের করে সমর্পণ করিলেন। অর্জ্জুন দ্রৌপদীকে লইয়া ভ্রাতৃবর্গ সমভিব্যাহারে আপনাদিগের কুটীরে গমনোদ্যত হইলেন। তাহাতে সভাস্থ সকল রাজলোক লজ্জিত ও অপমানিত হইয়া মন্ত্রণাপূর্ব্বক অর্জ্জুনের সঙ্গে মহাসংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। ছদ্মবেশী ভীম অর্জ্জুন অসাধারণ রণপাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়া সকলকে পরাভূত ও তাড়িত করিয়া দিলেন। দুর্য্যোধন প্রভৃতি রাজারা ভিক্ষুকদিগের অস্ত্রবর্ষণে ব্যথিত হইয়া প্রাণ লইয়া স্ব স্ব দেশে পলায়ন করিলেন। পরে পাণ্ডবেরা কুটীরে গমন করিয়া কুন্তীর আজ্ঞাক্রমে পঞ্চ-ভ্রাতাই সেই দ্রৌপদীকে বিবাহ করিলেন।

দ্রৌপদী কিছুদিন সেই ভিক্ষুকদিগের গৃহে ভিক্ষান্ন-দ্বারা পরমপরিতোষে দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগি-লেন। কিয়দ্দিন পরে দ্রুপদরাজা গুপ্তচরদ্বারা পাণ্ডবদি-গের যথার্থ পরিচয় পাইয়া কৃতার্থংমন্য হইয়া তাঁহাদিগকে গৃহে আনাইলেন। পাণ্ডবেরা তখন কপটবেশ পরিত্যাগ করিয়া দ্রৌপদীসহ কিছুদিন পাঞ্চালদেশে সুখে বাস করিতে লাগিলেন।

পাণ্ডবেরা জতুগৃহে দগ্ধ হয় নাই প্রত্যুত ভিক্ষুকবেশে তাহারাই দ্রৌপদীকে লাভ করিয়া পাঞ্চালাধিপতির গৃহে অবস্থিতি করিতেছে, দুর্য্যোধন এই সম্বাদ শ্রবণে বিষম

বিষাদিত হইল। পরে শকুনির সহিত মন্ত্রণা করিল এই সময়ে পাঞ্চালদেশ আক্রমণ করা কর্ত্তব্য, তাহা হইলে পাণ্ডবেরা দ্রুপদ রাজাকে সাহায্য দিবার নিমিত্ত অবশ্যই যুদ্ধে আসিবে, আমরা সেই সময়ে সকলে মিলিয়া পাণ্ডবদিগকে বিনাশ করিয়া নিষ্কণ্টক হইব।

দুষ্টমতি দুর্য্যোধন এই মন্ত্রণায় যুদ্ধের আয়োজন করিতে উদ্যত হইলে ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি কর্ত্তৃপক্ষেরা তাহাতে অসম্মত হইয়া দুর্য্যোধনকে কহিলেন, দুর্য্যোধন, যে ভীমার্জ্জুন ভিক্ষুকবেশে স্বয়ম্বরসমজে সহস্র ২ ভূপালদিগকে পরাস্ত করে, আমরাও যে ভীমার্জ্জুনের সংগ্রামে পরাজয় মানিয়া পলায়ন করিয়াছি, এখন কি সাহসে তুমি সে ভীমার্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে যাইতে ইচ্ছা করিলে? এ দুর্মন্ত্রণা পরিত্যাগ কর, পাণ্ডবদিগকে আদর পূর্ব্বক হস্তিনায় আনাইয়া রাজ্য প্রদান কর, নতুবা পদে পদে বিপদ ঘটিবে। দুর্য্যোধন এই কথা শুনিয়া নিরুত্তর হইল। অন্ধরাজা বিদুরদ্বারা পাণ্ডবদিগকে হস্তিনায় আনাইয়া রাজ্যের অর্দ্ধভাগ প্রদান করিলেন। পাণ্ডবেরা অত্যন্ত সুশীল ও সুজন ছিলেন, দুর্য্যোধন যে এত শক্রতা করিয়াছিল তথাপি তাহা মনে না করিয়া অর্দ্ধরাজ্যলাভে পরমাহ্লাদিত হইলেন। পরে যুধিষ্ঠিরের রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থ নগরে স্থাপিত হইল, হস্তিনার সিংহাসন দুর্য্যোধনেরই রহিল। ইহাতে আপামর সাধারণ সকলে সন্তুষ্ট হইল। যুধিষ্ঠির ঐ অর্দ্ধরাজ্যে নানা সুনীতি বিস্তার করিয়া প্রজা প্রতিপালনপরায়ণ হইলেন। প্রজারা পরমসুখে কালযাপন করিতে লাগিল।

পাণ্ডবদিগের মাতা কুন্তী কৃষ্ণের পিতৃস্বসা ছিলেন সুত-রাং পাণ্ডবগণের সহিত কৃষ্ণের বিলক্ষণ আত্মীয়তা ছিল, সম্প্রতি অর্জ্জুন আবার ঐ কৃষ্ণের ভগিনী সুভদ্রাকে বি-বাহ করিলেন, তাহাতে কৃষ্ণের সহিত তাঁহাদিগের অত্যন্ত সংপ্রীতি জন্মিল। কিছুদিনের পর সুভদ্রার গর্ব্ভে অর্জ্জুনের অভিমন্যু নামে এক মহারথি সন্তান জন্মে। ভীমও হিড়ম্বা রাক্ষসীকে বিবাহ করিয়া তাহার গর্ব্ভে ঘটোৎকচ নামে এক সন্তান উৎপন্ন করেন্। পরে রাজা যুধিষ্ঠির রাজসূয়যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া সাতিশয় খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিলেন। রাজসূয় যজ্ঞ করাতে তাঁহার রাজ্যেরও বিলক্ষণ বিস্তৃতি হইল। দুর্য্যোধন ইহাতে পু-নর্ব্বার ঈর্ষান্বিত হইয়া যুধিষ্ঠিরের রাজ্য লইতে ইচ্ছা করিল। পরে শকুনির মন্ত্রণায় পাশক্রীড়ার উদ্যোগ করিয়া যুধিষ্ঠিরকে হস্তিনায় আহ্বান করিল। যুদ্ধে ও দ্যূতে আহূত হইয়া পরাঙ্মুখ হওয়া ক্ষত্রিয়জাতির অতিনিন্দাকর, সুত-রাং আহ্বানমাত্র রাজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণকে সঙ্গে লইয়া হস্তিনায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, দুর্য্যোধন কপট আদর করিয়া পাণ্ডবদিগকে আসনপ্রদানাদি করিল। পরে পাশ-ক্রীড়ার উদ্যোগ হয়। শকুনি দুর্য্যোধনের প্রতিনিধি স্বরূপে ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলে রাজা যুধিষ্ঠির রাজ্য পণ করিয়া খেলিতে লাগিলেন। শকুনি লঘুহস্ত হইয়া একস্থানের গোটিকা অন্যস্থানে রাখিয়া কৌশল পূর্ব্বক জয়লাভ করিল। রাজা যুধিষ্ঠির রাজ্য গেল দেখিয়া রাজ্য উদ্ধার করিবার জন্য আপনাদিগের পঞ্চ ভ্রাতাকে পণ রাখিয়া পাশক্রীড়ায়

প্রবৃত্ত হইলেন, শকুনিও পূর্ব্ববৎ জয়লাভ করিল। পরে দুর্য্যোধন দ্রৌপদীকে পণ করিতে কহিলে রাজা যুধিষ্ঠির প্রথমতঃ অস্বীকৃত হইলেন কিন্তু শকুনির উত্তেজনাবাক্যে উন্মত্তপ্রায় হিতাহিতবিবেচনা বিহীন হইয়া পরিশেষে দ্রৌপদীকেই পণ করিয়া বসিলেন। সে বারও শকুনি কৌশলক্রমে জয়ী হইল, তাহাতে দুর্য্যোধন কৃতকার্য্য হইলাম ভাবিয়া পরিচারকগণকে আজ্ঞা করিল 'পাণ্ডবদিগের বসনাভরণাদি সমস্ত বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লও।'

পাণ্ডবেরা তচ্ছ্রবণে স্ব স্ব বস্ত্রালঙ্কার প্রদান করিলেন, কিন্তু দুর্য্যোধন তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া দ্রৌপদীকে সভায় আনিতে আদেশ করিল। দুর্য্যোধনের আজ্ঞায় এক ব্যক্তি পরিচারক ইন্দ্রপ্রস্থে গমনপূর্ব্বক দ্রৌপদীনিকটে সমস্ত পাশক্রীড়ার পূর্ব্বাপর বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া তাঁহাকে দুর্য্যোধনের সভায় আসিতে কহিল, তাহাতে দ্রৌপদী কিঞ্চিৎকাল বিষমবিষাদিতচিত্তে স্তব্ধ ও ক্ষুব্ধ হইয়া রহিলেন, পরে কহিলেন যখন রাজা আমাকে হারেন্ তখন আমাতে তাঁহার অধিকার ছিল না, তিনি প্রথমে আত্মাকে হারিয়া আমাতে তাঁহার যে স্বত্ব ছিল তাহা বিনষ্ট করিয়াছেন, পরে আমাকে পণ রাখা তাঁহার অন্যায়কার্য্য হইয়াছে। প্রত্যুত আমি পঞ্চ জনের স্ত্রী, এক ব্যক্তি হারিয়াছে বলিয়া কখন দুর্য্যোধনের অধীনী হইব না, তুমি গিয়া সভামধ্যে এই সকল কথা কহ, তাঁহারা যে উত্তর করেন্ তাহা শুনিয়া পরে যাইতে হয় যাইব। পরিচারক দ্রৌপদীর এই বাক্য, হস্তিনার রাজসভাতে আসিয়া কহিলে দুর্য্যোধন ক্রোধো-

পরক্তনয়নে, দুঃশাসনকে দ্রৌপদীর আনয়নার্থ আজ্ঞা করিল। দুঃশাসন জ্যেষ্ঠের আজ্ঞায় সত্বর ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করিয়া বলপূর্ব্বক দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ করত হস্তিনার রাজসভায় আনিয়া উপস্থিত করিল। দ্রৌপদী সভায় আসিলে পাণ্ডবেরা লজ্জায় অধোবদন হইলেন। দুর্য্যোধন দ্রৌপদীকে বিবিধ উপহাস করিল ও কহিল পাঞ্চালরাজপুত্রি, আমি তোমাকে দ্যূতক্রীড়ায় জিতিয়াছি, এক্ষণে তুমি আমার দ্যূতদাসী হইলে, আমার নিকটে আইস। দুর্য্যোধনের এই সকল কথায় দ্রৌপদীর নয়নজলে পৃথিবী অভিষিক্ত হইতে লাগিল, তদ্দর্শনে দুর্য্যোধনের কিছুমাত্র দয়া হইল না, সে আরো নানাবিধ ভর্ৎসনা ও অপমানসূচক কথাসকল কহিতে লাগিল। দ্রৌপদী সেই সমস্ত দুর্ব্বাক্য সহ্য করিতে না পারিয়া ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর প্রভৃতি সভাস্থগণের প্রত্যেককে উদ্দেশ করত কহিলেন আমি তোমাদিগের কুলবধূ, সভামধ্যে আমার এতাদৃশ অপমান তোমরা স্বচক্ষে দেখিতেছ? এইরূপ দ্রৌপদীর কাতরোক্তি শ্রবণে সভাশুদ্ধ সমস্তলোক স্তব্ধ হইয়া রহিল। অন্তরে ক্রোধানল প্রদীপ্ত হইলেও দুর্য্যোধনের অনুরোধে কেহ কিছুই কহিল না।

'দ্রৌপদীর বস্ত্রালঙ্কার বলপূর্ব্বক গ্রহণ কর,' দুর্য্যোধন দুঃশাসনকে এই আজ্ঞা দিলে দ্রৌপদী সত্বর স্বীয়শরীর হইতে সকল আভরণ উন্মোচন করিয়া প্রদান করিলেন। দুঃশাসন তাহাতেও ক্ষান্ত না হইয়া তাঁহাকে উলঙ্গ করিতে উদ্যত হইয়া বস্ত্র আকর্ষণে প্রবৃত্ত হইল। দ্রৌপদী

অর্দ্ধবস্ত্রে লজ্জা সম্বরণ করত অঞ্চল ধরিয়া চীৎকাররবে রোদন করিয়া উঠিলেন। ভীম জ্যেষ্ঠভ্রাতার মুখাপেক্ষায় এতক্ষণ কিছুই বলেন নাই কিন্তু আর সহ্য করিতে পারিলেন না, গভীর সিংহনাদ করিয়া কহিলেন "ওগো সভাসদ্গণ, এই দুরাত্মা দেবী দ্রৌপদীর প্রতি অন্যায় আচারণ করিতেছে, তোমরা সকলে সাক্ষী রহিলে, আমি ইহার প্রতিফল দিব, আমি ক্ষত্রিয়সন্তান, সভামধ্যে প্রতিজ্ঞা করিতেছি, এই দুরাচার দুঃশাসনের রক্ত পান করিয়া এ পরিতাপ শান্তি করিব"। দুর্য্যোধন সে কথায় দৃক্পাতও না করিয়া দ্রৌপদীকে কহিল, 'দ্যূতদাসি, এই এখানে আসিয়া বৈস,' বলিয়া হস্তে নিজ উরুদেশ চাপড়াইল। ভীম তদ্দর্শনে অতীবকোপে কহিল, 'ওরে কুলাঙ্গার তোর এতো অহংকার, তুই দেবীকে আপনার উরুদেশে বসাইতে ইচ্ছা করিস্? তবে আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম তোর ঐ উরুদেশ চূর্ণ করিব। দেবি, তুমি রোদন করিও না, নিষ্ঠুর পাপিষ্ঠ দুঃশাসন এই দুরাত্মা দুর্য্যোধনের আজ্ঞায় তোমার অপমান করিল, কেশাকর্ষণ করিয়া বেণী খুলিয়া ফেলিল, অতএব আমিও প্রতিজ্ঞা করিলাম দুর্য্যোধনকে নিধন করিয়া উহার শোণিতে অভিষিক্ত হস্তদ্বারা তোমার বেণী বন্ধন করিয়া দিব।'

দুর্য্যোধন ভীমের প্রতিজ্ঞা শুনিয়া হাস্য করিয়া উঠিল এবং দ্রৌপদীর প্রতি বিবিধ বিদ্রূপ করিয়া নানা কটুকাটব্য প্রয়োগ করিল, তাহাতে দ্রৌপদী অত্যন্ত কাতরস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহার কাতরোক্তি শুনিয়া সভাস্থ

সমস্ত লোক ক্ষুব্ধ হইল। ধৃতরাষ্ট্রের অন্তঃপুরবাসি দাস দাসী প্রভৃতি সকলেই দুঃখিত হইল। সতীস্ত্রীর এতাদৃশী দুর্দশা দেখিয়া কোন২ সভ্যলোক রাজবিদ্রোহী হইবার মন্ত্রণা করিতে লাগিল। ভীম ও অর্জ্জুন ক্রোধে শরীর আস্ফালন করত কুরুবংশ ধ্বংস করিব বলিয়া এক২ বার হুঁঙ্কারধ্বনি করিতে লাগিলেন। তখন ধৃতরাষ্ট্র সুপ্তোত্থিতের ন্যায় চৈতন্য প্রাপ্ত হইলেন এবং দুর্য্যোধনের পাপকর্ম্মে লজ্জিত হইয়া দুর্য্যোধনকে অবোধ বলিয়া তিরস্কার করিলেন। পরে দ্রৌপদীকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন "বাছা তুমি কিছু মনে করিও না, দুর্য্যোধন তোমাদিগের রাজ্য সম্পত্তি সকলি পাশাক্রীড়ায় জিতিয়াছিল, এক্ষণে আমি অনুগ্রহ পূর্ব্বক সে সকল ফিরাইয়া দিলাম, এবং দাসত্ব শৃঙ্খলহইতে তোমাদিগকে মুক্ত করিলাম, যাও, স্বামিদিগের সমভিব্যাহারে গৃহে গিয়া সুখে রাজ্যভোগ কর।" রাজা যুধিষ্ঠির জ্যেষ্ঠতাতের এই বাক্যে আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিলেন, এবং দ্রৌপদীর অপমানে অন্তরে যে ক্রোধানল প্রদীপ্ত হইয়াছিল তাহাও শান্ত করিলেন। দ্রৌপদী অন্ধ-রাজার অনুগ্রহ প্রাপ্তে সন্তুষ্ট হইলেন বটে কিন্তু মনে কিছু থাকিল। তিনি তদবধি আর কেশবন্ধন করিলেন না। ভীম, অর্জ্জুন সেই অপরিমিত অপমান চিত্তফলকে খোদিত করিয়া রাখিলেন। পরে রাজা যুধিষ্ঠির সপরিবারে ইন্দ্রপ্রস্থে যাইতে উদ্যত হইলে দুর্য্যোধন নির্জ্জনে অন্ধরাজার নিকটে কহিল, পিতঃ কি করিলেন, সর্পকে আহত করিয়া ছাড়িয়া দিলেন - উহারা সময় পাইলে বৈরনির্য্যাতনে ত্রুটি করিবে

না, অতএব যুধিষ্ঠিরকে পুনর্ব্বার পাশক্রীড়া করিতে অনুমতি করুন, আমি রাজ্য জয় করিয়া লইয়া উঁহাদিগকে দেশ-বহিষ্কৃত করিয়া দি। অন্ধরাজা তাহাতেই সম্মত হইয়া যুধিষ্ঠিরকে পুনঃ পাশক্রীড়ার অনুমতি করিলে যুধিষ্ঠির মনে ২ অস্বীকৃত হইয়াও জ্যেষ্ঠতাতের আজ্ঞা অবহেলন করিতে পারিলেন না, পুনঃপাশক্রীড়া করিতে উদ্যত হইলেন। দুর্য্যোধন পণ করিল, এবার যে হারিবে আপন স্ত্রী ও ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে দ্বাদশ বর্ষ তাহাকে বনে বাস করিতে হইবে, ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাসে রহিবে। ঐ অজ্ঞাত বাস মধ্যে বিপক্ষের দৃষ্টিগোচর হইলে পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ দ্বাদশবর্ষ বনে যাইতে হইবে। রাজা যুধিষ্ঠির তাহাতেই সম্মত হইয়া পুনর্ব্বার ক্রীড়া করিতে আরম্ভ করিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির পাশক্রীড়ায় পটু ছিলেন না বলিয়াই হউক, ভবিতব্যতানুসারেই হউক, পুনর্ব্বার পরাস্ত হইলেন, তাহাতে দুর্য্যোধনের পক্ষেরা আহ্লাদিত ও পাণ্ডবের পক্ষেরা বিষাদিত হইল। রাজা যুধিষ্ঠির সত্য ধর্ম্ম প্রতিপালনে দৃঢপ্রতিজ্ঞ ছিলেন, তিনি তৎক্ষণাৎ ভ্রাতৃবর্গ ও দ্রোপদীকে সঙ্গে লইয়া অরণ্য পর্য্যটনে যাত্রা করিলেন। কুন্তী, সুভদ্রা ও অভিমন্যু যাদবদিগের বাটীতেই থাকিলেন।

পাণ্ডবেরা বনবাসে গমন করিলে তাঁহাদিগের রাজ্য-সম্পত্তি প্রভৃতি সমস্ত হস্তগত করিয়াই দুর্য্যোধন যে ক্ষান্ত রহিল এমত নহে, তাঁহাদিগকে বিনষ্ট করিতেও সতত চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিল

না। একদা চিত্ররথ নামক গন্ধর্ব্ব দুর্য্যোধনের মহিষী ভানুমতীকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছিল, পাণ্ডবেরা তদ্দর্শনে তাহার সহিত যুদ্ধ করিয়া ভানুমতীকে উদ্ধার করত আনিয়া দুর্য্যোধনকে প্রদান করিলেন। ইহাতে পাণ্ডবদিগের যশে জগতীতল আলোকময় হইয়া রহিল। দুর্য্যোধন তাহাতে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা দূরে থাকুক, বরং কিসে পাণ্ডব বিনাশ হইবে এই চিন্তায়ই দিনযাপন করিতে লাগিল পাণ্ডবেরা দ্বৈতবন প্রভৃতি বিবিধ পুণ্যস্থলী অরণ্যমণ্ডলী পর্য্যটন করত ক্রমে দ্বাদশ বর্ষ অতিপাতিত করিলেন। ত্রয়োদশ বর্ষ উপস্থিত হইলে ছদ্মবেশে মৎস্যদেশে গমন করিয়া বিরাটরাজার নিকটে বিষয়বিশেষে দাসবৃত্তি অবলম্বন করিয়া রহিলেন। দ্রৌপদীও সৈরেন্ধ্রীবেশে বিরাটরাজমহিষীর নিকটে কষ্টে কালযাপন করিতে লাগিলেন। অজ্ঞাতবর্ষ প্রায় অতীত হয় কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট আছে, এমত সময়ে বিরাটরাজার প্রধান সেনাধ্যক্ষ কীচক সৈরেন্ধ্রীবেশধারিণী দ্রৌপদীর উপর অত্যাচার করাতে ভীম কীচককে সাংঘাতিত পদাঘাতে সংহার করিলেন। কিন্তু গন্ধর্ব্বে কীচককে মারিয়াছে ইহাই প্রচার হইল।

ইতিপূর্ব্বে দুর্য্যোধন পাণ্ডবদিগের অন্বেষণে অনেক প্রণিধি প্রেরণ করিয়াছিল। কাহার দ্বারাও পাণ্ডবগণের অনুসন্ধান পাইল না, কেবল বিরাটরাজার প্রধান সৈনাধ্যক্ষ কীচক গন্ধর্ব্বকর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়াছে এইমাত্র সম্বাদ প্রাপ্ত হইল।

মৎস্যদেশ আক্রমণ করিতে বহুদিনাবধি দুর্য্যোধনের

অভিলাষ ছিল; কীচক মহাবল পরাক্রান্ত তন্নিমিত্ত অভীষ্ট সাধনে সমর্থ হয় নাই, সম্প্রতি কীচকের মৃত্যু হইয়াছে শুনিয়া সসৈন্যে মৎস্যদেশে যুদ্ধযাত্রা করিল। পরে তথায় উপস্থিত হইয়া প্রথমতঃ কিয়দংশ সৈন্য ও সুধর্ম্মা নামক সামন্তকে দক্ষিণ গোগৃহে যুদ্ধ করিতে অনুমতি দিল। সুধর্ম্মা সসৈন্যে গিয়া দক্ষিণ গোগৃহ আক্রমণ করিলে বিরাটরাজা নিজপুত্র উত্তরকে রাজধানী রক্ষার্থ নিযুক্ত করিয়া সমস্ত সৈন্য সংগ্রহপূর্ব্বক স্বয়ং তথায় উপস্থিত হইলেন। পরে ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল, পরিশেষে সুধর্ম্মা বিরাটরাজার সকল সৈন্য ক্ষয় করিয়া বিরাটরাজাকে বন্ধন করত লইয়া চলিল।

ছদ্মবেশী যুধিষ্ঠির আশ্রয়দাতা বিরাটরাজার এতাদৃশী দুর্দশা দেখিয়া ভীমকে যুদ্ধ করিতে আজ্ঞা করিলেন। ভীম তাহার আজ্ঞা প্রাপ্তিমাত্র সুধর্ম্মার প্রতি ধাবমান হইয়া ক্ষণকালমধ্যে তাহার সৈন্যসমুদয় সংহার করত বিরাটরাজাকে মুক্ত করিলেন, ও সুধর্ম্মাকে বন্ধন করিয়া যুধিষ্ঠিরের নিকটে আনিলেন। পরে সুধর্ম্মা সকাতরে প্রাণদান প্রার্থনা করিলে দয়াশীল যুধিষ্ঠির তাহার বন্ধন মোচন করিয়া দিলেন।

এইসময়ে ওদিগে দুর্য্যোধন, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ, কৃতবর্ম্মা, অশ্বত্থামা প্রভৃতি সেনাপতিগণ সমভিব্যাহারে বিরাটরাজার উত্তর গোগৃহ আক্রমণ করিয়া গোধন সকল অপহরণ করিতে লাগিল। রাজধানীতে এই সম্বাদ আসিলে বিরাটরাজার পুত্র উত্তর অন্তঃপুরে স্ত্রীগণের নিকটে অনেক আস্ফা-

লন করিয়া কহিল, 'কি করি পিতা সকলসৈন্য লইয়া গিয়াছেন, এক ব্যক্তি সারথিও নাই, কি প্রকারে যুদ্ধে যাইব? যদি এক জন সারথি পাইতাম তাহা হইলে একাই গিয়া সমস্ত বিপক্ষ পক্ষ ক্ষয় করিতে পারিতাম"। অর্জ্জুন ছদ্মবেশে তথায় অবস্থিতি করিতেন, তিনি উত্তরের এই কথাতে আপনি সারথ্যকর্ম্ম স্বীকার করিয়া একখানি রথ আনয়ন করিলেন। পরে উত্তর তদারোহণে যুদ্ধযাত্রা করিল। অর্জ্জুন বায়ুবেগে রথ চালাইয়া ক্ষণকাল মধ্যে উত্তরগোগৃহে উপস্থিত হইয়া কৌরব সৈন্য মধ্যে রথ রাখিলেন, ও কহিলেন রাজপুত্র যুদ্ধ আরম্ভ কর। উত্তর সেই কৌরব সৈন্য সাগর নিরীক্ষণ করত ভয়ে অচৈতন্য হইয়া পড়িল। ছদ্মবেশী অর্জ্জুন তাহাকে অনেক প্রবোধ প্রদান করিলেন কিন্তু কিছুতেই তাহার ভয় নিবারণ হইল না। প্রত্যুত ভীষ্ম প্রভৃতি প্রধান২ কুরুসৈনাধ্যক্ষেরা সিংহনাদ করিয়া উঠিলে তাহা শ্রবণে সে একেবারে অস্থির হইয়া পলাইতে উদ্যত হইল, তাহাতে ছদ্মবেশী অর্জ্জুন আপনার পরিচয় দিয়া উত্তরকে নিজ সারথ্যকর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন, ও আপনিই যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। উভয় দলে তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল, কিন্তু অর্জ্জুনের রণনৈপুণ্যে দুর্য্যোধনের সেনারা ক্ষণকালও যুদ্ধক্ষেত্রে তিষ্ঠিতে পারিল না, রণভঙ্গদিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। অর্জ্জুন তখন প্রথমত বিরাট রাজার গাভীসকল উদ্ধার করিয়া পরে বৈরিনির্য্যাতনার্থ দুর্য্যোধনকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে দ্রোণাচার্য্য দুর্য্যোধনকে সাবধান হইতে বলিলেন,

ও কহিলেন, মহারাজ, বিরাটরাজাকে সাহায্য দিতে যুদ্ধে অর্জ্জুন আসিয়া আপনাকেই অন্বেষণ করিতেছে। দুর্য্যোধন পরমাহ্লাদিত হইয়া কহিল তবেই আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল; এ অজ্ঞাতবাসবৎসর, ইহার মধ্যে যদি অর্জ্জুনকে দেখা পাওয়াগেল তবেই তো পঞ্চ পাণ্ডবকে পুনর্ব্বার দ্বাদশ বৎসর বনবাসে গমন করিতে হইবে। অনন্তর দ্রোণাচার্য্য গণনা করিয়া কহিলেন মহারাজ, পাণ্ডবদিগের অজ্ঞাত বৎসর অতীত হইয়াছে, এই কথায় দুর্য্যোধন বিষমবিষাদিত হইল, ও যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া প্রাণ ভয়ে সসৈন্যে হস্তিনায় পলায়ন করিল।

অর্জ্জুন জয়লাভ করিয়া উত্তরের সহিত বিরাটরাজার রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলে বিরাটরাজা অর্জ্জুনের প্রতি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন, পরে উত্তরের মুখে ছদ্মবেশী পঞ্চপাণ্ডবের ও সৈরেন্ধ্রীরূপা দ্রৌপদীর পরিচয় পাইয়া চমৎকৃত হইলেন, এবং আমাকে অপরাদ্ধ-জ্ঞানে আপনাদিগকে অযুক্তকর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছি বলিয়া তাঁহাদিগের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। যুধিষ্ঠির নানাবিধ মিষ্টবাক্যে ঐ আশ্রয়দাতা বিরাটরাজাকে পরিতুষ্ট করিয়া তাঁহার আলয়ে কিছুদিন প্রকাশ্যরূপে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। বিরাটরাজা পাণ্ডবদিগের অনুগ্রহ থাকে এই অভিপ্রায়ে অর্জ্জুনের পুত্র অভিমন্যুর সহিত নিজ নন্দিনী উত্তরার বিবাহ নির্ব্বাহ করিলেন।

কিয়দ্দিবস পরে পাণ্ডবেরা আপনাদিগের রাজ্য পুনঃ-প্রাপ্তি জন্য হস্তিনায় দূত প্রেরণ করিলেন, তাহাতে ভীষ্ম

দ্রোণ প্রভৃতি প্রধান ২ ব্যক্তিরা যুধিষ্ঠিরকে পূর্ব্বাধিকার প্রদান করিতে অন্ধরাজার নিকটে অনুরোধ জানাইলেন। অন্ধরাজাও সম্মত হইলেন কিন্তু মানধন দুর্য্যোধন শকুনি প্রভৃতি কুমন্ত্রিগণের দুর্ম্মন্ত্রণায় পাণ্ডবদিগকে রাজ্যপ্রদানে অস্বীকৃত হইল।

পাণ্ডবেরা প্রত্যাগত দূত মুখে দুর্য্যোধন সহজে রাজ্য দিবে না এই কথা শুনিয়া যুদ্ধভিন্ন রাজ্যোদ্ধারের অন্য উপায় নাই, যুদ্ধই কর্ত্তব্য ইহা স্থির করিলেন; পরে যুদ্ধের আয়োজন হইতে লাগিল। রাজা যুধিষ্ঠির রাজসূয়যজ্ঞকালে অনেক রাজার সহিত মিত্রতা করিয়াছিলেন এবং অনেক রাজা বশীভূতও হইয়াছিল, তাঁহারা সকলেই পাণ্ডবদিগের যুদ্ধ সাহায্যার্থে আসিতে লাগিলেন। বিশেষতঃ দ্রুপদরাজা ও বিরাটরাজা প্রাণপণে পাণ্ডবদিগের সাহায্য করিব স্থির করিয়া সৈন্য সংগ্রহারম্ভ করিলেন। কুরুক্ষেত্র নামক সুবিখ্যাত স্থানই যুদ্ধক্ষেত্র হইবে অবধারিত হইলে পাণ্ডবেরা তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দুর্য্যোধনও সৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক কুরুক্ষেত্রে আগমন করিল। ক্রমে উভয় পক্ষের শিবির সংস্থাপিত হইলে অতিধর্ম্মিষ্ঠ যুধিষ্ঠির জ্ঞাতিবিনাশে একান্ত অনভিলাষী হইয়া কৃষ্ণকে দ্বারকাহইতে আনাইলেন। কৃষ্ণ অর্জ্জুনের সখা ছিলেন সুতরাং যুধিষ্ঠিরকে জ্যেষ্ঠভ্রাতৃবৎ সম্মান করিয়া আহ্বান প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিলে যুধিষ্ঠির সানুনয়ে সবিশেষ জ্ঞাত করিয়া কহিলেন, 'আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক দুর্য্যোধনের নিকটে গমন করুন, বিনশ্বর রাজ্যভোগের লোভে

সহস্র ২ প্রাণি বিনাশ করিয়া নির্ম্মল চিরন্তন ধর্ম্মকে কলুষিত করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে, দুর্য্যোধন যদি আমাদিগের পঞ্চ ভ্রাতাকে পঞ্চ গ্রামমাত্র প্রদান করে, তাহা হইলেই আমি যুদ্ধে ক্ষান্ত হই, আমার এই অভিপ্রায় আপনি দুর্য্যোধনের নিকটে প্রকাশ করিয়া যদি সন্ধি করিতে পারেন তাহা হইলে আমি নিতান্ত উপকৃত হই।” কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের এই বাক্যে সন্ধির প্রস্তাব করিতে দুর্য্যোধনের শিবিরে গমন করিলেন। পরে যুধিষ্ঠির বিবেচনা করিলেন সন্ধি করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইয়াছে সুতরাং আমার ভ্রাতৃগণ সকলেই সন্ধি স্বীকার করিবে, কিন্তু ভীম অতি ভীমস্বভাব, অগ্রে তাঁহাকে সান্ত্বনা করা বিধেয়, ইহা স্থির করিয়া সহদেবকে আহ্বান করিয়া ভীমের নিকটে প্রেরণ করিলেন। সহদেব অতিশান্তপ্রকৃতি নীতিশাস্ত্রবিশারদ ও মিষ্টভাষী ছিলেন, তিনি ভীমের অন্বেষণে গমন করাতে কিঞ্চিদ্দূরে পথিমধ্যে ভীমের সহিত সাক্ষাৎ হইল, তাহাতে রাজা যুধিষ্ঠিরের অভিপ্রায়ে কৃষ্ণ কৌরবদিগের নিকটে সন্ধির প্রস্তাব করিতে গমন করিয়াছেন, সহদেব এই সমস্ত কথা ভীমকে কহিলেন; তাহা শ্রবণে ভীম অত্যন্ত ক্রোধান্ধ হইলেন। সহদেব তদ্দর্শনে ভীমকে সান্ত্বনা করিবার নিমিত্ত কৌরবদিগের অমঙ্গলাশংসা করিলেন। তাহাতে ভীম যেরূপ উত্তর প্রদান করেন তাহা এই নাটকের প্রথম, তদবধিই নাটক আরম্ভ।

নাট্যোল্লেখিত ব্যক্তিগণ।

যুধিষ্ঠির	পাণ্ডবরাজা।
ভীম অর্জ্জুন সহদেব	ঐ রাজার ভ্রাতা।
কঞ্চুকী	ঐ রাজার অন্তঃপুররক্ষক ক্লীব।
পাঞ্চালক	ঐ রাজার দূত।
দুর্য্যোধন	কৌরবরাজা।
ধৃতরাষ্ট্র	ঐ রাজার পিতা।
সঞ্জয়	ধৃতরাষ্ট্রের মন্ত্রী।
কঞ্চুকী	দুর্য্যোধনের অন্তঃপুররক্ষক ক্লীব।
কর্ণ	ঐ রাজার সখা।
অশ্বত্থামা	ঐ রাজার গুরুপুত্র ও সমাধ্যায়ী।
সুন্দরক	ভগ্নদূত।
কৃপাচার্য্য	অশ্বত্থামার মাতুল।
চার্ব্বাক রাক্ষস ...	দুর্য্যোধনের সখা, রাক্ষসজাতি।
দ্রৌপদী	যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতার মহিষী।
ভানুমতী	দুর্য্যোধনের মহিষী।
গান্ধারী	দুর্য্যোধনের মাতা।
দুঃশলা	দুর্য্যোধনের ভগিনী।
মাতা	দুঃশলার শাশুড়ি।

সারথি, চেটী, সখী প্রভৃতি পরিচারক।

বেণীসংহার নাটক।

প্রথম অঙ্ক।

কুরুক্ষেত্রের পথে ভীম ও সহদেবের প্রবেশ।

ভীম। না ভাই, তোমার সকল ভাইরে তাদের সঙ্গে সন্ধি করিতে উদ্যত, এখন তাদের অমঙ্গল চিন্তা করা তোমার উচিত হয় না।

সহ। মেজদাদা, কি বলিব,– ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা তো পদেহই আমাদের অপকার করেছে, তা আপনার ভাই হইয়ে কি আমরা তাদের ক্ষমা করিতাম? কি করি, রাজা যে কিছুই করিতে দিলেন না।

ভীম। (সক্রোধে) কি? দিলেন না! তবে আমিও আজি অবধি তোমাদের হইতে স্বতন্ত্র হলেম। দেখ দুর্য্যোধন বাল্যকালে আমারই সঙ্গে শত্রুতা করেছে, রাজার সঙ্গেও করে নাই, কৃষ্ণের সঙ্গেও করে নাই, তোমাদের সঙ্গেও করে নাই, তা তোমরা সকলে সন্ধি করিবে না কেন, করো গে, কিন্তু আমিও সে সন্ধি ভঙ্গ করিব, সন্দেহ নাই।

সহ। (সানুনয়ে) আপনি এমন করিলে গুরু যে মনোদুঃখ করিবেন।

ভীম। (সহাস্যমুখে) কি? গুরু কি মনোদুঃখ করিতে

জানেন? সভামধ্যে দ্রৌপদীর সেই অপমান আমরা স্বচক্ষে দেখে বাকল পোরে ব্যাধের মত বনে বাস করিলাম, বিরাট রাজার কাছে অত্যন্ত অযোগ্য কর্ম্মে নিযুক্ত থেকে লুকাইয়া রহিলাম, কৈ, তিনি এতে মনোদুঃখ করিতে পারেন্ নাই, এখন সন্ধি ভেদ করিলেই মনোদুঃখ করিবেন, করুন্, তুমি যাও রাজার নিকটে বলো গে, ভীম এ কথা শুনে বড় রাগত হইয়া বলিতেছে।

সহ। কি বলিতেছেন, বলিব গে?

ভীম। বলো গে, আমি কোন কথাই শুনিব না, এতে আমাকে লোকেও নিন্দা করিবে, আমার ভাইরেও নিন্দা করিবে, করুক, আজিকার এক দিনের নিমিত্তে তিনিও যেন আমার গুরু নন, আমিও যেন তাঁর শিষ্য নই, আমি আজি এই গদাপ্রহারে সমস্ত কুরুকুল নির্ম্মূল করিব।

(উদ্ধতগমন)

সহ। (কিঞ্চিৎ সঙ্গে২ গিয়া, মনে২) এই যে ইনি দ্রৌপদীর গৃহেই প্রবেশ করেন, ভাল, আমি এস্থানেই থাকি।

ভীম। (ফিরিয়া) সহদেব, ভাই তুমি যাও, আমি একখান অস্ত্র আনি।

সহ। এ তো অস্ত্রের গৃহ নয়, এ যে দ্রৌপদীর গৃহ।

ভীম। কি? এ দ্রৌপদীর গৃহ? ভাল, তবে তাঁকেই বলিয়া আসি গে, এস ভাই দুজনেই যাই।

সহ। যে আজ্ঞা, চলুন।

ভীম। রাজা কৌরবদের সঙ্গে সন্ধি করিতে ইচ্ছা

করিয়া যেরূপ যাতনা বৃদ্ধি করিলেন, তা ভাই তুমিও স্বচক্ষে দেখো।

গৃহমধ্যে উভয়ের প্রবেশ।

সহ। এই আসন আছে, আপনি বসুন্, দ্রৌপদী আগত প্রায়।

ভীম। (বসিয়া) ভাল ভাই সহদেব, আমাদের কৃষ্ণ দুর্য্যোধনের নিকটে কিরূপ সন্ধির প্রস্তাব করিতে গিয়াছেন?

সহ। পঞ্চগ্রাম প্রার্থনায়।

ভীম। (সক্রোধে) কি? প্রার্থনা! রাজা কি এমন নিস্তেজ হইলেন? শুনে যে আমার অন্তঃকরণ কেমন করে, বল কি?

সহ। (ফিরিয়া) না ভাই, একথা যেন তুমিও আমাকে বল নাই, আমিও যেন শুনি নাই, এই পর্য্যন্তই ভাল।

ভীম। (সবিষাদে) হায়! কি বলিব? রাজা কি পাশাখেলায় আপনার ক্ষত্রিয় তেজ পর্য্যন্তও হেরেছেন!

সহ। (দ্রৌপদি আঁসিতেজেন দেখিয়া, মনে২) এ কি, দ্রৌপদীও যে আবার রোদন করিতে ২ এলেন তবেই তো বিপদ ঘটিল। বর্ষাকাল উপস্থিত দেখিয়া যেমন বিদ্যুত অধিক প্রকাশ পায়, তেমনি দ্রৌপদীকে সজলনয়ন দেখিলেই ইঁহার ক্রোধানল আরো প্রজ্বলিত হইয়া উঠিবে।

সখীসহ দ্রৌপদীর প্রবেশ।

সখী। দেবি কাঁদেন কেন? ভয় কি? কুমার ভীমসেন অবশ্যই আপনার মনোদুঃখ দূর করিবেন।

দ্রৌপ। (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) আর তুমিও যেমন বোন, তাকি হোতো না, রাজা যে কিছুই কত্যে দিচ্যেন না।

সখী। দেবি, এই যে কুমার এখানে আছেন, আপনি নিকটে আসুন্।

দ্রৌপ। চল যাই।

ভীমনিকটে উভয়ের আগমন।

সখী। কুমার জয় হউক।

ভীম। (যেন না শুনিয়াই) হায়! মহারাজ পাশাখেলায় কি আপনার ক্ষত্রিয় তেজ পর্য্যন্তও হেরেছেন!

সখী। সন্ধির কথা শুনে বুঝি কুমার রাগত হয়েছেন।

দ্রৌপ। তা যদি হয়, তবে আমাকে যে আদর করিলেন না তাতেও আমার দুঃখ নাই।

ভীম। কি, পাঁচ খানি গ্রামের নিমিত্তে সন্ধি? হায়! কিছুই হোলো না, আমি কুরুকুল নির্ম্মূল করিলেম না, দুঃশাসনের রক্ত পান করিতে পেলেম না, গদাদ্বারা দুর্য্যোধনের ঊরুদেশ চূর্ণ করিতে পারিলাম না, তোমাদের রাজা কিছু পাইয়াই সন্ধি করিবে।

দ্রৌপ। (মনে২) এমন কথা আমায় কেউ বলে না, তোমার মুখে শুনে অন্তঃকরণ জুড়াল।

সহ। যা বোলে পাঠাইয়াছেন তা আপনি মনোযোগ করিয়া শুনিলেন না।

ভীম। মনোযোগ আবার কি?

সহ। বলি মহারাজ যা বোলে পাঠিয়াছেন?

ভীম। কাকে বোলে পাঠিয়াছেন?

সহ। দুর্য্যোধনকে বোলে পাঠিয়াছেন।

ভীম। কি বোলে পাঠিয়াছেন?

সহ। বোলে পাঠিয়াছেন, ইন্দ্রপ্রস্থ, বৃকপ্রস্থ, জয়ন্ত, ও বারণাবত এই চারি গ্রাম, আরো কিছু যদি দেও, তবে সন্ধি করা যায়।

ভীম। তা একথায় কি হইল?

সহ। একথার কিছু নিগূঢ় অর্থ থাকিবে, কেন না অন্য চারি খানি গ্রামের নাম বলিয়া যে শেষে আরো কিছু বলিয়াছেন তাতে বোধ হয়, তা, বিষদান, জতুগৃহে বাস-প্রদান, সভাতে অপমান এই সকল দুষ্কর্ম্মের প্রতিফল-স্বরূপ হইতে পারে।

ভীম। (সভ্রূভঙ্গে) তা হইলেই কি হইল?

সহ। তা হইলে জ্ঞাতিবিনাশে আমাদের ইচ্ছা নাই তাও লোকে প্রকাশ পাইল, আর কৌরবদের সঙ্গে সন্ধিও থাকিল।

ভীম। (সক্রোধে) একথা কোন কাযেরি নয়, কৌর-বেরা কি সন্ধির যোগ্য যে তাদের সঙ্গে সন্ধি করা যাবে, পূর্ব্বে আমরা যখন বনে যাই তখনি একথা হয় বরং সেই সময়ে তাদের বিনাশ করিতেই প্রতিজ্ঞা করা গেছে, সন্ধি কখনই হবে না। আর ধৃতরাষ্ট্রের কুল ক্ষয় করিলে কি লজ্জায় তোমরা লোকসমাজে মুখ দেখা-ইতে পারিবে না, ওরে মূর্খ, শত্রুবিনাশ করাই লজ্জাকর

বুঝিছিস্, সভামধ্যে স্ত্রীর কেশাকর্ষণকরা, উলঙ্গকরা তোদের লজ্জাকর নয় ?

দ্রৌপ। (মনে২) তাতেও তোমাদের লজ্জা পেতে হবে না, যদি নাথ তোমার মনে থাকে।

ভীম। যা হউক, ও কথায় আর কায নাই, এখন দ্রৌপদীর এতো বিলম্ব কেন, যুদ্ধে যাই, আর আমি থাকিতে পারি নে।

সহ। মহাশয় তিনি এই যে অনেকক্ষণ এসেছেন, আপনি ক্রোধে দেখিতেছেন না।

ভীম। (দেখিয়া) প্রিয়ে, ক্রোধে আমার অন্তঃকরণ বড়ই ব্যাকুল, তুমি এসেছ আমি জানিতে পারি নাই, অভিমান করিও না।

দ্রৌপ। নাথ, তোমরা শত্রুকে ক্ষমা করিলেই আমার অভিমান হয়, ক্রোধ করিলে হয় না।

ভীম। তবে তুমি জেনো আমি তোমার মনোদুঃখ দূর করিয়াছি (হস্তে ধরিয়া পার্শ্বে বসাইয়া মুখ দর্শন) কেন প্রিয়ে তোমাকে আজি উদ্বিগ্ন দেখিতেছি।

দ্রৌপ। নাথ, তোমরা নিকটে আছ, উদ্বেগ কি ?

ভীম। কেন বলিলে না (কেশ দেখিয়া) আর বলিবেই বা কি। পাণ্ডবেরা জীবিত থাকিতে যে তোমার এই দশা, এতেই বলা হয়েছে।

দ্রৌপ। (সখীর প্রতি) এঁর নিকটে সেই কথাটা বল, আমার অপমানে আর কে দুঃখী হবে ?

সখী। হাঁ বলি, (ভীমের প্রতি) কুমার, আজি দেবীর বড় অপমান হয়েছে।

ভীম। (সক্রোধে) আবার অপমান ? কি বল, কার আসন্নকাল উপস্থিত, কে এই কুরুবন দাবানলে পতঙ্গের ন্যায় পড়িল ?

সখী। শুনুন তবে, আজি দেবী কএক জন স্বতিনের সঙ্গে গান্ধারীকে প্রণাম কত্যে গিছিলেন।

ভীম। হাঁ তার পর ?

সখী। তার পর ফিরে আস্‌বের সময় ভানুমতীর সঙ্গে দেখা হলো।

ভীম। (আক্ষেপ পূর্ব্বক) আঃ ! শত্রুর স্ত্রীর সঙ্গে আবার সাক্ষাৎ হইল ! তবেইতো ক্রোধ হইতেই পারে, তার পর ?

সখী। তার পর সে দেবীকে দেখে হেসে ২ অহংকারে আপনার সখীর প্রতি বল্যে।

ভীম। (সক্রোধে) আবার বিদ্রূপ করিল ! আঁ, বল কি ! কি বল্যে ?

সখী। বল্যে, অলো দ্রৌপদি, শুন্তে পাচ্যি না কি, তোর ভাতারেরা পাঁচ খানি গ্রাম চাচ্যে, তবে তোর চুল বেঁধে দেয় না কেন ?

ভীম। সহদেব, শুনিলে ?

সহ। হাঁ, শোনাই আছে, সেওতো দুর্য্যোধনের স্ত্রী না হবে কেন, সর্ব্বদা একত্র থাকায় স্ত্রীর মন স্বামির মনেরি সদৃশ হয়, এতো প্রসিদ্ধই আছে; মধুরলতা যদি বিষবৃক্ষ আশ্রয় করে তবে অবশ্যই তার মারাত্মক শক্তি জন্মে, তার সন্দেহ কি।

ভীম। (সখীর প্রতি) তা দেবী তাতে কি উত্তর করিলেন ?

সখী। কেন, দেবী তার কথাতে উত্তর দিবেন কেন? আমরা কি কেউ সঙ্গে ছিলেম না?

ভীম। তুমি কি বলিলে?

সখী। আমি বলিলেম, বলি ভানুমতি, তোমাদের চুল না খোলা হলে আমাদের দেবীর চুল কেমন করে বাঁধা হয়?

ভীম। (সপরিতোষে) হাঁ উত্তম বলিয়াছ, ভাল উত্তর হইয়াছে, না হবে কেন? আমাদের পরিবার কি না। (আসন হইতে উঠিয়া) প্রিয়ে আর মনোদুঃখ করিওনা আমার প্রতিজ্ঞা, এই প্রচণ্ড যমদণ্ড তুল্য গদার প্রহারে দুরাত্মা দুর্য্যোধনকে নিধন করে তাহারি রক্ত হাতে মেখে এসে তোমার এই কেশ বন্ধন করে দিব।

দ্রৌপ। নাথ, তুমি মনে কল্যে কি না হয়, এখন তোমার ভাইদের অনুগ্রহ হলে হয়।

সহ। হাঁ আমাদের তো অনুগ্রহ আছেই।

(নেপথ্যে মহাশব্দ। সকলের বিস্ময়।)

ভীম। একি? এমন দুন্দুভিবাদ্য হঠাৎ কেন হইল। সমুদ্রমন্থন সময়ে মন্দর পর্ব্বতের আঘাতে সমুদ্রের জলে যেরূপ শব্দ হয়, মহাপ্রলয় কালে মেঘসমূহ পরস্পর আঘাত পেলে যেরূপ শব্দ হয় তাহার ন্যায় অতি গম্ভীর, বোধ হয়, দ্রৌপদীর ক্রোধের অগ্রদূতই এ, কিম্বা কুরুকুল নির্ম্মূল করিতে উৎপাত বাতই আসিল।

(কঞ্চুকীর প্রবেশ।)

কঞ্চু। (সসম্ভ্রমে) ভগবান্ কৃষ্ণ ২!

(সকলে কৃতাঞ্জলি হইয়া উঠিল।)

ভীম। কৈ কৈ তিনি কোথায়?

কঞ্চু। তিনি দুর্য্যোধনের নিকটে সন্ধি করিতে গেছিলেন, তা দুর্য্যোধন তাঁকে পাণ্ডবের পক্ষ ভেবে বাঁধিতে উদ্যত হয়েছে। (সকলের ভয়)

ভীম। কি? বেঁধেছে?

কঞ্চু। না না বাঁধিতে উদ্যত হয়েছে।

ভীম। তিনি কি করিলেন?

কঞ্চু। তিনি বিশ্বম্বর মূর্ত্তি ধরিলেন, তাতে কৌরবেরা সকলে মূর্চ্ছাপন্ন হলো, দেখে আমাদের শিবিরে এসেছেন, আপনি গে সাক্ষাৎ করুন্।

ভীম। (হাস্য করিয়া) দুর্য্যোধন ভগবান্‌কেও বন্ধন করিতে ইচ্ছা করে (ঊর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া) ওরে দুরাত্মা কুলাঙ্গার তুই আপনার দোষেই আপনার কুল ক্ষয় করিলি, পাণ্ডবদের ক্রোধ কেবল নিমিত্ত মাত্র হলো।

সহ। সে কি? ভগবান্ কৃষ্ণ যে কে, তাওকি সে দুরাত্মা দুর্য্যোধন জানে না?

ভীম। সে দুরাত্মা মূর্খ ভগবান্‌কে কি প্রকারে জানিতে পারিবে। যোগীন্দ্র মুনীন্দ্রগণ জ্ঞানোদয়ে অজ্ঞান অন্ধকার দূর করিয়া যোগদৃষ্টিদ্বারা যে বস্তু দর্শন করেন, সেই পরম পদার্থ পুরুষোত্তমকে কি সামান্য মুগ্ধ ব্যক্তি জানিতে পারে?। (কঞ্চুকীর প্রতি) এক্ষণে তোমাদের রাজা কি স্থির করিলেন হে?

কঞ্চু। আপনিই গে শুনুন্।

(নেপথ্যে)

ওহে সেনাপতিসকল শোন তোমরা, পূর্ব্বে সভামধ্যে দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণের সময় রাজা যুধিষ্ঠিরের যে ক্রোধানল জন্মিয়াছিল, পাছে সত্যব্রত ভঙ্গ হয় এই ভয়ে এতকাল তা প্রকাশ পায় নাই, বরং কুলক্ষয়ভয়ে সন্ধি পর্য্যন্তও স্বীকারে যে ক্রোধানল নির্ব্বাণ করিতেও ইচ্ছা ছিল, এক্ষণে কৃষ্ণের অপমানে সেই ক্রোধানল কুরুকুল দগ্ধ করিতে একেবারেই জ্বলিয়া উঠিল।

ভীম। (পরমাহ্লাদে) উঠুক ২ চিরকাল মহারাজের ক্রোধানল জ্বলিয়া উঠিলেই ভাল।

(নেপথ্যে পুনর্ব্বার শব্দ)

দ্রৌপ। (সবিস্ময়ে) কেন ক্ষণে ২ এতো শব্দ হয় কেন?

ভীম। (আহ্লাদে) প্রিয়ে দেখ কি? যজ্ঞ আরম্ভ হয় এই।

দ্রৌপ। এখন আবার কি যজ্ঞ হবে?

ভীম। প্রিয়ে জান না এ যে রণযজ্ঞ, তুমি এই যজ্ঞের জন্যে সংযম করিয়া আছ, আমাদের মহারাজ এই যজ্ঞ করিবেন, আমরা চারি ভাই এতে হোতা হব, কৃষ্ণ উপদেষ্টা থাকিবেন, কৌরবেরা পশু হবে, আমরা তাদের বলি দিব, এই যজ্ঞের ফলেই তোমার অপমানজন্য দুঃখের শান্তি হবে, তা এই যজ্ঞে নিমন্ত্রণ করিতে দুন্দভির ধ্বনি হতেছে।

সহ। তবে মহাশয় আমি এখন যাই, গুরুজনের আজ্ঞা লইয়ে যুদ্ধের আয়োজন করি গে।

ভীম। হাঁ ভাই চল, আমিও যাই (উঠিয়া দ্রৌপদির প্রতি) দেবি আমরা কুরুকুল ক্ষয় করিতে যাই তবে।

দ্রৌপ। নাথ, ইন্দ্র যেমন অসুরগণের যুদ্ধে জয়ী হয়েছিলেন, সেইরূপ তোমরাও জয়ী হও।

সখী। দেবী আরো বোল্‌চেন, তোমরা যুদ্ধ থেকে এসে আবার আমাকে আশ্বাস দিও।

ভীম। দেবি আর মিথ্যা আশ্বাসে ফল কি? যদি ভীম সকল শত্রু ক্ষয় না করিতে পারে তবে লজ্জায় আর তোমাকে মুখ দেখাইবে না।

দ্রৌপ। না না নাথ, এমন কথা কহিও না, দ্রৌপদীর অপমান মনে ভেবে যেন বড় রাগ করে আপনার শরীরের প্রতি তাচ্ছল্য করিও না, শুনেছি যুদ্ধস্থল বড় ভয়ঙ্কর, সেথায় সাবধানে থাকিতে হয়।

ভীম। (সহাস্যমুখে) প্রিয়ে তুমি ক্ষত্রিয়কন্যে, ভয় কি? এযুদ্ধে আমরা অনায়াসেই বিক্রম প্রকাশ করিব। যুদ্ধস্বরূপ সমুদ্র দুস্তর বটে কিন্তু পাণ্ডবেরা তা উত্তীর্ণ হইতে অত্যন্ত পণ্ডিত, তা ভয় নাই আমরা চলিলেম।

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

রাজপথে কঞ্চুকীর প্রবেশ।

কঞ্চু। কর্ণ, জয়দ্রথ প্রভৃতি প্রধান ২ সেনাপতিরা অভিমন্যুকে বধ করিয়া এসেছেন, আবার যুদ্ধে যেতে উদ্যত,

এখন ভানুমতীর নিকটে বিদায় পেলেই যাবেন, তাই মহারাজ দুর্য্যোধন আমাকে আজ্ঞা করিলেন 'বিনয়ন্ধর, তুমি দেখ দেখি, মাকে প্রণাম করিতে ভানুমতী গিছেলেন, ফিরে এসেছেন কি না,' তাই আমি শীঘ্র যাচ্যি। (কিঞ্চিৎ গিয়া) ওঃ, আমাদের উপরে রাজার বিস্তর অনুগ্রহ, আমি এই এমন বুড়ো হয়েছি তবু আমার মর্য্যাদার নিমিত্তই আমাকে অন্তঃপুরে রেখেছেন, আর যারা দাস্যবৃত্তির নিমিত্ত আত্ম বিক্রয় করে তাদের বুড়ো হওয়ায় হানি কি? বিশেষতঃ আমি যে কর্ম্মে নিযুক্ত আছি সে কর্ম্মে চোক থাকিতেও কাণা, কাণ থাকিতেও কালা, হাতে একগাছা লাঠি সর্ব্বদাই রাখিতে হয়, আস্তে আস্তে ও যেতে হয়, তা বুড়ো হলেও তো তাই, তবে আর বুড়োরই বা দোষ কি? (কিঞ্চিৎ গিয়া) ওগো বিহঙ্গিকা তুমি জান দেবী ভানুমতী আছেন কোথায়, তিনি কি প্রণাম করিয়া ফিরে এসেছেন? (আকাশে কর্ণ দিয়া) আঁ, কি বলিলে? তিনি গুরুজনকে প্রণাম করিয়া অনেকক্ষণ ফিরে এসেছেন, এখন নূতন বাগানে আছেন, সেথায় এক ঠাকুর ঘর আছে, তা যুদ্ধে মহারাজ জয়ী হন এই মানসে দেবতার আরাধনা করিতেগেছেন? ভাল ২ বড় ভাল, পতির যাতে মঙ্গল হয়, পতিব্রতা পত্নীর তাই কর্ত্তব্য বটে, কিন্তু আমাদের রাজা কিরূপ মনুষ্য বুঝা যায় না, দেখ প্রবলই হউক, বা দুর্ব্বলই হউক, যা হৌক, শত্রুপক্ষ উপস্থিত, তাদের কৃষ্ণ নাকি আবার সহায় হয়েছেন, তা এতেও রাজা কিছু মনোযোগ করেন না, দিবারাত্রি অন্তঃপুরেই আছেন। (চিন্তা করিয়া) হুঁ,

এখন আবার রাজা বড়ই আহ্লাদিত আছেন, সে কি? যে ভীষ্ম পরশুরামকেও পরাজয় করেছিলেন. এমন বীর ভীষ্ম, পাণ্ডবেরা তাঁকে বধ করিলে, রাজা তাতে দুঃখিত হলেন না, এখন ওদের অভিমন্যু, সে তো বালক, অস্ত্র নেই শস্ত্র নেই, তাকে কর্ণ প্রভৃতি বড় ২ বীর সকলে মিলে একা পেয়ে মেরেফেলেছে, তা এতে রাজার আহ্লাদ করা, আপনারা জয়ী হলেম ভাবা, অতিঅন্যায়। যা হউক, ঈশ্বর এখন মঙ্গল করুন্। বিহঙ্গিকে, তুমি আপনার কর্ম্মে যাও, আমিও রাজাকে বলি গে, দেবী নূতন বাগানে আছেন। [কঞ্চুকীর প্রস্থান]

উদ্যানমধ্যে সখীর সহিত ভানুমতী ও চেটীর প্রবেশ।

সখী। সখি, একি! তুমি রাজা দুর্য্যোধনের রাণী হইয়ে একটা সামান্য স্বপ্নের জন্যে এতো উতলা হয়েছ, ভয় কি?।

চেটী। বলে মন্দ কি, ওমা এতো কেন? স্বপ্নে কে কি না বলে, কে কি না দেখে।

ভানু। না ভাই, সামান্য স্বপ্ন নয়, বড়ই অমঙ্গলের স্বপ্ন।

সখী। তা বলই না শুনি, আমরা শুনে আবার তোমাকে শোনাই, ধর্ম্মের প্রশংসা করি, দেবতার নাম করি, আরো দূর্ব্বা হাতে নিই, তা হলেই তো দুঃস্বপ্ন সুস্বপ্ন হবে, তা বল।

চেটী। হাঁ, ভাল বোল্‌চো, দেবতার নামে দুঃস্বপ্ন সুস্বপ্ন হয় বটে!

ভানু। তা যদি হয় তবে বলি শোন।

উভয়ে। হাঁ বল।

ভানু। স্বপ্নে দেখিলেম, প্রমদবনে একটি নকুল এসে একশটি সাপ মেরেফল্যে।

উভয়ে। (সভয়ে, মনে ২) কি অমঙ্গল ২ (প্রকাশে) তার পর ?

ভানু। সখি, আমার বড় ভয় হয়েছে তাতেই ভুলে যাচ্যি, এটু বিলম্ব কর, মনে করি। (চিন্তা)

তাহারি কিঞ্চিদ্দূরে কঞ্চুকীর সহিত দুর্য্যোধনের প্রবেশ।

দুর্য্যো। লোকে বলে গোপনেই হউক, সাক্ষাতেই হউক বড়ই হউক, ছোটই হউক, শত্রুপক্ষের অপকার হইলেই আহ্লাদ। যথার্থ, আজি কর্ণ, জয়দ্রথ প্রভৃতি সেনাপতিরা অভিমন্যুকে বধ করিয়াছে শুনে যে আমার কি পয্যন্ত আহ্লাদ হয়েছে তা বলা যায় না।

কঞ্চু। মহারাজ, এতে কর্ণেরই বা প্রশংসা কি ? জয়দ্রথেরি বা প্রশংসা কি ?

দুর্য্যো। কেন ? সে একা, বালক, অস্ত্রশস্ত্রবিহীন, তারা অনেকে মিলে মেরেফেলেছে তাই বলিতেছ নাকি ? দেখ, ভীষ্মের বধে ওদের যেরূপ শ্লাঘা, অভিমন্যুবধেও আমাদের সেইরূপ শ্লাঘা।

কঞ্চু। না মহারাজ, আমি তা বলি নি। বলি মহারাজের প্রভাবেই সকল শত্রু ক্ষয় হবে, তাই বলিলেম।

দুর্য্যো। হাঁ তাই বল। যা হউক, পাণ্ডবেরা বন্ধু-বান্ধব পুত্র মিত্রাদির সহিত দুর্য্যোধনকে শীঘ্রই সংহার করিবে।

কঞ্চু। (করে কর্ণ আচ্ছাদন করিয়া সভয়ে) সে কি! আপনি এমন কথা কেন বলিলেন?

দুর্য্যো। আমি কি বলিলেম?

কঞ্চু। আপনি বলিলেন, পাণ্ডবেরা বন্ধুবান্ধব পুত্র মিত্রাদির সহিত দুর্য্যোধনকে শীঘ্রই সংহার করিবে, কেন এরূপ অমঙ্গল কথা বলেন?

দুর্য্যো। তাই তো হাঁ, কেন এমন কথাটাই আমার মুখদে বেরুলো। বিনয়ন্ধর, আজি ভানুমতী আমাকে না বোলেই প্রাতঃকালে উঠে গেছেন, তাতেই আমার অন্তঃকরণটা কেমন হয়েছে, তা আমাকে পথ দেখিয়া দেও, আমি তাঁর কাছেই যাই।

কঞ্চু। এই পথদিয়া আসুন্।

(উভয়ের আগমন)

কঞ্চু। (দেখিয়া) এই যে নূতন বাগান, মহারাজ, এ অতি উত্তম স্থান, মন্দ ২ বাতাস, চতুর্দ্দিকে পুষ্পের গন্ধ, ভ্রমর সকলের গুণ ২ ধ্বনি।

দুর্য্যো। বিনয়ন্ধর, তুমি যুদ্ধের রথ সজ্জা করিতে বলো গে, আমি ভানুমতীর সঙ্গে সাক্ষাৎ কোরেই যাইব।

কঞ্চু। যে আজ্ঞা।

(কঞ্চুকীর প্রস্থান)

সখী। সখি, মনে হয়েছে কি?

ভানু। হাঁ, মনে হয়েছিল, আবার ভুলে গেলেম্।

দুর্য্যো। (দেখিয়া মনে ২) এই যে ভানুমতী, সখী-দের সঙ্গে কথা কহিতেছেন, ভাল আমি লতার আড়ালে থেকে শুনি না, কি বলেন (লতা ব্যবধানে স্থিতি)

সখী। কেন, এত ব্যাকুল হচ্যো, বল?

দুর্য্যো। (মনে ২) কেন, ব্যাকুল হয়েছেন কেন? হাঁ ২ হোতেও পারে, আমাকে না বোলেই এসেছেন, বোধ হয় রাগই হয়ে থাকিবে। প্রিয়ে আমি তোমার দাস আমার প্রতি ক্রোধ কেন? আমিতো কিছুই অপরাধ করি নি। আর অপরাধ পাওয়ার বা আটক কি? ইনি যে অভি-মানিনী, হয়তো সামান্য কোন অপরাধ পেয়েই বা থাকি-য়েন, তা শুনি কি বলেন

ভানু। হাঁ সখি শোনো, ... নকুলকে দেখে আমার অভিলাষ হইল, সেটি দেখ্‌তে অত্যন্ত সুন্দর।

দুর্য্যো। (মনে ২) এ আবার কি বলে? মাদ্রীর পুত্র নকুল তাকে এর অভিলাষ হয়েছে! আঁ, আমিনা ভাবি আমার মহিষী অতিপতিব্রতা, হায় দুর্য্যোধন কি মূর্খ! এই ব্যভি-চারিণীর চাতুরে পোড়ে আপনাকেই আপনি বড় ভাবে, এই নিমিত্তেই বটে, প্রত্যূষে আমাকে না বোলেই এই নির্জ্জন স্থানে এসেছে, সখীর সঙ্গে সেই সব কথা কহিতেছে? দুর্য্যোধন এ কুলটার চরিত্র কিছুই বুঝিতে পারে নি! ওরে পাপীয়সি, তুই আমার কাছেই এতো ভয় জানাইস্, কিন্তু গোপনে ২ এই সাহস, আমাপ্রতি তোর এত ভক্তি, আমার নিকটে তোর এত সুশীলতা, আবার অন্তরে ২ কুপথেও

প্রবৃত্তি আছে, ওরে পাপীয়সি, তুই উত্তম বংশে জন্মিয়া এই মহাপাপে রত হলি?

সখী। তার পর?

ভানু। তার পর আমিও নির্জ্জনস্থানে গেলেম, সেও আমার সঙ্গে ২ গেলো।

দুর্য্যো। (সক্রোধে) আর শুনিবার আবশ্যকতা নাই, সেই দুরাত্মা মাদ্রীর পুত্রকে এখনি বিনাশ করি গে। (কিঞ্চিদ্ গিয়া) না, সে পরে হবে, আগে একেই প্রতিফল দি, এ ব্যভিচারিণী বেশ্যার মত সেই পাপকথা অনায়াসেই সখীর নিকটে কহিতেছে।

সখী। তার পর?

ভানু। তার পর মহারাজকে জাগাইতে মঙ্গলধ্বনি হইল, বন্দীরে গান করিতে লাগিল, তাতেই আমি জেগে উঠিলেম।

দুর্য্যো। (সবিতর্কে মনে ২) আঁ, "জেগে উঠিলেম," বলিতেছে, তবেতো এ স্বপ্নকথাই বোধ হয়। (চিন্তাকরিয়া) তা শুনি না, সখীর উত্তরেই তো জানা যাবে।

সখী। হঁা স্বপ্নটা বড় ভাল নয়।

দুর্য্যো। বাঁচিলেম, এ স্বপ্নের কথাই তো বটে, তাইতো, আমি রাজা দুর্য্যোধন, আমার মহিষী, তাঁর পাপকর্ম্মে প্রবৃত্তি হবে কেন? ভাগ্যে আমি ক্রোধভরে নিকটে যাই নাই, নিষ্ঠুর কথা বলি নাই, কথার শেষ পর্য্যন্ত শুনেছি। ভাগ্যে আমি প্রিয়াকে ক্রোধে বিনাশ করি নাই।

ভানু। (সবিষাদে) এখন উপায় কি সখি?

সখী। সখি, একটা কথা বলি, কিছু মনে কোরো না, জিজ্ঞাসা কল্যে সত্য কথাই বলা উচিত, মিথ্যা কোরে পাঁচটা প্রবোধ দেওয়া কখনই উচিত নয়। তা ভাই, যারা জানে শোনে তারা বোলে থাকে, এরূপ স্বপ্ন অতিশয় অমঙ্গল। একেতো স্বপ্নে নেউল দেখাই মন্দ, আবার সে এক-শ সাপ মারিলে! তা এ বড় দোষ, এখন তুমি গঙ্গাতে কি যমুনাতে নাও গে, হোম করাও, ব্রাহ্মণকে কিছু দান কোরে আশীর্ব্বাদ লও, এই বৈ আর কি বলিব।

দুর্য্যো। এ স্বপ্নটা বড় মন্দ বটে, আমাদের উপরেই বা ফলে। এমন স্বপ্নে কত লোকের মন্দ হয়েছে, দৃষ্টান্ত দেখিছি। আবার আমারও বাম চক্ষুটো নাচিতেছে, কি হয় বলা যায় না। এই সকল হওয়ায় আমার অত্যন্ত ভয় হয়েছে, (চিন্তা করিয়া) না, এতে আর কি হইতে পারে? অঙ্গিরা বলেছেন, "গ্রহের গতি, স্বপ্ন, আর অন্যান্য অনিমিত্ত এ সকল কাকতালীয়"। কাক উড়ে যায়, এমন সময়েই যদি তাল পড়ে, তা হইলে লোকে বলে কাকই তালটা ফেলে দিলে, তা এও তেমনি, মঙ্গলামঙ্গল যা হবার হয়, তা হয়ই, এমন সময় যদি স্বপ্ন প্রভৃতি হয় তবে লোকে বলে ঐ নিমিত্তেই হয়েছে। ফল, সে সব মিথ্যা, মূর্খ লোকেই তাতে ভোলে, পণ্ডিত যাঁরা তাঁরা কি এ সকলে ভয় করেন্, তা আমি রাজা দুর্যোধন, আমি এ সকল গণ্য করিব? যাই ভানুমতী ভাবিত হয়েছেন অভয় প্রদান করি গে।

ভানু। এই যে সূর্য্য উঠিলেন।

সখী। হাঁ, এই সময়ে তুমি রক্তচন্দন ফুল দূর্ব্বা দে পূজা কর।

দুর্য্যো। এই সময়েই যাওয়া উচিত। (নিকটে আগমন)

সখী। (দেখিয়া, মনেঽ) এ কি! রাজা আবার এখানে এলেন, তবেইতো পূজার ব্যাঘাত হয়।

ভানু। (কৃতাঞ্জলি হইয়া সূর্য্যের প্রতি) হে সূর্য্যদেব, তুমি ত্রিলোকনাথ, ত্রিভুবন আলো করিতেছ, তা আমি বড়ই দুঃস্বপ্ন দেখেছি, তোমাকে প্রণাম করি, যেন কোন অমঙ্গল না হয়, মহারাজ যেন যুদ্ধে জয়ী হন। (তরলিকার প্রতি) তরলিকে, ফুল নে এস।

(দুর্য্যোধন তরলিকার হস্তহইতে পুষ্পপাত্র লইয়া আগমন করত পুষ্প সকল ভূতলে ফেলিয়া দিল)

ভানু। (সক্রোধে) যা, সব্ গেল। (রাজাকে দেখিয়া লজ্জায় অধোবদন)

দুর্য্যো। এই যা, সকল ফুল গুলিনই ফেলে দিলাম! দেবি, এ দাস তোমার কোন কর্ম্মেরি নয়, এখন তুমি উচিত দণ্ড কর।

ভানু। (সকাতরে) মহারাজ, আপনি আমাকে এটু ক্ষমা করুন্, আমি কোন কর্ম্ম করিবার অভিলাষ করেছি।

দুর্য্যো। তোমার কিছুই করিতে হবে না, আমি তোমার স্বপ্নকথা সকলি শুনেছি, শঙ্কা কি? এস, এখানে থেকে কায নাই।

ভানু। মহারাজ, আমার বড় ভয় হয়েছে, তা ক্ষণকাল ক্ষমা করুন্।

দুর্য্যো। (সগর্ব্বে) রেখে দেও, শঙ্কা কি ? আমার এই জগদ্ ব্যাপ্ত অক্ষৌহিণী সেনা, যাহাদের প্রতাপে ক্ষণেং ভূমিকম্প হইতেছে, এদের কি পরাক্রম নাই? দ্রোণ, কর্ণ প্রভৃতির কি বীর্য্য নাই, যে তুমি আশঙ্কা করিতেছ? প্রিয়ে, তুমি স্ত্রীলোক, তুমি আপনাকে আপনি জানিতে পার না, তুমি দুর্য্যোধন স্বরূপ সিংহের মহিষী, তুমি আমার এক শত ভ্রাতার বাহুবনচ্ছায়াতে সুখে নিদ্রা যাইতেছ, তোমার আবার ভয়, সে কি?

ভানু। তোমরা নিকটে আছ আমার ভয় নাই বটে, তবে কি না তোমার মনোরথ পূর্ণ হয় এই আমার অভিলাষ।

দুর্য্যো। আমার মনোরথ আর কি? কেবল সর্ব্বদা তোমার সঙ্গে একত্র থাকি এই।

(নেপথ্যে মহাশব্দ)

ভানু। (ভয়ে রাজাকে ধরিয়া) নাথ, রক্ষা কর ২।

দুর্য্যো। প্রিয়ে, ভয় কি? এ একটা বড় ঝড় এসেছে তারিরি শব্দ, দেখিতেছ না, পথের ধূলো কুটো কাঁকোর উড়িতেছে, বৃক্ষের শাখা ভাঙিতেছে, তা অন্য কিছুই নয়, তোমার ভয় নাই।

সখী। মহারাজ, এই কাঠের ঘরে যাউন্, বড় ধূলো উড়েছে তাতেই আপনার সেই বড় ঘোড়াটা খেপে বেরিয়েছে।

দুর্য্যো। এ ঝড়ে আমার উপকারই হইল, তা না হইলে

কি দেবী আমার কথা শুনিতেন? প্রিয়ে, চল গৃহের ভিতরে যাই, অল্পে ২ চল, ভয় কি?

কঞ্চুকীর প্রবেশ।

কঞ্চু। (সসম্ভ্রমে) মহারাজ গেলো ২ (সকলের ভয়)

দুর্য্যো। (সসম্ভ্রমে) কি গেলো ২?

কঞ্চু। ভেঙে গেলো ২।

দুর্য্যো। (সক্রোধে) আঃ, কি হয়েছে স্পষ্ট বল্না।

ভানু। কি আবার কপালে ঘটে।

কঞ্চু। এই আপনার রথের ধ্বজা ভেঙে গেল।

দুর্য্যো। কি পাপ! এ আর আশ্চর্য্য কিঁ? অত্যন্ত ঝড় হইল, তাই ধ্বজা ভেঙে গেছে, তাতে এত উৎকণ্ঠা কেন?

কঞ্চু। মহারাজ। যুদ্ধে যাবার সময় রথের ধ্বজা ভাঙ্লো, এ অমঙ্গল, তাই বলিতেছি।

ভানু। হাঁ মহারাজ, এ অতি অমঙ্গল বটে, এই সব অমঙ্গল ঘটিতেছে তা আপনি কিছু স্বস্ত্যেন করাউন।

দুর্য্যো। (অবজ্ঞা করিয়া) যাও হে, পুরোহিতকে বল গে।

কঞ্চু। যে আজ্ঞা।

[কঞ্চুকীর প্রস্থান]

প্রতীহারীর প্রবেশ।

প্রতী। মহারাজ, জামাইএর মা আর দুঃশলা দ্বারে এসেছেন।

দুর্য্যো। (মনে ২) জয়দ্রথের মা আর দুঃশলা এসেছে

কেন? অভিমন্যু বধে পাণ্ডবেরা রাগত হইয়ে বুঝি কোন অত্যাচার কোরে থাকিবে (প্রকাশে) আসিতে বল।

প্রতী। যে আজ্ঞা।

[প্রতীহারীর প্রস্থান]

জয়দ্রথের মাতা ও দুঃশলার প্রবেশ—দুর্য্যোধনের চরণে উভয়ের পতন।

মাতা। কুরুনাথ, রক্ষা করুন্, আমার আর কেউ নাই।

[দুঃশলার রোদন]

দুর্য্যো। (সসম্ভ্রমে উঠিয়া) মা, ভয় কি২? কিছু অমঙ্গল হয়েছে নাকি? বল, জয়দ্রথের তো মঙ্গল?

মাতা। মঙ্গল আর কৈ।

দুর্য্যো। কেন২?

মাতা। (সবিষাদে) আজি অর্জ্জুন পুত্রশোকে ব্যাকুল হোয়ে প্রতিজ্ঞা করেছে, আজিকের দিনের মধ্যেই জয়দ্রথকে মেরে ফেলিবে।

দুর্য্যো। (সহাস্যমুখে) এতেই তোমাদের ভয়? দুঃশলা, তুমি কেঁদো না, কোন ভয় নাই, অর্জ্জুন পুত্রশোকে কাতর হোয়ে পাগলের মত কত বলিতেছে, তায় তোমাদের কি? আঃ কি আশ্চর্য্য! স্ত্রীলোক কি নির্ব্বোধ! দুঃশলা, তুমি কাঁদ কেন? জয়দ্রথের কোন অনিষ্ট করিতে পারে অর্জ্জুনের এমন কি সাধ্য, যার রক্ষাকর্ত্তা আমিই রাজা দুর্য্যোধন আছি।

মাতা। বাছা, কি জানি, তার অভিমন্যু গেছে বোলে সে তো মরিয়ে হয়েছে।

দুর্য্যো। (অবজ্ঞা করিয়া) রেখে দেও, তুমি মরিয়ে হয়েছে পাণ্ডবদের যতো ক্ষমতা তা সকলেই জানে, তাদের যদি কিছু শক্তি থাকিতো তা হইলে যখন সভামধ্যে আমার আজ্ঞায় দুঃশাসন দ্রোপদীকে বিদ্রূপ করে, কেশাকর্ষণ করে, উলঙ্গ করে, তখন কি অর্জ্জুন সেথায় ছিল না? না ক্ষত্রিয়জাতির তাতে ক্রোধ হয় না? তা কে কি করিতে পারিলে?

মাতা। সে আবার প্রতিজ্ঞা করেছে, যদি সূর্য্যের অস্তের মধ্যে জয়দ্রথকে না মাত্যে পারে তবে আপনিই মরিবে।

দুর্য্যো। (সহাস্যমুখে) তা এ তো আমাদের মঙ্গলেরি কথা, সে জয়দ্রথকে তো কখনই মারিতে পারিবে না আ-পনিই মরিবে, সে মরিলে যুধিষ্ঠিরও মরিবে, সুতরাং মা তুমি জেনো এতোকালে আমাদের সকল শত্রুই ক্ষয় হইল, তাতে ভাবনা কি? জয়দ্রথের কোন বিপদ হবে না। আমি, আমার এক-শ ভাই, কর্ণ, দ্রোণ, অশ্বথামা, কৃপ প্রভৃতি সকলেই আমরা তোমার সন্তানকে রক্ষা করিব তার নাম করে পৃথিবীতে এমন কে আছে? আর মা তুমিও তোমার সন্তানের পরাক্রম জান না, তাই ভয় পে-য়েছ। যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব এরাতো কোন কাযেরি নয়, ভীম আর অর্জ্জুন যোদ্ধা বটে, তা তারাও কি জয়দ্র-থের যুদ্ধে সমর্থ হয়?

ভানু। হাঁ বটে, তবু অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞা শুনে ভয় হয়।

মাতা। হাঁ বাছা যথার্থ বলেছ।

দুর্য্যো। (সক্রোধে) আঃ, আমি রাজা দুর্য্যোধন, আমার আবার পাণ্ডবদের ভয়? তুমি জান না আমার ভাইরে মহাবল পরাক্রান্ত? ভানুমতী পাণ্ডবদের বলই জেনে রেখেছেন, তারা এমন প্রতিজ্ঞা তো মধ্যেহ করেই থাকে, এই প্রতিজ্ঞা করিলে দুঃশাসনের রক্তপান করিবে, দুর্য্যোধনের ঊরু ভঙ্গ করিবে, তা কৈ? করিলে না, তা সে সব প্রতিজ্ঞা যেমন জয়দ্রথের বধের প্রতিজ্ঞাও সেইরূপ। ওরে কে আছে রে শীঘ্র রথ আন্, আমি গে সেই অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করাই, তাকে মরিতে উপদেশ দি, তার বড় অহংকার হয়েছে।

কঞ্চু। মহারাজ, যুদ্ধের রথ তো প্রস্তুত আছে, আপনি উঠিলেই হয়।

দুর্য্যো। দেবি গৃহের মধ্যে যাও, আমি যুদ্ধে চলিলেম।

[সকলের প্রস্থান]

তৃতীয় অঙ্ক।

বিকৃতবেশে রাক্ষসীর প্রবেশ।

রাক্ষসী। (পরিতোষে অট্ট হাস্য করিয়া) হাঁ, বেশ্, এক-শ বছর এইরূপ যুদ্ধ হউক, তা হলেই খুব খেতে পাব। জয়দ্রথ বধের দিন যেমন যুদ্ধ হয়েছিল আজি আবার যদি অর্জ্জুন সেইরূপ যুদ্ধ করে তবেই তো বড় মজা হয়।

তা আমার স্বামী রুধিরপ্রিয় গেল কোথায়? ডাকি দেখি, ও-ও-ও রুধিরপ্রিয়, রুধিরপ্রিয় রে-এ-এ-এ।

রাক্ষসের প্রবেশ

রাক্ষ। দেখি দেখি, কিছু খেতে পাই যদি। (ভ্রমণ)

রাক্ষসী। আঃ! মর্, গেল কোথা, ও-ও-ও রুধিরপ্রিয়।

রাক্ষ। কে রে আমাকে ডাকে?

রাক্ষসী। (দেখিয়া আহ্লাদে) এইযে রুধিরপ্রিয়, ও রুধিরপ্রিয়, আয় ২ আজি এইমাত্র এট্টা বড় মোটা রাজা মরেছে, তাকে এই এনেছি, খা খা।

রাক্ষ। (আহ্লাদ পূর্ব্বক) বেশ্ করেছিস্, আমার বড়ই ক্ষিদে তৃষ্ণা রে।

রাক্ষসী। সে কি? তুই এমন যুদ্ধে বেড়াচ্যিস্ তবু তোর আবার ক্ষিদে তৃষ্ণা?

রাক্ষ। আমি কি এখানে ছিলেম? আমি যে হিড়ম্বা দেবীকে দেখিতে গেছিলেম, ঘটোৎকচের শোকে সে বড়ই কাতর হয়েছে।

রাক্ষসী। আজিও তার শোক?

রাক্ষ। না রে, আবার অভিমন্যু মরায় সুভদ্রা, দ্রৌপদী সকলি দুঃখিত হয়েছে, হিড়ম্বাদেবীও তায় ভারি দুঃখ পেয়েছে, তাই দেখিতে গেছিলেম, তা, তা যা হউক, তুই এখানে কচ্যিস্ কি?

রাক্ষসী। আমি কি চুপ্‌কোরে আছি, কত খাদ্য সামগ্রী সঞ্চয় কচ্যি। ভগদত্ত, জয়দ্রথ, মৎসরাজ, ভূরিশ্রবা, বাহ্লিক,

আর সব নামও জানি নে, এই সকল রাজারা যুদ্ধে মোলো, তাদের রক্তমাংস হাজার ২ কলসী পুরে রেখেছি, এখন আরো চেষ্টা কচ্চি।

রাক্ষ। বেশ্ করিছিস্, ভাল ২, তুই কেমন গিন্নী, না হবে কেন?

রাক্ষসী। হাঁ রে, হিড়ম্বা তোকে কিছু বল্যে?

রাক্ষ। হুঁ, কত আদর কোরে আমায় বল্যে, 'রুধিরপ্রিয় তুমি আজি ভীমের সঙ্গে থেকো,' তাই যাচ্চি।

রাক্ষসী। কেন, তার সঙ্গে থেকে কি হবে?

রাক্ষ। সে নাকি প্রতিজ্ঞা করেছে আজি আপনিই দুঃশাসনের রক্ত খাবে, তা খেলে তার পর আমরা খাব, এইজন্যে তার সঙ্গে ২ থাকিতে হবে।

(নেপথ্যে শব্দ)

রাক্ষসী। (শুনিয়া) কেন, দেখ্তো বড় যে শব্দ হচো?

রাক্ষ। (দেখিয়া) ওরে, ধৃষ্টদ্রুম্ন দ্রোণকে মেরেফেল্যে রে।

রাক্ষসী। তবে চল্না যাই, দ্রোণের রক্ত খাই গে।

রাক্ষ। না রে, ও বামণ, ওর রক্ত খেলে গলা পুড়ে যাবে।

রাক্ষসী। (অন্যদিগে দেখিয়া) ওরে দেখ্তো এটা কে আসে?

রাক্ষ। (দেখিয়া সভয়ে) ইঃ, এ যে অশ্বত্থামা খড়্গ হাতে কোরে এদিগেই আশ্চ্যে, বদি দ্রুপদ পুত্রের

উপর রাগ কোরে আমাদের মারে, তা চল্, আমরা শীঘ্র পালাই।

(উভয়ের প্রস্থান)।

অশ্বত্থামার প্রবেশ।

অশ্ব। উঃ, কি ভয়ঙ্কর শব্দ! কেন, যুদ্ধস্থলে প্রলয় কালীন মেঘ গর্জ্জনের ন্যায় এমন শব্দ হয় কেন? (চিন্তা করিয়া) হুঁ, অর্জ্জুন কি ভীম পিতাকে বুঝি রাগিয়েছে তাই তিনিই সিংহনাদ কোরে থাকিবেন, তবে আর আমার রথের প্রতীক্ষায় কায কি, হাতে তো খড়্গ আছে অমনিই যাই। (কিঞ্চিৎ গিয়া) কেন আমার আবার বাম চক্ষুটো নাচে কেন? আঁা, আমি অশ্বত্থামা পিতার যুদ্ধ দেখিতে যাই, আমার আবার অনিমিত্ত (অবজ্ঞা করিয়া) ও কিছুই নয়। (কিঞ্চিৎ গিয়া) উঃ, তাইতো হাঁ, পাণ্ডব সেনাদের বড় যে কোলাহল, কেন? কাণ্ডটাই কি? (অন্যদিগে দেখিয়া সবিস্ময়ে মনেং) এ কি! কেনং কর্ণ প্রভৃতি সকল বড়ং যোদ্ধারা পালাচো, সে কি! (প্রকাশে) ওহে বীর সকল, তোমরা পালাও নাকি হে? (সভয়ে মনেং) কেন, পিতা তো এ যুদ্ধে আছেন তবে এদের ভয় কি? (প্রকাশে) ওহে যোদ্ধাগণ, যেয়ো নাং যুদ্ধ ত্যাগ করা কর্ত্তব্য নয়, দেখ যুদ্ধে থেকে পালালে যদি আর মরিতে না হয় পালাও, তা তো নয়, প্রাণি মাত্রেরি মৃত্যু আছে, তবে কেন আপনাদের অযশ করো? আর আমার পিতা দ্রোণাচার্য্য, তিনি এ যুদ্ধে সেনাপতি হইয়ে আছেন, তোমাদের ভয় কি? কর্ণ, কোথা যাও, কৃপ

যেয়ো না, হার্দ্দিক্য, তোমার শঙ্কা কি? আমার পিতা অস্ত্রধারী আছেন, তোমাদের কোন আশঙ্কাই নাই।

(নেপথ্যে)

কৈ তোমার পিতা কি আছেন?

অশ্ব। (শুনিয়া) আঃ! কি বল্‌চিস, পিতা নাই, এমন কথা বলিস্‌? তোর মস্তক এখনো ছিঁড়ে পড়িল না কেন? এখন তো দ্বাদশ সূর্য্য উঠে নি, প্রলয়ের বায়ুও বহে নি, মেঘ সকল ছিঁড়ে ভূমেও পড়ে নি। আমার পিতা, তাঁর অমঙ্গল কথা বলিস্‌?

সারথির প্রবেশ।

সার। (সভয়ে) কুমার, রক্ষা কর২ (চরণে পতন)

অশ্ব। (দেখিয়া মনে ২) এই যে পিতার সারথি আশ্বায়ন। (প্রকাশে) সে কি! তুমি ত্রিলোকরক্ষাকর্ত্তার সারথি, তুমি আবার বালকের কাছে রক্ষাপ্রার্থনা করো?

সার। (উঠিয়া) কুমার তোমার পিতা কি আছেন?

অশ্ব। (সসম্ভ্রমে) কি! পিতা নাই, তিনি কি মরেছেন?

সার। হাঁ কুমার।

অশ্ব। হায়! পিতা কোথা গেলেন। (মোহপ্রাপ্তি)

সার। কুমার, উঠ ২।

অশ্ব। (চৈতন্য পাইয়া) হায়! আমার পিতা ত্রিলোক মধ্যে প্রধান বীর ছিলেন, যুদ্ধবিদ্যা বিশারদ ছিলেন, তাঁহার মৃত্যু হইল!

সার। আর শোক করিলে কি হবে? তোমার পিতা তো স্বর্গে গেলেন, তা বীরের উচিত বটে, তুমিও তাঁর তুল্য ক্ষমতাবান সন্তান, এখন আপনার ক্ষমতা প্রকাশ করো তা হইলেই এ শোকসাগর উত্তীর্ণ হইতে পারিবে।

অশ্ব। (সরোদনে) সারথি, বল কিরূপে পিতার বধ হইল? তিনি তো সামান্য বীর ছিলেন না, তাঁকে বিনাশ করে এমন লোক কে আছে? তিনি ভীমকে বড় ভাল বাসিতেন তা ভীমই কি গুরু দক্ষিণা দিলে?

সার। না না।

অশ্ব। অর্জ্জুনই বধ করেছে?

সার। তাহাও অসম্ভব।

অশ্ব। তবে বুঝি কৃষ্ণ?

সার। তাও নয়।

অশ্ব। তবে তাঁকে বধ করে এমন লোক তো আর পৃথিবীতে নাই।

সার। ভীম, অর্জ্জুন, কি কৃষ্ণ এঁদের সাধ্য কি যে তাঁর কিছু করিতে পারে। তিনি শোকে আপনিই ধনুর্ব্বাণ ফেলে দিলেন তাতেই তাঁর বধ হইল।

অশ্ব। শোক কেন?

সার। তোমার নিমিত্তই শোক।

অশ্ব। আমার নিমিত্তে শোক, সে কেমন?

সার। (চক্ষুর্জলমুছিয়া) শোন তবে, তিনি যুদ্ধ করিতে ২ শুনিলেন অশ্বথামা মরেছেন, একথা শুনে মনে সন্দেহ হইল, কি! আমার অশ্বথামা চিরজীবী, সে মরেছে, সে

কি? বিবেচনা করিলেন, যুধিষ্ঠির সত্যবাদী, তাঁকেই জিজ্ঞাসা করি, তার পর জিজ্ঞাসা করিলে যুধিষ্ঠির বলিলেন "হাঁ, অশ্বত্থামা হত হয়েছেন" এই কথা বোলে শেষে বলিলেন "গজ," তা যুদ্ধের কোলাহলে শেষের কথাটা শুনিতে না পেয়ে তাঁর কথায় নিশ্চয় করিলেন অশ্বত্থামাই মরেছে, এই নিশ্চয় কোরে পুত্রশোকে ব্যাকুল হইয়ে রোদন করিতে ২ ধনুর্ব্বাণ পরিত্যাগ করিলেন।

অশ্ব। (সরোদনে) হায় কি হইল! পিতা কোথা গেলে, তুমি আমাকে এত ভাল বাসিতে, তোমার অসাধারণ পরাক্রম ছিল, তুমি যুধিষ্ঠিরকে অতিশয় স্নেহ করিতে, তাই বুঝি সে প্রতিফল দিলে? (অত্যন্তরোদন)

সার। কুমার আর অধিক শোক করিলে কি হবে? শান্ত হও।

অশ্ব। পিতা আমার শোকে অস্ত্র ত্যাগ করিলেন, প্রাণও ত্যাগ করিলেন, কিন্তু আমি এমন কৃতঘ্ন নিষ্ঠুর যে তাঁর শোকে এখনও বেঁচে আছি! (মোহপ্রাপ্তি)

কৃপাচার্য্যের প্রবেশ।

কৃপ। (সবিষাদে) দুর্য্যোধনকে ধিক্, যুধিষ্ঠিরকে ধিক্ অন্যান্য রাজগণকে ধিক্, আমাদিগকেও ধিক্, আমরা সকলে পূর্ব্বে সভামধ্যে সেই দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ স্বচক্ষে দেখেছিলেম, আজিও যুদ্ধস্থলে দ্রোণাচার্য্যের কেশাকর্ষণ দেখিলেম, হায় কি বলিব! (কিঞ্চিৎগিয়া) এখন অশ্বত্থামার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি কেমন কোরে, তিনি শোকে যে নিতান্তই

অধৈর্য্য হবেন্ এমন নয়, প্রবোধ দিলে শুনিতে পারেন্ কিন্তু তিনি আপনার পিতার সেই অপমানের কথা শুনে কি করেন্ বলা যায় না। (কিঞ্চিৎগিয়া) একবার স্ত্রীলোকের কেশাকর্ষণে এই বিপদ ঘোটেছে, আবার ব্রাহ্মণের কেশাকর্ষণ! বোধ হয় আর কেহই থাকিবে না। (দেখিয়া) এই যে অশ্বত্থামা এখানেই আছেন, যাই দেখি। (আসিয়া) একি বাপু, উঠ ২।

অশ্ব। (চৈতন্য পাইয়া সরোদনে) হা পিতা, তুমি বীর চড়ামণি ছিলে আমার অদৃষ্টেই তোমার বধ হইল! (ঊর্দ্ধদিকে দেখিয়া) ভাই যুধিষ্ঠির, তুমি মিথ্যা কথা কহিতে না, এতে সকলেই তোমাকে প্রশংসা করিত, তা ভাই, আমার পিতা তিনি তোমারও গুরু, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ, তাঁর নিকটে তুমি মিথ্যা কহিলে, হায় কি বলিব, সকলি আমার কপাল!

সার। কুমার, তোমার মাতুল এসেছেন।

অশ্ব। (দেখিয়া সরোদনে) মাতুল, আমার পিতা কোথায়? তিনি যে তোমার সঙ্গে যুদ্ধে গেছিলেন, তিনি যুদ্ধ কৌশল বিলক্ষণ জানিতেন, তাঁর সঙ্গে তোমার সর্ব্বদা পরিহাস হইত, এখন তুমি তাঁকে কোথায় পরিত্যাগ কোরে আসিলে? (উচ্চৈঃস্বরে রোদন)

কৃপ। বাপু, তুমি জ্ঞানী, সকলি জান, নিতান্ত অধৈর্য্য হইয়ে রোদন করিলে কি হবে?

অশ্ব। আমি আর রোদন করিব না, এ দেহও রাখিব না, তাঁর সঙ্গেই যাই।

কৃপ। না বাপু, এমন কর্ম্ম কোরো না।

অশ্ব। আপনি কি বলেন্? যিনি আমার শোকে প্রাণ-ত্যাগ করিলেন আমাকে তাঁর শোক সহ্য করিতে হবে?

কৃপ। কি করিবে বল, সংসারের তো এই রীতি প্রসিদ্ধই আছে, পিতা পরলোক প্রাপ্ত হয়েছেন, তুমি পুত্র, তাঁর ঔর্দ্ধদেহিক কর্ম্ম কর, শ্রাদ্ধ তর্পণ কর, তা হলেই জীবন সার্থক হবে।

সার। আপনি যথার্থ বলেছেন, সন্তানের এই কর্ম্ম বটে।

অশ্ব। একথা সত্য, কিন্তু আমি তাঁর শোক সহ্য করিতে পারিব না, প্রাণত্যাগই আমার কর্ত্তব্য। (উঠিয়া খড়্গাদর্শন) আর খড়্গধারণে প্রয়োজন কি? (কৃতাঞ্জলি হইয়া) ওহে খড়্গ, পিতা কর্ত্তব্য বলিয়াই তোমাকে ধরেছিলেন, কারু কাছে পরাভব ভয়ে ধরেন্ নাই, তাঁর প্রভাবে সকল বিষয়েই তোমার ক্ষমতা ছিল, তিনি পুত্রশোকেই তোমাকে ত্যাগ করেছেন ভয়ে ত্যাগ করেন নেই, তা আমিও তোমাকে ত্যাগ করিলেম, তোমার যথা ইচ্ছা যাও।

[অস্ত্রত্যাগ]

(নেপথ্যে)

ওগো ভদ্রলোক সকল, দ্রোণাচার্য্য অতিমান্য, ক্ষত্রিয়দের গুরু, তিনি মরুন্ তায় হানি নাই, তাঁর অপমান, তোমরা সকলেই উপেক্ষা করিলে?

অশ্ব। (শুনিয়া সক্রোধে পুনর্ব্বার খড়্গ গ্রহণ করিয়া) কি, পিতার অপমান!

(পুনর্ব্বার নেপথ্যে)

অপমান আর নয় কেন? তিনি অধ্যাপক, সকলের গুরু, তা পুত্রশোকে অস্ত্রত্যাগ কোরে দাঁড়িয়ে রোদন করিতে লাগিলেন, এমন সময় অতি দুর্বৃত্ত ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁর কেশাকর্ষণ কোরে বিনাশ করিলে।

অশ্ব। (সক্রোধে) কি! সকল রাজার সমক্ষে আমার পিতা পুত্রশোকে আপনিই প্রাণত্যাগ করিতেছিলেন! কেশাকর্ষণ কোরে তাঁর মস্তক ছেদন করেছে?

কৃপ। হাঁ বাপু, এই কথাই তো সকলে বলিতেছে।

অশ্ব। কি, দুরাত্মা পিতার মাথায় হাত দিলে?

সার। হাঁ কুমার, এমন অপমান তাঁর কখনই হয় নাই।

অশ্ব। হায় পিতা! আমি হতভাগ্য, আমার শোকে তুমি অস্ত্রত্যাগ কোরে সেই ক্ষুদ্রলোকের কাছে অপমানিত হইলে। যা হউক, শোকে তিনি শরীর ত্যাগ করিলে কাকই হউক, ধৃষ্টদ্যুম্নই হউক, সকলেই তাঁর মস্তক স্পর্শ করিতে পারে, কিন্তু আমি তো তাঁর পুত্র, অস্ত্রও হাতে আছে, তা আমি সে শত্রুর মাথায় কি পা দিবো না? ওরে দুরাত্মা পাঞ্চাল কুলের কুসন্তান, আমার পিতা অস্ত্রত্যাগ করেছেন নিশ্চয় জেনে নির্ভয়ে তাঁর মাথায় হাত দিলি, জানিস্ না অশ্বত্থামার হাতে ধনুর্ব্বাণ আছে, সে তোদের সমভূমি করিবে। হাঁ হে যুধিষ্ঠির, তোমাকে সকলেই ভাল বাসিত, তুমি সত্যবাদী, ধর্ম্মপুত্র, তা আমার পিতা তোমার কি অপরাধ করেছিলেন যে তুমি তাঁর কাছে মিথ্যা কথা

কহিলে ? যা তুই কেবল ভণ্ডতপস্বী, তোকে বলেই কি হবে ? অর্জ্জুন, সাত্যকি, ভীম, কৃষ্ণ, তোমাদের কি এ উচিত হইল, হাঁ ? তিনি প্রধান বীর, ব্রাহ্মণ, প্রাচীন, সকলের গুরু, বিশেষতঃ আমার পিতা, তাঁকে এক বেটা পশু দ্রুপদ কুলাঙ্গার অপমান করিলে, তা তোমরা স্বচক্ষে দেখিলে। আর দূর হ তোরাও মহাপাতকী. তোদের নিকটে বলেই বা কি হবে ? (সক্রোধে) তোরা কেহ করেছিস্, কেহ করিতে বলেছিস, কেহ দেখেছিস, আমি কাহাকেও ক্ষমা করিব না, কি ভীম, কি অর্জ্জুন, কি যুধিষ্ঠির, কি কৃষ্ণ, কি অন্যান্য রাজগণ, আমি সকলকেই আজি সংহার করিব।

কৃপ। তুমি মনে করিলে কি না করিতে পার ? দ্রোণাচার্য্যের তুল্য তোমার পরাক্রম।

অশ্ব। ওরে ক্ষত্রিয়েরা, জানিস্ না পূর্ব্বে পিতার, অপমানে পরশুরাম যা করেছিলেন, আমারও পিতার অপমান হয়েছে আমিও তাই করিব। সারথি, শীঘ্র আমার রথ সজ্জা কর।

সার। হাঁ চলিলেম্।

[সারথির প্রস্থান]

কৃপ। এ উচিত বটে, তুমি না করিলে এ অপমান আমাদের কিসে যায় ? সেই নিমিত্ত আমি তোমাকে সেনাপতি কোরে যুদ্ধে পাঠাতে ইচ্ছা করি।

অশ্ব। সে কেবল পরাধীন হওয়া মাত্র, তাতে ফল কি ?

কৃপ। না না, এখন ভীষ্ম নাই, দ্রোণ নাই, তুমি না সেনাপতি হইলে ধৃতরাষ্ট্রের সৈন্য যে অনাথ হবে। আমি বিশেষ

জানি, তুমি উদ্যোগী হইলে ত্রিলোক পরাজয় হয়, যুধিষ্ঠির কোথা আছে। আরো বিবেচনা কর, তোমার তুল্য বীর দুর্য্যোধনের আর কে আছে? সুতরাং আমার বোধ হয় দুর্য্যোধন আপনিই তোমাকে সেনাপতি করিবেন।

অশ্ব। তা এমন যদি হয়, তবে চল রাজা দুর্য্যোধনের নিকটেই যাই, তিনি আমার পিতার শোকে বড় কাতর হয়েছেন আশ্বাস দি গে, পরে শত্রু ক্ষয় কোরে তাঁর মনোদুঃখ দূর করিব।

কৃপ। সেই ভাল, সেখানেই যাই চল।

[উভয়ের কিঞ্চিদ্গমন।]

কর্ণ দুর্য্যোধনের প্রবেশ

দুর্য্যো। ভাল, এ কি! এমন যুদ্ধের সময় দ্রোণাচার্য্য অস্ত্র ফেলে দিলেন? হায় ২ জেতে বামণ কি না, পুত্র মরেছে শুনিই একেবারে শোকে অধৈর্য্য হলেন, হুঁঃ, বামণের কর্ম্ম কি যুদ্ধ করা?

কর্ণ। না মহারাজ, তা নয়।

দুর্য্যো। তবে কেন এমন হইল?

কর্ণ। তাঁর অভিপ্রায় ছিল অশ্বত্থামাকে পৃথিবীর রাজা করিবেন তা অশ্বত্থামার বধ হয়েছে শুনে ভাবিলেন, আর কেন, মানস তো পুর্ণ হইল না, তবে আমি ব্রাহ্মণ, অস্ত্র ধারণের আর প্রয়োজন কি? মনে এই ভেবেই অস্ত্র ত্যাগ করিলেন।

দুর্য্যো। [মস্তক চালন করিয়া] হুঁ, হতে পারে।

কর্ণ। ঐ জন্যে তিনি কারু পক্ষে হতেন না, এমন সকল বীর গেলো তা তিনি উপেক্ষা করিলেন।

দুর্য্যো। তাই বটে।

কর্ণ। মহারাজ, আরো দেখুন, দ্রুপদ রাজা তাঁর এই অভিপ্রায় জেনেছিলেন, তিনি ঐজন্যেই দ্রোণাচার্য্যকে আপন রাজ্য হইতে দূর কোরে দেন।

দুর্য্যো। ঠিক অনুভব করেছ।

কর্ণ। একথা যে আমিই বল্‌চি এমন নয়, সকলেই জানে।

দুর্য্যো। তার কোন সন্দেহ নাই হে, কেননা প্রথমে তিনি জয়দ্রথকে অভয় দেছিলেন, তারপর অর্জ্জুন যখন তাকে বধ করে তখন তিনি উপেক্ষা করিলেন, এর কারণ কি?

কৃপ (দেখিয়া) এই যে রাজা, কর্ণের সঙ্গে বটবৃক্ষের ছায়াতে বসিয়া আছেন, এস নিকটে যাই।

উভয়ে। (আসিয়া) মহারাজের জয় হউক।

দুর্য্যো। (দেখিয়া) আসুন ২ (কৃপাচার্য্যের প্রতি) গুরু প্রণাম করি, (অশ্বত্থামার প্রতি) আচার্য্য পুত্র, এস ২ আমার নিমিত্তই তোমার পিতা গেলেন, তাঁর শোকে আমার শরীর দগ্ধ হইতেছে, একবার তোমাকে কোলে কোরে সে তাপ নিবৃত্তি করি (আলিঙ্গন) আঃ! শরীর জুড়াল।

[অশ্বত্থামার রোদন]

কর্ণ। আর শোক করিলে কি হবে?

দুর্য্যো। (সরোদনে) ভাই বিবেচনা কর দেখি, এ

শোক তোমার যেমন আমার তো তেমনি, তোমার পিতা তিনি আমার পিতার সখা ছিলেন, তাঁর নিকটে অস্ত্র শিক্ষা তুমিও করেছ আমিও করেছি, তাঁর মরণে আমার যে ক্লেশ তা ভাই তুমিও তা জানিতেছ।

কৃপ। হাঁ মহারাজ, তার জিজ্ঞাসা কি?

অশ্ব। আপনি এমন কথা কহিলেন, তবে আর আমার শোক করা উচিত নয়, কিন্তু আমি বেঁচে থাকিতে আমার পিতার কেশাকর্ষণ হইল তবে আর পুত্র প্রার্থনা কে করিবে বলুন্ দেখি?

কর্ণ। তিনি অস্ত্র ফেলে দে আপনিই অপমানিত হলেন. তা এখন তুমি আর কি করিবে?

অশ্ব। কি বলিলে কর্ণ, আমি আর এখন কি করিব? তা যা করিব শোনো, যে ২ ব্যক্তি স্বচক্ষে সেই পাপকর্ম্ম দেখেছে, পাণ্ডবদের পক্ষে যারা ২ অস্ত্র ধারণ করেছে, পাঞ্চাল বংশে যে ২ আছে বালকই হউক, বৃদ্ধই হউক গর্ব্ভস্থই হউক, আমি এ সকলেরই কালান্তক কাল, আমি এসকলকেই সংহার করিব।

কর্ণ। হাঁ, বলা অনায়াসেই যায়, কিন্তু করা বড় কঠিন।

অশ্ব। (সক্রোধে) কি, করা কঠিন? তুমি পরশু-রামের শিষ্য, জান তো পরশুরাম যা করেছেন, তা এও সেই স্থান, ক্ষত্রিয়ও আমার পিতার অপমান করেছে, আমিও তাই করিব।

দুর্য্যো। হাঁ, তুমি তা পার বটে, তুমি সামান্য বীর নও।

কৃপ। মহারাজ, ইনি সকল ভারই নিতে প্রস্তুত। আর

আমিও বোধ করি ইনি উদ্যোগী হইলে ত্রিলোকের রক্ষা নাই, পাণ্ডবেরা কোথা আছে, তা আপনি এঁকে সেনাপতি পদে অভিষিক্ত করুন্।

দুর্য্যো। হাঁ উচিত বটে, কিন্তু কর্ণকে সেনাপতি পদ দিবার স্থির করা গেছে।

কৃপ। না মহারাজ, এ কথা ভাল নয়, ইনি অত্যন্ত দুঃখ পেয়েছেন, তা কর্ণের নিমিত্ত এঁর প্রতি তাচ্ছল্য করা আপনার উচিত হয় না, ইনি অবশ্যই সে সকল শত্রু সংহার করিবেন, তবে কিনা এঁর একটা মনোদুঃখ দেওয়া হয়।

অশ্ব। মহারাজ আমাকে নিযুক্ত করেন্ বা না করেন্, আমি এই রাত্রিশেষে উঠে আগে তো কৃষ্ণকে বিনষ্ট করিব, পরে পৃথিবীকে পাণ্ডবশূন্য করিব, তার পর গে পাঞ্চাল বংশ ধ্বংস করিব।

কর্ণ। আমরাই কি এ পারি নে হাঁ?

অশ্ব। না ভাই তোমরা পার না এমন্ নয়, তবে কিনা আমি বড় দুঃখ পেয়েছি তাই বলিতেছি।

কর্ণ। ওরে মূর্খ, যে দুঃখ পেয়েছে সে গে কাঁদুক্, তা হইলেই তার দুঃখ নিবৃত্তি হবে; আর যার ক্ষমতা আছে, সে কি মিথ্যা মুখে মালসাট মারে? সে আপনার পরাক্রমই প্রকাশ করে, তোর মত অসার কতগুলো বকে না।

অশ্ব। (সক্রোধে) কিঃ, তুই আমাকে এমন কথা বলিস্? তুই বেটা রাধার কুসন্তান, সূতজাতির অধম।

কর্ণ। হাঁ, আমি সূতজাতিই হই, অন্যাই হই, যে হই,

জন্মের কথায় কায কি? অদৃষ্টাধীন জন্ম সকল বংশেই হয়, কিন্তু আমার ক্ষমতা আছে, আমি অক্ষম নই।

অশ্ব। (সক্রোধে) আমিই অক্ষম? তুই বেটা বলিলি আমি কেঁদেই দুঃখ নিবৃত্তি করিব, আর কিছু করিতে পারিব না? কেন, তোর মত আমার অস্ত্র কি শাপে নির্বীর্য্য হয়েছে? না তোর মত আমি যুদ্ধ থেকে পালিয়ে এলেম? না তোর মত সারথির বংশে আমি জন্মিছি? আমি অশ্বথামা, আমি এই ক্ষুদ্র শত্রুকে প্রতিফল দিতে পারিব না?

কর্ণ। (সক্রোধে) তুই বেটা মূর্খ, বড়ু বামণ, মেলা কতগুলো বোক্‌চিস্, তোর কথার উত্তর কি দিব? আমার অস্ত্র নির্বীর্য্যই হউক আর সবীর্য্যই হউক, আমি তো তা ফেলে দিই নি, তোর বাপ্ যেমন ধৃষ্টদ্যুম্নের ভয়ে অস্ত্র ফেলে দেছিল।

অশ্ব। (সক্রোধে) ওরে বেটা সারথিকুলের কুলাঙ্গার রাধার কুপুত্র, তুই অস্ত্রবিদ্যার কি জানিস্? আমার পিতাকে নিন্দা করিস্! তিনি ভীতই হউন্, বলবান্‌ই হউন্, তাঁকে কে না জানে, তিনি প্রতিদিন যা করেছেন, পৃথিবী তা জানেন, তিনি অস্ত্র ত্যাগ করেছেন যে কেন, সত্যবাদী যুধিষ্ঠিরই তা জানে, তুই বেটা ভয়ে তখন কোথা পালিয়ে ছিলি?

কর্ণ। (হাসিয়া) হাঁ, আমিই ভয়ে পালিয়েছিলেম্ বটে, তোরি বড় ভরসা। তা যা হউক, তোর বাপের বিষয়ে আমার কিছু সন্দেহ হয়েছে, ওরে মূর্খ, তুই বিবেচনা কর্ দেখি, ভাল তোর বাপ্ অস্ত্র ফেলে দিছিল দিইছিল, তা

শত্রুতে যখন অপমান করে তাও কি বারণ করিতে হয় না? স্ত্রীলোক দ্রোপদী, সভামধ্যে তার যেমন অপমান হয়েছিল তোর বাপের কপালে তাই ঘটিল।

অশ্ব। (সক্রোধে) ওরে দুরাত্মা, তুই রাজার বড় প্রিয় হয়েছিস্ বটে, তাই অহঙ্কারে আমাকে যাইচ্ছা বলিস্? ধৃষ্টদ্রুম্ন আমার পিতার মাথায় হাত দিলে তিনি দুঃখেই হউক, আর অন্য কোন কারণেই হউক, বারণ করেন্ নাই বটে, তা তুইতো বলবান্, আমি তোর মাথায় পা দিই তুই রাখ দেখি। (চরণ উত্তলোন)

কৃপ ও দুর্য্যো। ক্ষমা কর ২।

(কর্ণের মস্তকে পদাঘাত)

কর্ণ। (ক্রোধে খড়্গ লইয়া) ওরে দুরাত্মা অব্রাহ্মণ, তুই জেতে বামণ, বধ করা উচিত নয় তাই বেঁচে গেলি।

অশ্ব। (সক্রোধে) ওরে মূর্খ, আমি জেতে বামণ তাই মারিতে পারিস্ নে? আচ্ছা, আমি সে জাতি ত্যাগ করিলাম, আয়্ (যজ্ঞোপবীত চ্ছেদন) কৈ, এলি নে, আয়্, হয় অস্ত্র ধর, না হয় অস্ত্র ফেলে কৃতাঞ্জলি হইয়ে ক্ষমা প্রার্থনা কর্।

(উভয়েই অস্ত্র লইয়া উঠে, কৃপ ও দুর্য্যোধন, কর্ণ ও অশ্বত্থামাকে ধরে)

অশ্ব। মাতুল, ওকে ছেড়ে দেও, ও বেটা পিতাকে নিন্দা করে!

কর্ণ। মহারাজ, ওকে ধরিবেন না, ওকে একবার শেখান ভাল। ভদ্রলোকে উপেক্ষা করে, ক্রোধ হইলেও কিছু বলে না এই নিমিত্তেই তো ওর এত স্পর্দ্ধা হয়েছে।

অশ্ব। ছেড়ে দিন২, আমি ওকে একেবারে গুঁড়ো কোরে ফেলি, কেন মহারাজ, আমার হাতে থেকে ওকে বাঁচিয়ে কি হবে? আপনি কি সখা বোলে স্নেহ করিতেছেন, সে কি? ও সারথির সন্তান, নীচজাতি, আপনি চন্দ্রবংশীয় রাজা, প্রধান মনুষ্য, ও কি আপনার সখার যোগ্য? আর ওর দ্বারা আপনার উপকারই বা কি হবে? আমি আগে ওকে সংহার করি, তার পর পৃথিবীকে পাণ্ডব শূন্য করিব, ছেড়ে দিন্।

কর্ণ। (খড়্গ তুলিয়া) ওরে অব্রাহ্মণ, তুই আমার হাতে মলি,—মহারাজ, ছেড়ে দিন্ ওকে।

দুর্য্যো। এ ভাই তোমাদের অতি মূর্খতা প্রকাশ।

কৃপ। তাইতো, যা কর্ত্তব্য তা দূরে গেল এখন আপনাআপনি একটা গোলযোগ করা কি উচিত? ক্ষান্ত হও।

অশ্ব। ও বেটা সারথির ছেলে, আমার পিতাকে কটু-কথা কয়্, ওর অহঙ্কার চূর্ণ করিব না?

কৃপ। বাপু, এখন কি তোমাদের পরস্পর বিবাদ করার সময়?

অশ্ব। আচ্ছা, আমি এখন ক্ষান্ত হলেম্, যে পর্য্যন্ত ও শত্রুর হাতে না মরে সে পর্য্যন্ত আমি আর অস্ত্র ধরিব না, অস্ত্র ত্যাগ করিলেম। মহারাজ, এ আপনকার বড় প্রিয় বন্ধু,

এ সেনাপতি হইয়ে যুদ্ধে যাউক, গে, ভীম অর্জ্জুনের ভয়ে কি করে আপনি দেখিবেন। [খড়্গাত্যাগ]

কর্ণ। (হাসিয়া) তোদের অস্ত্রধরা আর অস্ত্রফেলা দুই তুল্য, ক্ষমতা তো কিছুই নাই, অস্ত্র ধরেই বা কি করিবি? আমি যদি অস্ত্র ধরি তবে অন্যের অস্ত্রে কি হবে? আমি যা না করিতে পারিব তাকি কারু সাধ্য?

(নেপথ্যে।)

ওরে দুরাত্মা দুঃশাসন, তুইনা দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ করেছিলি। ওরে মহাপাতকি, ধৃতরাষ্ট্রের কুসন্তান, পশু, আমি তোকে অনেক দিনের পর আজি পেয়েছি কোথায় পালাবি?

ওরে কর্ণ, ওরে দুর্য্যোধন, ওরে সৌবল, যে দুঃশাসন সভামধ্যে দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ, বস্ত্রাকর্ষণ করেছিল, আমিও তার রক্ত খাব, প্রতিজ্ঞা করেছিলেম, তা এখন সে আমার হাতে পড়েছে, তোরা কে আছিস্ রক্ষা কর্। (সকলের উদ্বেগ)

অশ্ব। (ব্যঙ্গ করিয়া) ওহে কর্ণ, তুমি বড় বীর, পরশুরামের শিষ্য, দ্রোণাচার্য্যকে আবার উপহাস কোরে থাক, সেনাপতি হয়েছ, অস্ত্রধারণ করেছ, সকলকে রক্ষা করিবে, কৈ, এখন ভীমের হাত থেকে দুঃশাসনকে রাখ দেখি?

কর্ণ। (উঠিয়া) আঃ, ভীমের কি সাধ্য যুবরাজের ছায়া মাড়ায়,—যুবরাজ, ভয় নাই ২, আমি এসিছি।

(কর্ণের প্রস্থান)

অশ্ব। মহারাজ এখন ভীষ্ম নাই, দ্রোণাচার্য্য নাই, কর্ণ দ্বারা যে কিছু হয় বোধ হয় না, আপনিই শীঘ্র গে ভাইকে রক্ষা করুন্।

দুর্য্যো। (উঠিয়া) কার সাধ্য আমার ভাইকে স্পর্শ করে,—ভাই, ভয় নাই ২,—ওরে কে আছে রে, রথ আন্। [রথারোহণে প্রস্থান]

(নেপথ্যে মহাশব্দ।)

অশ্ব। (দেখিয়া) হায় মাতুল, কি হইল ২! অর্জ্জুন আবার ভেয়ের প্রতিজ্ঞা পুর্ণ করিতে এসে কর্ণের সঙ্গে দুর্য্যোধনের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করেছে, তবেইতো বিভ্রাট, ভীম বুঝি দুঃশাসনের রক্তই খায়, হায়! দুর্য্যোধনের এমন বিপদ এতো সহ্য করা যায় না,—রেখে দেও প্রতিজ্ঞা, আমি প্রতিজ্ঞা করি নাই, অস্ত্র দেও। সত্য অপেক্ষা মিথ্যা ভাল, স্বর্গ অপেক্ষা নরক ভাল, ভীম হইতে দুঃশাসনকে তো রক্ষা করি, তার পর যা অদৃষ্টে আছে তাই হবে।

[খড়্গ গ্রহণ]

(নেপথ্যে।)

এ কি! তুমি মহাত্মা দ্রোণাচার্য্যের পুত্র, তুমি প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করো?

কৃপ। বাপু, দৈববাণী হইল, তুমি অস্ত্রধারণ কোরো না।

অশ্ব। এ কি দৈববাণী? আঃ দেবতারাও পাণ্ডবের পক্ষ রে! কি করি, এখন ভীম যে দুঃশাসনের রক্ত পান

করে, হায় কি হইল! আমি এও রক্ষা করিতে পারিলেম না তবে দুর্য্যোধনের কি আর ভাল করিব? মাতুল, ক্রোধভরে প্রতিজ্ঞাটা করা ভাল হয় নাই, তা আর কি হবে, এখন তুমি শীঘ্র গে দুর্য্যোধনের সাহায্য কর।

কৃপ। হাঁ, আমি চলিলেম, তুমি শিবিরে যাও।

(সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ অঙ্ক।

অচেতন দুর্য্যোধনকে রথে লইয়া সারথির প্রবেশ।

(নেপথ্যে।)

ওহে কৌরব পক্ষ রাজারা, সাবধান হও। ভীম দুঃশাসনের রক্ত খেয়ে গায়ে মেখে ভয়ঙ্কর হয়েছে, তা দেখে সকল সৈন্য পলায়ন করিতেছে।

সারথি। এই যে কৃপাচার্য্য কর্ণের সাহায্য করিতে চলিলেন। তবে আমি এই সময় রাজাকে নে পালাই।

(পলায়ন)

ভীমের প্রবেশ।

ভীম। ওহে সৈন্যগণ, তোমাদের ভয় নাই ২, আমি দুঃশাসনের রক্ত খেয়ে আহ্লাদে মগ্ন হয়েছি, একটা

প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইল, আর একটা বাঁকি। ওহে ভদ্রলোক সকল, তোমরা শোন, দুঃশাসন দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ করেছিল, আমিও প্রতিজ্ঞা করেছিলেম, তার রক্ত খাব, তা দুর্য্যোধন বড় অভিমানী, কর্ণ বড় বীর, তাদের সমক্ষেই আমি সে প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিলেম।

সার। (দেখিয়া সভয়ে) এই যে দুরাত্মা ভীম এদিগেই আসিতেছে, রাজারও এখন চৈতন্য হয় নাই। এই সময় আমি রাজাকে লইয়া পালাই, কি জানি, যদি ঐ দুরাত্মা এসে রাজাকে দুঃশাসনের মত করে। (কিঞ্চিৎগিয়া) এ রথের তো ধ্বজা নাই, আর কে কি বলিবে? এই বটচ্ছায়াতেই রথ রাখি, এখানে সুশীতল বাতাস আছে রাজার চৈতন্যও হইতে পারিবে। (তথায় গিয়া) কৈ এখানে কেহই যে নাই, বুঝি ভীমের ভয়ে পালাইয়া থাকিবে, আঃ কি ক্লেশ! হা বিধাতা, ভীষ্ম, দ্রোণ সকলি গেছেন, এখন জয়দ্রথ গেলেন দুঃশাসনও গেলেন, আরো তোমার মনে কি আছে বলা যায় না। (দুর্য্যোধনের প্রতি দৃষ্টি প্রদান করিয়া) কৈ, এখনও যে রাজার চৈতন্য হইল না? (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) মত্ত হস্তী সকলবন ভগ্ন করিলে যদি একটি শালবৃক্ষ থাকে, তা হইলে সে বনের যেমন অবস্থা হয়, কৌরবদিগেরও এক্ষণে সেইরূপ অবস্থা, কেবল ইনিই অবশিষ্ট আছেন, আর কেহই নাই। পোড়া বিধাতা কুরুকুলের প্রতি একেবারেই বিমুখ হয়েছে, ভীম অবাধেই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিল!

দুর্য্যো। (চৈতন্য পাইয়া) আঃ, দুরাত্মা ভীমের কি সাধ্য?

সে কখনই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিতে পারিবে না। দুঃশাসন ভাই ভয় কি? আমি এসেছি,—সারথি, দুঃশাসনের নিকটে শীঘ্র রথ নে যাও।

সার। মহারাজ, আপনার ঘোড়া আর চলিতে পারে না।

দুর্য্যো। (ভূতলে লম্ফ দিয়া) দূর হউক, রথে যেতে বিলম্ব হবে। (গমনোদ্যোগ)

সার। মহারাজ, ক্ষমা করুন্, যাবেন্ না ২।

দুর্য্যো। (সক্রোধে) ধিক্ তোমাকে, আমার রথে প্রয়োজন কি? গদা তো আছে, এতেই যুদ্ধ করিব।

সার। হাঁ, তা আপনি পারেন্ বটে।

দুর্য্যো। তবে কেন বাধা দেও? আমি রাজা দুর্য্যোধন, আমি থাকিতে দুরাত্মা ভীম দুঃশাসনের রক্ত পান করিবে? তুমি আমাকে যেতে বারণ কর? তোমার কি ক্রোধ নাই, লজ্জাও নাই, দয়াও নাই?

সার। (চরণ ধরিয়া) মহারাজ, সে দুরাত্মা ভীম অনেকক্ষণ প্রতিজ্ঞা পূর্ণ কোরে গেছে, আর আপনি গে কি করিবেন? তাই বারণ করিতেছি।

দুর্য্যো। কি, প্রতিজ্ঞা পূর্ণ কোরে গেছে! (ভূতলে পতিত হইয়া) হায় কি হইল! ভাই দুঃশাসন কোথা গেলে, তুমি আমার অতি অনুগত ছিলে, তোমাকে আমি যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করেছিলাম, তা ভাই কেন আমাকে পরিত্যাগ করিলে। (মোহপ্রাপ্তি)

সার। মহারাজ, উঠুন্ ২ কি করিবেন।

দুর্য্যো। (চৈতন্য পাইয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) হায়,

আমি কি করিলেম, ভাই দুঃশাসনকে হারাইলেম, ভাই দুঃশাসন, তুমি আমার নিমিত্তেই পাণ্ডবদের সহিত শত্রুতা করেছিলে, কিন্তু আমি এমন কৃতঘ্ন, যে তোমাকে রক্ষাও করিতে পারিলেম না! সারথি, কি হইল, তুমি কি করিলে, দুঃশাসন বালক, তাকে শত্রুহস্তে দে আমাকেই নে পালালে, ছি ২ তোমার এমন কর্ম্ম?

সার। মহারাজ, আমি কি করিব? শত্রুদের বাণে আপনি অচৈতন্য হইয়ে পড়িলেন, তাই আমি রথ লইয়ে এসেছি।

দুর্য্যো। তুমি অতি অন্যায় কর্ম্ম করেছ, আমি অচৈতন্য হয়েছিলেম হয়েইছিলেম, তা সেই দুঃশাসনের শত্রু ভীমের গদাপ্রহারে কেন চৈতন্য পেলেম্ না? দুঃশাসনের রক্ত-শয্যায় হয় ভীম শয়ন করিত, না হয় আমিই শয়ন করি-তেম তাতে হানি কি ছিল? (ঊর্দ্ধদিগে দৃষ্টি দিয়া) হায় বিধাতা! তুমিও কুরুকুলের প্রতি বিমুখ হইলে! হও, আমার মরণে আর ক্ষতি নাই কিন্তু এখনো এই কর, যেন ভীমের হাতে না মৃত্যু হয়।

সার। আপনি এমন কথা বলিবেন না।

দুর্য্যো। (সবিষাদে) আর, বলিব না! তুমিও যেমন, বন্ধুবান্ধব সকলি গেল, আর আমার রাজ্যেই বা প্রয়ো-জন কি, জয়েই বা প্রয়োজন কি?

কিঞ্চিদ্দূরে ভগ্নদূত সুন্দরকের প্রবেশ।

সুন্দর। (উচ্চৈঃস্বরে) ওগো মহাশয়েরা, আপনারা জানেন্ রাজা দুর্য্যোধন কোথায়? (আপনাপনি) কৈ কেউ যে

কিছু বলেন না? ভাল এদিগে যে অনেকে আছেন এঁদেরই জিজ্ঞাসা করি দেখি। না, জিজ্ঞাসা করিলে কি হবে? এঁরা যে ব্যস্ত; যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন, তারিই চিকিৎসা করিতেছেন। এদিগে দেখি২ (উচ্চৈঃস্বরে) কেমন গো, রাজা দুর্য্যোধন কোথা জানো? (আপনাপনি) এরা আমায় দেখে কাঁদিতে লাগিল, এদের ভারি বিপদ হয়ে থাকিবে। তবে কাকেই বা জিজ্ঞাসা করি, এখানে বড়ই যে কোলাহল হচ্যে, দেখি২, (দেখিয়া) একি! একজন যোদ্ধার মা, যুদ্ধে পুত্র মরেছে, তাই পুত্রবধূকে সঙ্গে কোরে তারি চিতায় পড়িতে যাচ্যে, আহা! যাউক্২, জন্মান্তরে আর পুত্রশোক পাবে না। এদিগে দেখি ২। ইঃ! এরা যে বড় বিমর্ষ ভাবে রয়েছে, বুঝি যুদ্ধে এদের কর্ত্তা মরে থাকিবে, তবে এদের জিজ্ঞাসা করিলে কি হবে? ওদিগেও যে দেখি কেবল কাঁদিতেছে, হায় কি হইল! একেবারেই যে সব গেল। রাজা দুর্য্যোধন একাদশ অক্ষৌহিণী সেনার অধিপতি, একশত ভ্রাতার জ্যেষ্ঠ, ভীষ্ম, কর্ণ, দ্রোণ, কৃপ, কৃতবর্ম্ম, অশ্বথামা প্রভৃতি যাঁর সহায়, যিনি সপ্তদ্বীপ সসাগরা পৃথিবীর রাজা, তাঁর কি দুর্দ্দশা! তিনি যে এখন কোথায়, তাও কেহই বলিতে পারে না? (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) আর হবে নাই বা কেন বল, বিদূরের কথা অব হেলা করাই বীজ, ভীষ্মের উপদেশ না শুনাই অঙ্কুর, শকুনির উৎসাহই মূল, পাশক্রীড়া, জতুগৃহ নির্ম্মাণ, বিষ প্রদান, এইসকল নিষ্ঠুর ব্যাপারই বৃক্ষ, দ্রৌপদীর অপমানই পুষ্প, এখন সময় পাইয়া তাহারি এই সকল ফল ফলিল।

দিগে দেখিয়া) ঐ একখানা রত্নের রথ দেখিতেছি, রাজা ঐ রথেই বা আছেন? দেখি গে দেখি। (কিঞ্চিৎ গিয়া দেখিয়া) এই যে মহারাজ সারথির সঙ্গে কথা কহিতেছেন, তবে নিকটে যাই। (গিয়া) মহারাজের জয় হউক!

সার। (দেখিয়া) মহারাজ, যুদ্ধস্থলহইতে সুন্দরক এসেছে।

দুর্য্যো। (দেখিয়া) সুন্দরক, কর্ণের মঙ্গল?

সুন্দর। হাঁ, তিনি কেবল বেঁচে আছেন, তার শরীরেরই মঙ্গল।

দুর্য্যো। (সসম্ভ্রমে) কি! অর্জ্জুনের সঙ্গে যুদ্ধে তাঁর কি ঘোড়া গেছে, সারথি গেছে, রথও কি ভগ্ন হয়েছে?

সুন্দর। না মহারাজ, তাঁর রথ ভগ্ন হয় নাই মনোরথই ভগ্ন হয়েছে।

দুর্য্যো। আঃ! আমার অন্তঃকরণ একে ব্যাকুল, কি হয়েছে স্পষ্ট বল্ না।

সুন্দর। আপনকার অনুগ্রহে যুদ্ধের বেদনা গেলো এখন বলি শুনুন্। দুঃশাসনের তো বধ———

দুর্য্যো। হাঁ, সে কথা শোনা হইয়েছে, তার পর কি?

সুন্দর। তার পর আমাদের সেনাপতি কর্ণ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়ে সেই দুরাত্মা ভীমের প্রতিই বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন।

দুর্য্যো। তার পর?

সুন্দর। তার পর উভয় দলের সৈন্য মিলিত হইলে ধূলাতে দিঙ্মণ্ডল একেবারেই আচ্ছন্ন হইল। সেই ধূলার অন্ধ-

কারের মধ্যে প্রলয়কালের মেঘগর্জ্জনের ন্যায় এক ২ বার গভীর সিংহনাদ হইতে লাগিল, মধ্যে২ অস্ত্রের প্রভাও বিদ্যুতের ন্যায় এক ২ বার প্রকাশ পাইতে লাগিল।

দুর্য্যো। তার পর ?

সুন্দর। এই সময়ে পাছে ভীম পরাস্ত হয় এই ভয়ে কৃষ্ণ অর্জ্জুনের রথ সেখানেই আনিয়া পাঞ্চজন্য শংখ বাজাতে লাগিলেন, সেই শব্দে বিশ্বসংসার পূর্ণ হইল।

দুর্য্যো। তার পর ?

সুন্দর। তার পর কুমার বৃষসেন দেখিল ভীম অর্জ্জুন দুজনেই পিতার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করেছে, দেখে ক্রোধে সত্বর সেথায় আসিয়া বাণে অর্জ্জুনের রথ একেবারে আচ্ছন্ন করিল।

দুর্য্যো। (আহ্লাদে) হাঁ, তার পর ?

সুন্দর। তারপর তা দেখে অর্জ্জুন হাসিতে২ বলিল "ওরে বৃষসেন, তোর পিতাও আমার সঙ্গে যুদ্ধে সমর্থ নয়, তুই বালক কোথা আছিস্, তুই যা, অন্য কোন বালকের সঙ্গে যুদ্ধ গে কর্"। এ কথায় বৃষসেন কোন দুর্বাক্য বলিল না, বাণবর্ষণেই উত্তর দিল।

দুর্য্যো। (আহ্লাদে) ভাল বৃষসেন, ভাল, না হবে কেন ?——তার পর ?

সুন্দর। তার পর অর্জ্জুন বৃষসেনের বাণে ব্যথিত হইয়ে যুদ্ধের আশ্চর্য্য কৌশল দেখাইতে লাগিল, বৃষসেনও ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিল, উভয় দলের সৈন্যেরা বৃষসেনের অদ্ভুত ক্ষমতা দেখে আপনারা ক্ষণকাল যুদ্ধে

নিবৃত্ত হইয়ে ব্রষসেনকে সাধুবাদ দিতে লাগিল। কর্ণ এক ২ বার ক্রোধে ভীমের প্রতি বাণ মারেন্, এক ২ বার স্নেহে বৃষসেনের প্রতি দৃষ্টি দান করেন্।

দুর্য্যো। হাঁ, সন্তানের স্নেহ কিনা? তার পর?

সুন্দ। তার পর অর্জ্জুন বৃষসেনের প্রশংসা শুনে ক্রোধে ব্রষসেনের প্রতি একেবারে এমনি বাণ মারিলে———

দুর্য্যো। (সভয়ে) কেমন্?

সুন্দ। ক্ষণকালের মধ্যে দেখিলেম্ বৃষসেনের ঘোড়া নাই, সারথি নাই, অস্ত্র নাই, শস্ত্র নাই, কেবল বৃষসেন ভূতলে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে।

দুর্য্যো। (সভয়ে) কর্ণ তা দেখে কি করিল?

সুন্দর। কর্ণ, তা দেখে ভীমকে পরিত্যাগ কোরে অর্জ্জুনের প্রতিই বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

দুর্য্যো। হাঁ, তা তো করিবিই বটে, তার পর?

সুন্দর। তার পর ব্রষসেনও অন্য রথে উঠে পুনর্ব্বার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়ে অর্জ্জুনকে বলিল "ওরে মধ্যম পাণ্ডব, তুই আমার পিতাকে নিন্দা করিস্? দেখ আমার বাণ তোর শরীর ছাড়া আর অন্যত্র পড়িবে না" বোলে সিংহনাদ কোরে বাণে অর্জ্জুনের শরীর ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিল।

দুর্য্যো। (সবিস্ময়ে) ওঃ, বৃষসেন বালক, এর কি ক্ষমতা! তার পর?

সুন্দর। তার পর অর্জ্জুন ব্রষসেনের বাণে ব্যথিত হইয়ে ক্রোধে এক আশ্চর্য্য রত্নপ্রভাযুক্ত শক্তি বৃষসেনের প্রতিই ক্ষেপ করিল।

দুর্য্যো। (সবিষাদে) আঁ! তার পর?

সুন্দর। তার পর আকাশে শক্তি উঠে অগ্নির ন্যায় জ্বলিতে লাগিল দেখে অর্জ্জুন সিংহনাদ করিল, কুরুসেনারা হাহাকার করিয়া উঠিল, কর্ণের হাত থেকে ধনুর্ব্বাণ পড়িল, চক্ষুদে জল পড়িতে লাগিল, মুখে আর কথা নাই, হাসি নাই, কর্ণ অমনি দাঁড়িয়া রহিলেন।

দুর্য্যো। (সবিষাদে) তার পর কি হইল?

সুন্দর। তার পর বৃষসেন সিংহনাদ কোরে একবাণে অর্দ্ধপথেই সে শক্তিচ্ছেদ করিয়া ফেলিল।

দুর্য্যো। (সপরিতোষে) ভাল বৃষসেন, ভাল, না হবে কেন, কর্ণের পুত্র কি না?———তার পর?

সুন্দর। তার পর চতুর্দ্দিগ্ হোতে বৃষসেনের সাধুবাদ উঠিল। কর্ণ কহিলেন "ওহে ভীম, এখন আমাদের যুদ্ধ থাকুক, পরে হবে, আমার বৃষসেন বালক, এ, অর্জ্জুনের সঙ্গে কেমন যুদ্ধ করিতেছে একবার দুইজনে দেখি এস"। তা ভীমও তায় সম্মত হইয়ে দুজনেই যুদ্ধ দেখিতে লাগিলেন। অর্জ্জুন ক্রোধভরে কহিল "ওরে দুর্য্যোধন, ওরে কর্ণ, ওরে কৌরব সেনাপতি সকল, তোরা সকলে মিলে আমার অসমক্ষে আমার অভিমন্যুকে বধ করিয়া ছিলি, এখন আমি তোদের সকলের সমক্ষে তোদের বৃষসেনকে সংহার করি", এই কথা বোলেই আপনার গাণ্ডীব ধনুক আস্ফালন করিল।

দুর্য্যো। আঃ, দুরাত্মা অর্জ্জুনের কি গর্ব্ব! তার পর?

সুন্দর। তার পর অর্জ্জুন গাণ্ডীবধনুকে বাণ যোগ করিলে কর্ণও আপন ধনুকে বাণ যোগ করিলেন, তা দেখে

অর্জ্জুন ভীমকে যুদ্ধ করিতে বারণ কোরে আপনি একাই বৃষসেন কর্ণ দুজনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। ঘোরতর যুদ্ধ হইতেন লাগিল, বাণবর্ষণে গগণমণ্ডল একেবারেই আচ্ছন্ন হইয়া রহিল, আর কিছুই দেখা যায় না।

দুর্য্যো। (সবিস্ময়ে) এমন যুদ্ধ কতক্ষণ হইল?

সুন্দর। বড় অধিক ক্ষণ নয়, কিছু পরেই হঠাৎ পাণ্ডবদের সৈন্যমধ্যে কোলাহল হইল, কৌরব সৈন্যেরা হাহাকার করিয়া উঠিল।

দুর্য্যো। (সভয়ে) কেন ২?

সুন্দর। মহারাজ, বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়! প্রথমে কিছুই জানিতে পারি নাই, তার পর দেখিলেম সারথি নাই, ধ্বজা নাই, ঘোড়া নাই, এক বাণে বৃষসেনের বক্ষঃস্থল বিদার্ণ হয়েছে, বৃষসেন ভূতলে পড়িয়া রহিয়াছে।

দুর্য্যো। সুন্দরক, আর কি বলিবে? বুঝা গেছে, আমার বৃষসেন নাই, বল না কেন সর্ব্বনাশ হয়েছে। হায় কি হইল! হা বৃষসেন, তুমি অতিপ্রিয়ম্বদ ছিলে, তুমি অতিসুজন ছিলে, তোমাতে অসাধারণ পরাক্রম ছিল, সকল গুণই তোমাতে ছিল, তুমি আমাকে এত ভক্তি করিতে, তুমি আমার দুঃশাসনের তুল্য স্নেহপাত্র ছিলে, তোমার বিরহে আমি কিরূপে প্রাণধারণ করিব! কর্ণই বা কিরূপে বাঁচিবে! তুমি কর্ণের বংশধর, তোমার সেই মনোহর মুখচন্দ্র, সেই কমনীয় নয়নযুগল, আহা নবযৌবনে কিবা শোভাই হয়েছিল! মনে করিলে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়, এখন তুমি প্রাণ ত্যাগ করেছ, কর্ণ তোমার মৃতদেহ দেখিয়া কিরূপে শোক

সম্বরণ করিবে? হায় কি সর্ব্বনাশ হইল! (মোহপ্রাপ্তি)

সার। হায় কি হইল! (বস্ত্রদ্বারা বীজন করিয়া) মহারাজ, এ কি ২ উঠুন্ ২।

দুর্য্যো। (চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া) সারথি, আমার অদৃষ্টে কি হইল!

সার। মহারাজ, অত্যন্ত শোক করিলে আর কি হইবে?

দুর্য্যো। আমার আর শোক? তুমিও যেমন, এইরূপ কত শত বন্ধুবান্ধব গেল; শোকও নাই, দুঃখও নাই, হৃদয় পাষাণ হইয়াছে। (দূতের প্রতি) সুন্দরক, এখন সখা কর্ণ কি করিতেছেন?

সুন্দর। তিনি পুত্রশোকে কাতর হইয়া অর্জ্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইলেন, তা দেখে, নকুল, সহদেব, ভীম সকলি আসিয়া অর্জ্জুনের রথ বেষ্টন করিয়া রহিল। তাদের অভিপ্রায় বুঝিলেম, কর্ণ পুত্রশোকে বড় কাতর হয়েছে প্রাণপণেই যুদ্ধ করিবে, তাই তাহারা অর্জ্জুনকে সাহায্য দিতে আসিল। অর্জ্জুন অনবরত বাণ বর্ষণ করিতে লাগিল। এই সময় শল্য কর্ণকে নানাবিধ প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা করিলেন, অনেক আশ্বাসও দিলেন, বলিলেন "এ ভগ্নরথে উঠে তোমার যুদ্ধ করা উচিত হয় না," এই কথায় কর্ণও কিছুকাল যুদ্ধে নিবৃত্ত হইলেন।

দুর্য্যো। তার পর?

সুন্দর। তার পর সৈন্যেরা আর এক খানি রথ আনিল, কর্ণ তা দেখে আমাকে নিকটে ডেকে আপন শরীরের রক্তে এই পত্র লিখে মহারাজের নিকটে পাঠাইলেন, আপনি দেখুন।

(পত্র প্রদান)

দুর্য্যো। সারথি, তুমি পত্রখানি পাঠ কর, শুনি সখা কি লিখেছেন।

সার। যে আজ্ঞা, শুনুন্ মহারাজ। (পত্র পাঠ আরম্ভ) "মহারাজ দুর্য্যোধনের জয় হউক! আমি কর্ণ, মানসে ভবদীয় কণ্ঠ আলিঙ্গন পূর্ব্বক যুদ্ধস্থল হইতে নিবেদন করিতেছি। মহারাজ, আপনি সর্ব্বদা বলিতেন "কর্ণ তুমি যুদ্ধবিদ্যা বিশারদ, তোমার তুল্য বীর ত্রিভুবনে নাই, তুমি আমার একশত ভ্রাতা অপেক্ষা প্রিয, তোমার সাহায্যেই আমি পাণ্ডব জয় করিব" এই সকল কথা বলিতেন, কিন্তু আমি কি করিলেম, দুঃশাসনের শত্রু যে ভীম তাহাকেও বিনাশ করিতে পারিলেম না! এক্ষণে আপনি বাহুবল প্রকাশ করিয়া কিম্বা রোদন করিয়া দুঃখ নিবৃত্ত করুন, আমি বিদায় লইলেম ইতি।"

দুর্য্যো। সারথি, কর্ণ কি এই লিখেছেন? (উর্দ্ধদিগে দৃষ্টি দিয়া) সখা কর্ণ, কেন ভাই আমি একে একশত ভ্রাতার শোকে দগ্ধ হইতেছি আবার আমাকে কেন নিষ্ঠুর বাক্যবাণে বিদ্ধ কর? সুন্দরক, এখন সখা কি করিতেছেন দেখে এলে?

সুন্দর। এখন তিনি আপন মরণ ইচ্ছায় শরীরের কবচ পরিত্যাগ কোরে আপনিই যুদ্ধ প্রার্থনা করিতেছেন।

দুর্য্যো। (শীঘ্র উঠিয়া) সুন্দরক, তুমি অতি সত্বর গে তাঁকে বল, মরণই শ্রেয় এ আমারও মত বটে, কিন্তু এক্ষণে নয়. আগে পৃথিবীকে পাণ্ডবশূন্য করি, কোরে সুখীই হই, কি

দুঃখীই হই, না হই, শত্রুদিগের পরিবারের সহিত কিছু দিন রোদন করিব, পরে দুই সখাতে একত্র প্রাণত্যাগ করিব, এখন এই ভাবনা করাই আমাদের উচিত, দুঃশাসন যেন আমার ভাই নয় বৃষসেনও যেন তোমার পুত্র নয়, আমি আর অধিক কি বলিব, আমি তোমার সখা, যাহাতে মান রক্ষা হয় তাই করিবে, সুন্দরক যাও, এই কথা সখাকে বল গে।

সার। যে আজ্ঞা, চলিলেম।

[সুন্দরকের প্রস্থান।]

দুর্য্যো। সারথি, দেখ তো, যেন রথের শব্দ হইতেছে, কেন?

সার। (দূরে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া) মহারাজ আপনার পিতা মাতা আসিতেছেন।

দুর্য্যো। (উৎকণ্ঠিত হইয়া) হা বিধাতা, কি করিলে! সারথি, তুমি যাও, বল গে, দুর্য্যোধন এখানে নাই।

সার। সে কি মহারাজ? এক-শ পুত্রের মধ্যে কেবল আপনিই আছেন, আপনি যদি তাঁহাদিগকে না দেখা দেন তাহা হইলে তাঁরা বড় দুঃখ পাবেন, তাঁদের আর কে আছে বলুন দেখি?

দুর্য্যো। (সরোদনে) একথা যথার্থ বটে, কিন্তু আমি কি প্রকারে দেখা করি, আজি দুঃশাসনের সঙ্গে তাঁদের নিকটে বিদায় লইয়া যুদ্ধে যাত্রা করে ছিলেম, অদৃষ্টাধীন দুঃশাসনকে হারিয়াছি, এখন একা তাঁদের নিকটে কিরূপে যাই, গিয়াই বা কি বলি?

সার। মহারাজ, কি করিবেন, প্রণাম করা উচিত, আসুন্।

দুর্য্যো। তবে চল যাই।

[সকলের প্রস্থান।]

পঞ্চম অঙ্ক।

রথারোহণে ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও সঞ্জয়ের প্রবেশ।

ধৃত। সঞ্জয়, আমার দুর্য্যোধন কি বেঁচে আছে?

গান্ধা। হাঁ বাছা সঞ্জয়, বল যদি আছে তবে সে কোথায়, বল আমরা সেখানে যাই।

সঞ্জ। আসুন্, এই যে মহারাজ দুর্য্যোধন বটবৃক্ষের তলায় একাকী আছেন।

গান্ধা। (সরোদনে) বাছা, আমার দুর্য্যোধন একা আছে বল্যে কেন? আর তার এক-শ ভাই কোথায়?

সঞ্জ। আপনারা রথহইতে উঠুন্।

[রথহইতে সকলের অবতরণ।]

দুর্য্যোধনের প্রবেশ।

সঞ্জ। (নিকটে গিয়া) মহারাজ, জয় হউক! আপনার পিতামাতা এসেছেন।

ধৃত। কৈ দুর্য্যোধন কোথায়, কোলে এস।

গান্ধা। কেন বাছা, কিছু বলচো না, যুদ্ধে কি শরীরের বড় ব্যথা হয়েছে?

ধৃত। কেন বাপু কথা কহ না? তোমার তো এমন ব্যবহার আমি কখনই দেখি নাই।

গান্ধা। বাছা তুমি যদি আমাদের সঙ্গে আর আলাপ না করো তবে আর কে আলাপ করিবে? আর তো আমার দুঃশাসন নাই, দুর্ম্মর্ষণও নাই!

দুর্য্যো। (লজ্জিতপ্রায়) আমি এই নির্ম্মল কুরুকুলে কুসন্তান জন্মেছি, আপনারা আমাকে কি পুত্র বলেন? আমাহইতেই তো সকল গেল, আপনাদের যে অনবরত চক্ষুর জল পড়িতেছে, এর কারণই আমি।

গান্ধা। বাছা, আর ক্ষোভ কোরো না, আমরা অন্ধ, তুমি আমাদের অন্ধের যষ্টি, তুমি আমার বেঁচে থাক।

দুর্য্যো। না মা, এ তোমার অসঙ্গত কথা, আমাহইতেই তোমার এক-শ সন্তান গেছে, এখন আমাকে আর বাঁচিতে বল?

সঞ্জ। সে কি মহারাজ? এমন কথা বলিবেন না।

দুর্য্যো। আর বলিব না! আমি একা বেঁচে থেকে কি হবে?

ধৃত। (দুর্য্যোধনকে ক্রোড়ে করিয়া) বাপু দুর্য্যোধন, আমাকে আশ্বাস দেও, তোমার এই দুঃখিনী জননীকে আশ্বাস দেও।

দুর্য্যো। এখন আপনাদের আর কি আশ্বাস, তবে কিনা

যেমন আপনারা পুত্রশোকে কাতর হয়েছেন কুন্তীও সেই রূপ হউক।

গান্ধা। তবু আমার অদৃষ্ট ভাল বাছা, যে তুমি বেঁচে আছ, তা যা হবার হয়েছে আর বাছা যুদ্ধ কোরো না, আমি যোড়হাত করি, ক্ষমা কর, আমাদের কথা রাখ।

ধৃত। হাঁ, তোমার মায়ের কথা শোন, আর দেখ কেউ নাই। বাপু তুমিই বিবেচনা কর দেখি, ভীষ্ম, দ্রোণ কি পর্য্যন্ত বীর ছিলেন, তাঁদের তুল্য কি আর কেহ আছে? তা তাঁরা গেলেন, আভা বাছা বৃষসেনও গেল, অর্জ্জুন এ সকল-কেই মেরেছে, এখন পৃথিবী শুদ্ধ সকল লোকই অর্জ্জুনকে কালান্তক বোধ করিতেছে, এখন তোমার বধই তাদের শেষ প্রতিজ্ঞা, তা বাপু, আর অভিমানে কায নাই। আমরা অন্ধ, তোমার পিতামাতা, আমাদের কথা রাখ, যুদ্ধে যেয়ো না।

দুর্য্যো। আপনারা বলিতেছেন, যুদ্ধে নিবৃত্ত হইয়ে এখন কি করি?

গান্ধা। তোমার খুড়ো বিদুর যা বলেন তাই কর।

সঞ্জ। হাঁ মহারাজ, তাই এক্ষণে কর্ত্তব্য।

দুর্য্যো। সঞ্জয়, আরো উপদেশ শুনিতে হবে?

সঞ্জ। এমন কথা! যতদিন বেঁচে থাকিতে হয় তত দিনই বিজ্ঞলোকের উপদেশ শুনিতে হয়।

দুর্য্যো। (সক্রোধে) আচ্ছা, তুমিতো বড় বিজ্ঞ, বল দেখি কি উপদেশ বলিবে?

ধৃত। বাপু, সঞ্জয়ের উচিত কথায় রাগ করো না, তা যদি তুমি শোন, আমিই বলি শোন দেখি।

দুর্য্যো। বলুন্ কি বলিবেন?

ধৃত। অধিক কথায় প্রয়োজন নাই, তুমি আর যুদ্ধ কোরো না, যুধিষ্ঠির যা চেয়েছে তাই দে সন্ধি করো গে।

দুর্য্যো। মা আমার একে স্ত্রীলোক, আবার পুত্রশোকে ব্যাকুল হয়েছেন, সঞ্জয় তো মূর্খ, তা পিতা, আপনারো এমন বুদ্ধি হইল! যখন আমার সকলই ছিল, কৃষ্ণ এসে সন্ধির প্রস্তাব করিল তখন আমি অস্বীকার করিলেম, এখন আমার এক-শ ভাই গেলো, পিতামহ গেলেন, দ্রোণাচার্য্য গেলেন, বন্ধুবান্ধব সকলি গেল, এখন আমি অপমান স্বীকার কোরে একটা মাংসপিণ্ড শরীর এর নিমিত্ত পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি করিব গে! এশরীর রেখে ফল কি? ওহে সঞ্জয়, তুমি তো বড় নীতিজ্ঞ, তা বল দেখি, রাজারা দুর্ব্বল শত্রুর সঙ্গে কি কখন সন্ধি করে? আমি এখন দুর্ব্বল হইয়েছি, আমার আর কেহই নাই, পাণ্ডবেরা তো সকলেই জাজ্বল্যমান আছে, তারা এখন আমার সঙ্গে সন্ধি করিবে কেন?

ধৃত। হাঁ তা বটে, তবু আমি বলিলে যুধিষ্ঠির সন্ধি করিতে পারে, আর তারও যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা নাই।

দুর্য্যো। কেন নাই?

ধৃত। যুধিষ্ঠির প্রতিজ্ঞা করেছে একটিও ভাই মরিলে প্রাণ রাখিবে না, তা যুদ্ধেতে যদি কাহার অমঙ্গল হয় তবেই তো বিভ্রাট, এই নিমিত্তে সন্ধি করা তার সম্পূর্ণ মত।

গান্ধা। হাঁ, তাই বটে।

সঞ্জ। এ কথা যুক্তিসিদ্ধ বটে।

দুর্য্যো। তা দেখুন্ দেখি, যুধিষ্ঠির একটিও ভাই মরিলে প্রাণধারণ করিবে না প্রতিজ্ঞা করেছে, আর এক-শ ভাই মরেছে তবু দুর্য্যোধন বাঁচিতে চেষ্টা করিবে?

গান্ধা। বাছা, তা কি করিবে।

দুর্য্যো। কি করিব কেন? যে ভীম দুঃশাসনের রক্ত খেলে, তাকে সংহার করিব না? সন্ধিই গে করিব?

গান্ধা। (সরোদনে) হা বাছা দুঃশাসন! হা বাছা দুর্ম্মর্ষণ! হা বাছা বিকর্ণ! বাছা তোমরা সকলে কোথা গেলে, এই অভাগিনী গান্ধারীর কপালে কি হলো! হায় আমি তো এক-শ পুত্র প্রসব করি নি, এক-শ শোকই প্রসব করেছি!

[সকলের রোদন।]

সঞ্জ। (চক্ষুর জল মুছিয়া) এ কি? আপনারা মহারাজকে প্রবোধ দিতে এসে এতো শোক করিতে লাগিলেন?

ধৃত। বাপু দুর্য্যোধন, আমাদের কপাল বড় মন্দ, তুমি অভিমান ত্যাগ করো, আমাদের আর কেহই নাই, তুমি আমাদের কথা শোনো।

দুর্য্যো। পিতা, অধিক কি বলিব! সগর রাজার দশাই আপনার ঘটিল। সগর রাজার সন্তানেরা কি না করেছিল? তারা মহাবল পরাক্রান্ত, ঐশ্বর্য্যশালী, সর্ব্বত্র মান্য ছিল, কিন্তু পরিণামে সকলি গেল। তা, আপনারও সেই দশা উপস্থিত। এখন যুদ্ধে যেতে অনুমতি দিতে হবে নতুবা ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম থাকে না।

(নেপথ্যে মহাশব্দ)

গান্ধা। (সভয়ে) সঞ্জয়, আবার হাহাকার শব্দ হয় কেন ?

সঞ্জ। এখানে তোমাদের থাকাই উচিত নয়, এস্থান যুদ্ধের অতি নিকট, এখানে এমন কতো শব্দ হইয়ে থাকে।

ধৃত। না না সঞ্জয়, তুমি দেখ ; এ বড় হাহাকার শব্দ, এর কিছু বিশেষ কারণ থাকিবে।

দুর্য্যো। আপনারা এই সময় অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে যুদ্ধে যেতে অনুমতি করুন্, কি জানি, আমার অদৃষ্ট অতিমন্দ, আবার কে কোন অমঙ্গল সংবাদ দিবে।

গান্ধা। বাছা, আর একটু থাক।

ধৃত। যদি যুদ্ধ করাই নিতান্ত তোমার মত, তা গোপনে শত্রুদের কোন অনিষ্ট চেষ্টা করিলে হয় না ?

দুর্য্যো। হাঁঃ গোপনে, তারা প্রত্যক্ষেই সকল নষ্ট করিতেছে, আমি গোপনে কি অনিষ্ট করিব ? আর কোরেই বা কি হবে ?

গান্ধা। বাছা, তুমি একা, আর তো কেউ সহায় নাই।

দুর্য্যো। মা, আমি একা বটে, তোমার সকল সন্তানই গেছে, এখনও যদি বিধাতা বিমুখ না হয়, ক্ষণকাল মধ্যে পৃথিবীকে পাণ্ডবশূন্য করিতে পারি।

(নেপথ্যে)

উঃ, আজি কি ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইল ! ওহে যোদ্ধাগণ, রাজা

দুর্য্যোধনকে সম্বাদ দেও, আর কোন অমঙ্গলের কথায় প্রয়োজন নাই, এইমাত্র বলো গে। সম্প্রতি শল্য ক্ষত-বিক্ষত শরীরে যুদ্ধস্থল হইতে শিবিরে এলেন্, কর্ণের সম্বাদ কিছুই বলেন না, জিজ্ঞাসা করিলে রোদনই করেন্, তা দেখে কৌরব সৈন্যেরা সকলি ভয় পেয়েছে।

দুর্য্যো। (শুনিয়া সভয়ে) কে এ অস্পষ্ট কথা বলে? কৈ, কে এখানে আছে রে?

সারথির প্রবেশ।

সার। হায় মহারাজ, কি হইল! (নিকটে পতন)

দুর্য্যো। (সভয়ে) সারথি, বল ২ কি হয়েছে?

সার। (সবিষাদে) আর কি মহারাজ! যুদ্ধস্থলহইতে শল্য এসেছেন, কর্ণের রথ শূন্য।

দুর্য্যো। কি বলিলে? কর্ণের রথ শূন্য?

(অচৈতন্য হইয়া ভূতলে পড়ে।)

গান্ধা। বাছা, উঠ ২।

সঞ্জ। মহারাজ, উঠুন্ ২।

ধৃত। হায় কি বিপদ! ভীষ্ম গেলেন, দ্রোণ গেলেন, তার পর যে এক কর্ণ ছিল সে আমার দুর্য্যোধনের অতি-প্রিয় বন্ধু, তা সেও গেল! হাঁরে বিধাতা, আমরা দুই স্ত্রীপুরুষে অন্ধ, আমাদিগকে এক-শ পুত্রের শোক দিলি? আর কেহই রহিল না, বংশের মধ্যে যে এক দুর্য্যোধন আছে সেও সহায়হীন হইল! বাপু দুর্য্যোধন, উঠ ২।

দুর্য্যো। (উঠিয়া) সখা কর্ণ, ভাই তুমি কোথা গেলে?

তোমার কথা শুনে আমার কর্ণ জুড়াতো, আর কি আমার সঙ্গে কথা কবে না ভাই ? কেন, আমি তো তোমার কোন অপরাধ করি নাই, নিরপরাধে আমাকে ত্যাগ করিলে! বৃষসেনই তোমার এত প্রিয় ছিল, তাহারিই সঙ্গে গেলে? আমা প্রতি একেবারেই নির্দয় হইলে!

(পুনর্ব্বার ভূতলে পতন)

সঞ্জ। মহারাজ, উঠুন২।

দুর্যো। (উঠিয়া) হায়, আমার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় যে কর্ণ সেও গেল, আমি এখনো বেঁচে আছি, কি লজ্জা ২!

ধৃত। আর শোক করিলে কি হবে বাপু?

দুর্যো। (সরোদনে) বন্ধুবান্ধব সকল গেল, এরা শোকের যোগ্য বটে, কিন্তু তাতেও আমার শোক নাই, শত্রুতে মারিলে এই ক্ষোভ, আমি সে শত্রুর কুল ক্ষয় করিতে পারিলেম না, এই দুঃখ।

গান্ধা। বাছা, আর কেঁদো না ২।

ধৃত। আর রোদন কোরো না।

দুর্যো। আপনারা কি বলেন? কর্ণ আমার সখা, সে আমার নিমিত্তে প্রাণ পর্য্যন্ত ত্যাগ করিল, তা কেহই বারণ করিল না, এখন আমি তার নিমিত্তে একটু রোদন করিব তাও আপনারা বারণ করেন্!———সারথি, কার এমন কর্ম্ম? কে আমার কর্ণকে বধ করিল?

সার। সকলে বলিতেছে সেই অর্জ্জুনই তাঁকে মেরেছে।

দুর্যো। (সক্রোধে) কি, অর্জ্জুন মেরেছে? কর্ণের মুখ-চন্দ্র মনে উদয় হওয়াতেই শোকসাগর বৃদ্ধি পেয়েছিল,

কিন্তু এখন ক্রোধময় বাড়বানল এসে সে শোক সাগর শোসন করিল। পিতামাতা, আমাকে অনুমতি করুন, আমি যুদ্ধে যাই, এ মনস্তাপ বরং প্রাণ পরিত্যাগ কোরেও নিবৃত্তি করি গে।

ধৃত। হাঁ এইরূপ ইচ্ছা হয় বটে, কিন্তু সেই দুর্দান্ত কৃতান্ত তুল্য ভীমকে মনে হইলে আর তোমাকে যুদ্ধে যেতে দিতে ইচ্ছা হয় না, কি জানি বাপু, তুমি বড় অভিমানী, শক্রদের যুদ্ধ, কিসে কি হবে।

গান্ধা। সেই সর্ব্বনেশে ভীম, যে আমার এক-শ সন্তান খেয়েছে, বাছা তুমি তার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে যাবে?

দুর্য্যো। হাঁ সেও বটে, অর্জ্জুনও বটে, তাদের দুজনকেই আজি সংহার করিব। সারথি, আর বিলম্ব কি? শীঘ্র রথ আন, আর যদি তুমিও পাণ্ডবদের ভয় করো, থাকো, এই গদা লইয়েই আমি চলিলেম।

সারথি। না না মহারাজ, তা মনে করিবেন না, আমি এই রথ আনি গে। (সারথির প্রস্থান।)

ধৃত। তা নিতান্তই যদি যুদ্ধে যাবে, তবে কাহাকে সেনাপতি করো।

দুর্য্যো। করা গেছে।

গান্ধা। কে সেনাপতি হইল?

ধৃত। শল্যকে, না অশ্বত্থামাকে, কাকে সেনাপতি করিলে?

দুর্য্যো। আর শল্যেও প্রয়োজন নাই, অশ্বত্থামায়ও প্রয়োজন নাই, আমি চক্ষুর্জলে আত্মাকেই সেনাপতি

পদে অভিষিক্ত করিলাম। এ সেনাপতি, হয় অর্জ্জুনকে বিনাশ করিবে, না হয় কর্ণের পথেই যাবে।

(নেপথ্যে)

ওহে সৈন্যগণ, তোমাদের ভয় নাই ২, তোমরা বলো দুর্য্যোধন কোথায়?

সারথির প্রবেশ।

সারথি। (সসম্ভ্রমে) এই এক রথে দুজনে এসে আপনাকে তত্ত্ব করিতেছে।

দুর্য্যো। দুজনে কে কে?

সারথি। সেই কর্ণের শত্রু অর্জ্জুন, আর দুঃশাসনের শত্রু ভীম।

গান্ধা। (সভয়ে) বাছা, কি হবে এখন।

দুর্য্যো। আসুক্, এই গদা আছে।

গান্ধা। হায় আমি অভাগিনী আমার ভাগ্যে আবার বা কি হয়!

দুর্য্যো। ভয় কি মা? সঞ্জয়, তাই শীঘ্র এঁদের লইয়া শিবিরে যাও, আমি শোক শান্তি করিবার লোক পেয়েছি।

ধৃত। বাপু, ক্ষণকাল বিলম্ব কর, দেখা যাউক এরা কি ভাবে আসিতেছে।

ভীমার্জ্জুনের প্রবেশ।

ভীম। ওহে দুর্য্যোধনের অনুগত লোক সকল, তো-

মাদের ভয় নাই, কেন পালাও? যে দুর্য্যোধন পাশাখেলায় পাণ্ডবদিগকে বঞ্চনা করেছিল, যে দুর্য্যোধন জতুগৃহে বাস প্রদান করেছিল, যে দুর্য্যোধন দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ, বস্ত্রহরণ কোরেছিল, পাণ্ডবেরা যে দুর্য্যোধনের দাস, যে দুর্য্যোধন পৃথিবীর রাজা, যে দুর্য্যোধন দুঃশাসন প্রভৃতি এক শত ভ্রাতার জ্যেষ্ঠ, অঙ্গদেশের রাজা কর্ণ যে দুর্য্যোধনের সখা, আমরা ক্রোধ কোরে আসি নাই, সেই দুর্য্যোধনকে একবার দেখিতে এসেছি, তোমরা বলো সে কোথায়?

ধৃত। সঞ্জয়, এ যে বড় আস্ফালন করিতেছে?

সঞ্জ। হাঁ কাযে করেছে, এখন কথায় বলিতেছে।

দুর্য্যো। সারথি, বল গে, দুর্য্যোধন এখানেই আছে।

সার। যে আজ্ঞা। (নিকটে গিয়া) ওগো, রাজা দুর্য্যোধন এই বটতলাতে পিতামাতার সঙ্গে কথা কহিতেছেন।

অর্জ্জুন। (সানুনয়ে) মেজ্‌দাদা, ক্ষমা করো, আর গে কায নাই, তাঁরা একে পুত্রশোকে ব্যাকুল আছেন, গেলেই উৎকণ্ঠিত হবেন, দূর হউক, চলো আমরা ফিরে যাই।

ভীম। ওরে মূর্খ, তাঁরা গুরুলোক, এসেছি তো প্রণাম কোরে যাই, অমনি গে থাকে? [নিকটে গিয়া] ওহে সঞ্জয়, জ্যেঠামহাশয়কে, জ্যেঠাইকে আমাদের প্রণাম জানাও, কিম্বা আমরাই যাচ্যি।

(রথহইতে উভয়ের অবতরণ।)

ভীম। (অর্জ্জুনের প্রতি) ওহে ভাই, আগে নাম বোলে

তার পর যে সব কর্ম্ম করেছ তা বোলে তবে গুরুলোককে প্রণাম করা উচিত।

অর্জ্জুন। জ্যেঠামহাশয়, জ্যেঠাইঠাকুরাণি আপনাদের দুর্য্যোধন যে কর্ণের সাহায্যে পাণ্ডব জয় করিবে মনে ভেবেছিল, যে কর্ণ অহঙ্কারে পৃথিবীকে তৃণ তুল্য বোধ করিত, সেই কর্ণকে আমি সংহার কোরে এলেম, আমি অর্জ্জুন, প্রণাম করি।

ভীম। যে ভীম কুরুকুল নির্ম্মূল কোরেছে, দুঃশাসনের রক্তপান কোরেছে, এর পর দুর্য্যোধনকেও নিধন করিবে, সেই ভীম আপনাদিগকে প্রণাম করিতেছে।

ধৃত। (সক্রোধে) ওরে দুরাত্মা ভীম, তুই কেন মিছে আস্ফালন করিতেছিস? কেনই বা আমাদিগকে ক্লেশ দিতে এলি? যুদ্ধে জয়লাভ করা এ তো ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্মই, তার একটা গর্ব্ব কি?

ভীম। জ্যেঠামহাশয়, আপনি ক্রোধ করিবেন না, সভা-মধ্যে সকলের সমক্ষে যারা সেই পাপকর্ম্ম কোরেছিল, তাহারাই এখন আমাদের ক্রোধানলে দগ্ধ হইল, তাই আপনাকে বলিতে এলেম, বাহুবল জানাতেও আসি নাই, অহঙ্কার প্রকাশ করিতেও আসি নাই। আপনার কি মনে নাই, আপনার সন্তানেরা কি কুকর্ম্ম করেছিল? ভেবে দেখুন, আপনি তাতে সাক্ষী আছেন।

দুর্য্যো। (সক্রোধে) ওরে দুরাত্মা, তোরা যে গর্হিত কর্ম্ম করেছিস্ তা, এঁরা বৃদ্ধ, এঁদের কাছে এসে তার আবার শ্লাঘা করিস্? তোরা পশু, তোদের পাঁচ জনের স্ত্রী দ্রৌপদী,

তাকে তো পাশা খেলায় জিতে দাসী করে ছিলেম, তবে তার কেশাকর্ষণ করিব না কেন? করেছি তো বটে, তা ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, এঁরা তোদের কি অপরাধ করেছিল, এঁদের কেন মারিলি? মেরেছিস্ মেরেইছিস আমাকে তো এখনো জয় করিতে পারিস্ নে, এখনিই এতো গর্ব্ব? ওরে দুরাত্মা, তোকে যমের বাড়ি পাঠাই এই।

(মারিতে উদ্যত, ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনকে ধরিয়া বসান। ভীমের ক্রোধ।)

অর্জ্জুন। মেজ্‌দাদা, ক্রোধে প্রয়োজন কি? আমরা এর তো সকলি নষ্ট করেছি, এ কিছুই করিতে পারিল না, তা দুটো দুর্ব্বাক্য কবে, তায় হানি কি?

ভীম। কেন ওর কথা সহ্য করিব? (দুর্য্যোধনের প্রতি) ওরে কুলাঙ্গার, তুই কটু কথা বলিস্? তোকে এখনি দুঃশাসনের পথে পাঠাতেম্। কি বলিব, এঁরা যে এখানে আছেন, তাই বেঁচে গেলি। ওরে মূর্খ, তোর ক্ষমতা কি? তোর সমক্ষেই তো দুঃশাসনের রক্ত খেলেম, তা তুই কি করিলি? কেবল স্ত্রীলোকের মত কাঁদিস্, তাই দয়া কোরে তোকে এখনো কিছু বলি নাই।

দুর্য্যো। ওরে দুরাত্মা পাণ্ডবাধম, তোরা তো আমার দাস, পাশাখেলায় তোদের জিতেছি জানিস্ নে? আমি তো তোর মত মিথ্যা অসার কতগুলো বকি নে, আমি কাযেই করিব, আমার গদায় তোর অস্থি চূর্ণ হবে, তুই পড়ে থাক্‌বি, তোর ভাইরে এসে দেখিবে, এ আমি করিবই করিব, দেখিস্।

ভীম। (হাস্য করিয়া) হাঁ করিবি বৈ কি। দেখিস্, কে করে। কালি গদা প্রহারে তোর শরীর চূর্ণ কোরে তোর মাথায় পা দিয়ে তোর রক্তে আপনার শরীর ভূষিত করিব।

(নেপথ্যে)

ওগো ভীম, ওগো অর্জ্জুন, মহারাজ যুধিষ্ঠির আজ্ঞা করিলেন, "যুদ্ধে বন্ধুবান্ধব কে ২ মরেছে দেখ, তাদের শরীর অন্বেষণ করে দাহাদি করো, বেলা নাই, সৈন্য সকল ফিরাইয়ে শিবিরে এসো"।

উভয়ে। যে আজ্ঞা চলিলেম।

(ভীমার্জ্জুনের প্রস্থান)

(নেপথ্যে)

ওরে অর্জ্জুন, বড় যে যোদ্ধা তুই, এখন পালাইস্ কোথায়? এতদিন আমি কর্ণের উপরে রাগ কোরে অস্ত্র ধারণ করি নাই, তাই বীর নাই বলিয়াই যুদ্ধে যশোলাভ করেছিলি, জানিস্ নে, আমি অশ্বথামা, পাণ্ডব কুলের দাবানল, আমার পিতার অপমান!

ধৃত। (শুনিয়া আহ্লাদে) দুর্য্যোধন, অশ্বথামা দ্রোণের বধে অতিক্রুদ্ধ হয়ে আসিতেছে, ও সামান্য নয়, দ্রোণ অপেক্ষাও ওর ক্ষমতা অধিক, তা তুমি ওকে সম্মান কোরে নে এসো গে।

দুর্য্যো। ওকে প্রয়োজন কি? ও আমার কর্ণের মৃত্যু প্রার্থনা করেছিল, ও পরম শত্রু।

ধৃত। না বাপু, তুমি এমন সময় এত বড় বীর অশ্বথামা তার সঙ্গে ভেদ কোরো না।

অশ্বথামার প্রবেশ।

অশ্ব। মহারাজের জয় হউক্!

দুর্য্যো। আচার্য্যপুত্র, এসো।

অশ্ব। মহারাজ, কর্ণ আগে আপনকার প্রিয়কথা কতই বলেছিল, তার পর তার তো ক্ষমতা দেখিলেন? এখন আর আপনার উদ্বেগ নাই, আমি অস্ত্র ধারণ করিলেম, এই সকল শেষ করি দেখুন্।

দুর্য্যো। (অসহ্য হইয়া) আচার্য্যপুত্র, বলি, কর্ণ রণশায়ী হইল এখন তুমি যুদ্ধ করিবে? তা কেন ভাই, আমিও মরি, তার পর তুমি যুদ্ধ কোরো, কর্ণেতে আর দুর্য্যোধনেতে ভেদ কি?

অশ্ব। (অভিমানে) এখনো কর্ণের প্রতি এত অনুরাগ! আমা প্রতি অশ্রদ্ধা! আচ্ছা মহারাজ।

(অশ্বথামার প্রস্থান।)

ধৃত। বাপু, একি হইল? এমন সময় এমন লোককে দুর্ব্বাক্য কহিলে?

দুর্য্যো। কেন আমি ওকে কি বলিলেম? মিথ্যাই বা কি? আমার কি ক্রোধ হইতে পারে না। কর্ণ আমার সখা, বীর চূড়ামণি, সে আমার অদৃষ্টেই গেছে, তা ও আমার সমক্ষেই তার নিন্দা করে? অর্জ্জুনেতে আর ওতে বিশেষ কি? অর্জ্জুন আমার শত্রু, ও কি নয়?

ধৃত। (সবিষাদে) বাপু তোমার দোষ কি? আমার অদৃষ্টেই এই সকল ঘটিতেছে, এখন আমি কি করি (চিন্তা করিয়া) সঞ্জয়, তুমি যাও, অশ্বত্থামাকে বলো গে, “অশ্বত্থামা, তোমার কি মনে নাই তুমি দুর্য্যোধনের সঙ্গে গান্ধারীর স্তনপান কত কোরেছ, আমি তোমাকে কোলে কোরে মানুষ করেছি, তা দুর্য্যোধন এখন এক-শ ভেয়ের শোকে ব্যাকুল হইয়ে বাৎসল্য ভাবে তোমাকে যা বলেছে তাতে কি তোমার রাগ করা উচিত? যুধিষ্ঠিরের মিথ্যা কথায় তোমার বাপ অস্ত্র ত্যাগ কোরে অপমানিত হলেন, তা ভেবে, আর আপনার ক্ষমতাও মনে কোরে, যা উচিত হয় কোরো, দুর্য্যোধনের কথায় কিছু মনে কোরো না।”

সঞ্জ। যে আজ্ঞা। (সঞ্জয়ের প্রস্থান)

দুর্য্যো। সারথি, যুদ্ধের রথ আন।

সার। যে আজ্ঞা। (সারথির প্রস্থান)

ধৃত। গান্ধারি, চলো, আমরা শল্যের শিবিরে যাই, দুর্য্যোধন, বাপু তোমার যা ইচ্ছা করো।

(সকলের প্রস্থান।)

ষষ্ঠ অঙ্ক।

যুধিষ্ঠির, দ্রৌপদী, চেটী ও কঞ্চুকীর প্রবেশ।

যুধি! (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) এ কি! অপার ভীষ্ম সাগরও পার হলেম, প্রবল দ্রোণানলও নির্ব্বাণ হইল,

কর্ণ কালসর্পও শমতা পেলে, শল্যকেও সংহার করিলেম, প্রায় জয়ই হইয়েছে, তা ভীম এখন এমন প্রতিজ্ঞা করিলেন, তাহাতেই আমাদের জীবনে সন্দেহ জন্মিল। (কঞ্চুকীর প্রতি) ওহে, সহদেবকে বল গে, 'হয় আজি দুর্য্যোধনকে মারিব না হয় আপনিই মরিব', ভীম এই প্রতিজ্ঞা করেছেন শুনে, দুর্য্যোধন পালিয়েছে। এখন শীঘ্র তাকে অন্বেষণ করিতে নানাপ্রকার লোক নিযুক্ত করো, যে ধরে দিতে পারিবে তাকে পুরস্কার দিব ঘোষণা করো, গুপ্ত চর সকল জল স্থল পর্ব্বতগুহা বন প্রভৃতি সর্ব্বত্র তত্ত্ব করুক্।

কঞ্চু। যে আজ্ঞা মহারাজ।

যুধি। আরো বল গে, যে স্থানে কোন লোক শঙ্কিত হইয়ে পরস্পর কথাবার্ত্তা কহিতেছে, যেখানে কেহ নিদ্রিত আছে, যেখানে কেহ পীড়িত হইয়ে রয়েছে, যেস্থানে মৃগ পক্ষির শব্দ, কিম্বা যেখানে রাজার পায়ের কোন চিহ্ন আছে, এই সকল স্থান বিশেষ অন্বেষণ করিতে বলো গে।

কঞ্চু। যে আজ্ঞা। (কিঞ্চিৎ গিয়া) মহারাজ, পাঞ্চালক এসেছেন।

যুধি। আসিতে বল।

পাঞ্চালকের প্রবেশ।

পাঞ্চা। মহারাজের জয় হউক!

যুধি। কেমন হে, কিছু সন্ধান পেলে?

পাঞ্চা। হাঁ মহারাজ, সে দুরাত্মাকে পাওয়া গেছে।

যুধি। (আহ্লাদিত হইয়া) কি! পাওয়া গেছে? দেখিতে পেয়েছ কি?

পাঞ্চা। (হাস্যমুখে) যুদ্ধের কথা জিজ্ঞাসা করুন্।

দ্রৌপ। (সভয়ে) এখনকি যুদ্ধ হচো?

যুধি। (সভয়ে) ভাই ভীম কি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়েছেন?

পাঞ্চা। হাঁ মহারাজ, আমি কি মিথ্যা বলিতেছি।

যুধি। (মনেঃ) আমি ভীমের পরাক্রম বিশেষ জানি, তথাপি যুদ্ধের কথা শুনে অন্তঃকরণে আশঙ্কা হইল। (দ্রৌপদীর প্রতি) দেবি, ভয় কি? সে অপমানের নিষ্কৃতি আর কিসে হবে? হয় আমরাই যাই, কি সেই কুলাঙ্গার দুর্য্যোধনেরই নিধন হয়, যা হয় আজিই একটা শেষ হবে। কিন্তু বোধ হয় ভীম আজি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ ভয়ে অত্যন্ত পরাক্রম প্রকাশ করিয়া অবশ্যই তোমার বেণী বন্ধন করিবেন (পাঞ্চালকের প্রতি) বাপু পাঞ্চালক, বল শুনি, কিরূপে কোথায় তাকে পাওয়া গেল।

পাঞ্চা। শুনুন্ তবে, আপনি তো শল্যকে বধ করিলেন, তার পর সহদেব কর্ণের বংশ ধ্বংস করিতে গেলেন, ধৃতক্রুম্ন আমাদের সেনা রক্ষা করিতে লাগিলেন, কৃপ, কৃতবর্ম্মা, অশ্বত্থামা সকলি পালালো, এমন সময়ে দুরাত্মা দুর্য্যোধন ভীমের প্রতিজ্ঞা শুনে যে কোথায় পালালো আমরা কিছুই জানিতে পারিলেম না।

যুধি। তার পর?

দ্রৌপ। তার পর?

পাঞ্চা। তার পর কৃষ্ণ, ভীম, অর্জ্জুন তিন জন একরথে

সমস্তপঞ্চক প্রভৃতি অনেকস্থান পর্য্যটন করিলেন, বিস্তর অনুসন্ধান করিলেন, কিছুতেই তাকে না পাওয়া গেলে আমরা বলিতে লাগিলেম, হা বিধাতা, আমাদের অদৃষ্টে কি হইল! ভীম ক্ষণে২ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন, কৃষ্ণও অনেক ক্ষোভ করিলেন, এমন সময় এক ব্যক্তি গ্রাম্যলোক ঊর্দ্ধশ্বাসে এসে বলিল, 'মহাশয় ঐ খানে একটা সরোবর আছে, ঐ সরোবরে দুজনে উলেছে, পায়ের চিহ্ন দেখা যাচ্যে, কিন্তু একজন বৈ উঠে যায় নাই, উঠিবার পায়ের চিহ্ন একজনের বৈ নাই।' আমরা এই কথা শুনে শীঘ্র গে তাই দেখিলেম, কৃষ্ণ বলিলেন হাঁ এ সম্ভাবিত বটে, দুর্য্যোধন জলস্তম্ভবিদ্যা জানে, বোধ হয় এই জল মধ্যেই আছে। ভীম এ কথা শুনেই সিংহনাদ কোরে জলে লম্ফ দে পড়িলেন, পড়ে বলিলেন "ওরে দুর্য্যোধন, তুই ধৃতরাষ্ট্রের কুসন্তান, মহাপাতকী, তুই মিছে লোককে জানাইস্ আপনি বড় মানী, এইতো তোর মান? তুই নির্ম্মল চন্দ্রবংশে জন্মেছিস্, এখনও গদা হাতে রেখেছিস্, আমি দুঃশাসনের রক্ত খেয়েছি তাই আমাকে মারিবি প্রতিজ্ঞা কোরেছিলি কৃষ্ণকেও মধ্যে২ দুর্ব্বাক্য কহে থাকিস্, তা এখন আমার ভয়ে কোথা লুকায়িয়ে রহিলি? ওরে পশু, ওরে কুলাঙ্গার, এখন তোর অভিমান কোথায়?" ভীম এইরূপ তিরস্কার করিলে সে দুরাত্মা আর জলে লুকিয়ে থাকিতে না পেরে হঠাৎ সিংহনাদ কোরে সরোবরের জল আস্ফালন করিতে লাগিল।

যুধি। তথাপি উঠিল না?

পাঞ্চা। উঠ্‌লো বৈ কি, সমুদ্র হইতে যেমন কালকূট উঠেছিল সেইরূপ গদা হাতে জল ক্ষ্ণে উঠিল।

যুধি। ভাল ২, হবে না কেন, ক্ষত্রিয় কি না?

দ্রৌপ। তার পরই কি যুদ্ধ আরম্ভ হইল?

পাঞ্চা। উঠেই বলিল, "ওরে ভীম, কি বলিতেছিস্, আমি রাজা দুর্য্যোধন, তোর ভয়ে লুকিয়ে থাকিব? আমি আজিও পাণ্ডব ক্ষয় করিতে পারিলেম না, এই লজ্জায় এখানে বোসে ছিলেম"। এই কথা বোলে তটে এলো, এসে ভূমে গদা রেখে একবার চতুর্দ্দিক দেখিল, আপনার আত্মীয় কাহাকেও না দেখিতে পেয়ে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল। ভীম বলিলেন, ওহে কৌরবরাজ, আর বন্ধুবান্ধবের নিমিত্তে শোক করিলে কি হবে? তোমার আর কেহই নাই, পাণ্ডবেরা সকলি আছে বটে কিন্তু সকলি কিছু তোমার সহিত যুদ্ধ করিবে না, ভয় কি? আমরা পাঁচ ভাই আছি, যার সঙ্গে ইচ্ছা যুদ্ধ করো। এই কথায় দুর্য্যোধনের নয়নে জল আসিল, তখন দুর্য্যোধন নয়নজল মুছে বলিল "ওরে ভীম, তুই দুঃশাসনকে মেরেছিস্, অর্জ্জুন কর্ণকে মেরেছে, সুতরাং তোরা দুজনই আমার তুল্য শত্রু, কিন্তু তোর সঙ্গেই যুদ্ধ করিব, তুই যুদ্ধ করিতে পারিস্ ভাল।

যুধি। তার পর?

পাঞ্চা। তার পর ভীমের সঙ্গেই ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল দেখে, কৃষ্ণ আমাকে মহারাজের নিকটে পাঠাইলেন, বলিলেন, "পাঞ্চালক, ভীমের প্রতিজ্ঞা শুনে দুর্য্যোধন পালিয়ে ছিল, তাতেই আমরা সকলেই ভাবিত ছিলেম,

এখন তাকে পাওয়া গেছে, রাজাকে সম্বাদ বলো গে, আর চিন্তা নাই, ভীম যুদ্ধ আরম্ভ করেছেন, ক্ষণকালের মধ্যেই শত্রুক্ষয় হবে, এখন মাঙ্গলিক সামগ্রী সকল আয়োজন করুন্, আপনার রাজ্যাভিষেক হইবে, রত্নকলসী সকল জলে পরিপূর্ণ করিয়া রাখিতে বলুন্, অনেকদিন আমার প্রিয়সখী দ্রৌপদীর কেশবন্ধন হয় নাই, তাহারও সময় নিরূপণ করুন্, কোন সন্দেহই নাই, পরশুরাম আর ভীম যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে জয়লাভের আশঙ্কা কি?"

দ্রৌপ। (সপরিতোষে) সখা, কৃষ্ণ যা বলেছেন তা অবশ্যই হবে।

পাঞ্চা। না না, আশীর্ব্বাদ নয়, তাঁর আদেশ, 'আপনারা আয়োজন করুন্।

যুধি। হাঁ, তাঁর আজ্ঞা অবশ্যই পালন করিতে হয়, কৈ কে আছে রে?

কঞ্চু। মহারাজ, আজ্ঞা করুন্।

যুধি। ভীম যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছেন,—কৃষ্ণ আজ্ঞা করিলেন,—সকল মঙ্গল কর্ম্মের আয়োজন করিতে বলো।

কঞ্চু। যে আজ্ঞা (উচ্চৈঃস্বরে) ওহে, লোক সকল মহারাজ অনুমতি করিলেন রাজ্যাভিষেকর আয়োজন করো। (আকাশে কর্ণ দিয়া) আঁা কি বলিলে? এর মধ্যে সকল প্রস্তুত হয়েছে, ভাল২, যে না বলিতে করে, সেই তো উপযুক্ত লোক। (রাজার প্রতি) মহারাজ সকলি হয়েছে।

যুধি। যাও, পাঞ্চালককে পুরস্কার দিতে বলো গে।

কঞ্চু। যে আজ্ঞা। (পাঞ্চালকের সহিত প্রস্থান)

দ্রৌপ। মহারাজ, ভাল ভীম এমন কথা বলিলেন কেন? ‘আমরা পাঁচ ভাই আছি যার সঙ্গে ইচ্ছা যুদ্ধ করো,’ তা যদি সে দুর্য্যোধন নকুল সহদেবের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে চাইত, তবেই তো বিপদ হইত।

যুধি। তাকি সে পারে? কখনি পারে না, ভীমের অভিপ্রায় ছিল, একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা গেছে, বন্ধু নাই, বান্ধব নাই, তা যদি এ অপমানের কথায় আর যুদ্ধ না করে, তপোবনে যায়, কি এখনও পিতার দ্বারা সন্ধি প্রার্থনা করে, তা হইলেও আমাদের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হয়। আর আমরা পাঁচ ভাই আছি কার সঙ্গেই বা সে পারে? সে গদাযুদ্ধ উত্তম জানে, ভীম ভিন্ন আর কার সঙ্গে যুদ্ধ করিবে?

(নেপথ্যে)

ওহে, তৃষ্ণায় প্রাণ যায়, জল দেও ২।

যুধি। (শুনিয়া) কৈ কে আছ হাঁ, দেখ তো ও কি?

কঞ্চু। এক তৃষ্ণাতুর অতিথি এসেছে।

যুধি। শীঘ্র আনো।

মুনিবেশধারি চার্ব্বাক রাক্ষসের প্রবেশ।

রাক্ষ। (মনে২) আমি দুর্য্যোধনের বন্ধু পাণ্ডবদিগকে বঞ্চনা করিতে এলেম। (প্রকাশে) ওহে আমার বড় পিপা-সা জল দেও, আর একটু বসিবার স্থান দেও।

[যুধিষ্ঠির সমীপে আগমন]

যুধি। (উঠিয়া) মহর্ষি, আসুন ২ প্রণাম করি।

রাক্ষ। এখন ওসব থাকুক্, আগে জল দেও, প্রাণ যায়।

যুধি। হাঁ জল আনে, আপনি এই আসনে বসুন্।

রাক্ষ। (বসিয়া) আপনিও বসুন্।

(যুধিষ্ঠিরের উপবেশন)

যুধি। কে আছে রে, শীঘ্র জল নে আয়। (খাদ্যদ্রব্য ও জল লইয়া দাসীর আগমন) আপনি জল খাউন্।

রাক্ষ। খাই, তুমি কি ক্ষত্রিয়?

যুধি। হাঁ মহাশয়, আমি ক্ষত্রিয়ই বটে।

রাক্ষ। যুদ্ধে তোমাদের এই সব জ্ঞাতি মরিতেছে তবে তো তোমাদের অশৌচ হয়েছে। দূর হউক্, আর জল খাব না, এই ছায়াতে একটু বসি, তা হলেই পরিশ্রম শান্তি হবে।

দ্রৌপ। (দাসীর প্রতি) তুমি মুনিঠাকুরকে এট্টু বাতাস করো।

যুধি। আপনি কোথা গে ছিলেন, এত পরিশ্রম হয়েছে কেন?

রাক্ষ। আমরা মুনি ঋষি লোক, ক্ষত্রিয়দের যুদ্ধ দেখিতে গেছিলেম, অর্জ্জুনেতে আর দুর্য্যোধনেতে ঘোরতর গদা যুদ্ধ হচ্যে, তাই এই শরৎকালের রৌদ্র অনেকক্ষণ দাঁড়িয়া২ দেখ্তে ছিলেম তাতেই বড় ক্লেশ হয়েছে।

কঞ্চু। না না তা কেন? ভীমের সঙ্গেই দুর্য্যোধনের গদা যুদ্ধ হচ্যে।

রাক্ষ। (সক্রোধে) আঃ কি পাপ! না জেনে শুনে কোন কথা বলা উচিত হয় না।

যুধি। কি বৃত্তান্ত, আপনি বলুন্ শুনি।

রাক্ষ। হাঁ বলি, এ বুড়োটা কে?

যুধি। ও প্রাচীন মানুষ, না জেনেই বলেছে আপনি ক্রোধ করিবেন না। বলুন্ অর্জ্জুনের সঙ্গেই দুর্য্যোধনের যুদ্ধ ভীমের সঙ্গে নয়?

রাক্ষ। ভীম অনেকক্ষণ মরেছে, তার পর অর্জ্জুনের সঙ্গে হচ্যে।

(যুধিষ্ঠির ও দ্রৌপদীর অত্যন্ত রোদন)

কঞ্চু। আপনি কি বলিলেন?

যুধি। (সরোদনে) কি, আমার ভীম গেছে!

দ্রৌপ। হা নাথ কোথা গেলে?

রাক্ষ। (কঞ্চুকীর প্রতি) এঁরা দুজন কে?

কঞ্চু। ইনি রাজা যুধিষ্ঠির,——ইনি দ্রৌপদী।

রাক্ষ। উঃ তবেতো বড় কুকর্ম্ম করিলেম, বলাটা ভাল হয় নাই।

যুধি। (সরোদনে) ভীম যুদ্ধ করিতেছেন শুনে আমাদের অদৃষ্টে কি হয় এই মনে সন্দেহ হয়েছিল, এখন তো যা শুনিবার তাই শুনিলেম, আর প্রাণধারণে প্রয়োজন কি?

রাক্ষ। (মনে ২) আমার তো তাই চেষ্টা। (প্রকাশে) তবে সে বিষয় আর শুনিবার আবশ্যকতা নাই।

যুধি। (সরোদনে) বলুন্ না, আর শুনিবার হানিই বা কি? প্রাণ তো এখনি ত্যাগ করিব, তা বলুন্ শুনি, কি রূপে যুদ্ধ হইল।

রাক্ষ। (মনে ২) ভীম মরেছে, এই কথাটা এদের সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস হয়, এমনি কোরে বলিতে হবে। (প্রকাশে) মহারাজ, তা যদি নিতান্তই শোনেন্, শুনুন্ বলি। প্রথমে ভীমেতে আর দুর্য্যোধনেতে ঘোরতর গদাযুদ্ধ হইতে লাগিল, এই সময় বলরাম ঠাকুর এসে দেখিলেন তাঁর বড়প্রিয়শিষ্য দুর্য্যোধন তাকে ভীম সংহার করে, দেখেই আপনি ক্রোধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন, ক্ষণকাল মধ্যে ভীমকে বিনাশ কোরে চলিয়া গেলেন।

যুধি। (উচ্চৈঃস্বরে) হায় কি হইল! ভাই ভীম, কোথা গেলে! (মোহপ্রাপ্তি)।

দ্রৌপ। (উচ্চৈঃস্বরে) হা নাথ কোথা গেলে, তুমি আমার অপমানের জন্যেই কি প্রাণ ত্যাগ করিলে? তুমি আমাকে কত ভাল বাসিতে, সর্ব্বদাই আমাকে মিষ্ট কথায় তুষ্ট রাখিতে, তোমার সেই সকল প্রিয়কথা মনে হইতেছে, তুমি কোথা গেলে। (মোহপ্রাপ্তি)

কঞ্চু। হা কুমার ভীমসেন! (যুধিষ্ঠিরের প্রতি) মহারাজ, উঠুন্ ২, শান্ত হউন্। (রাক্ষসের প্রতি) মহর্ষি আপনি মহারাজকে প্রবোধ দিউন্।

রাক্ষ। (মনে ২) হাঁ প্রবোধ দিব বৈ কি? এর মরণের চেষ্টা আগে করি। (প্রকাশে) মহারাজ, শান্ত হউন, অধৈর্য্য হবেন না, অবশিষ্ট কথা আরো কিছু আছে শুনুন্।

যুধি। (চৈতন্য পাইয়া) মহর্ষি, আর কি বলিবেন্? বলুন্, যা বলিতে হয়।

রাক্ষ। তার পর ভীম স্বর্গে গেলে অর্জ্জুন সহোদরের

শোকে অতি ব্যাকুল হয়ে ভীমেরই সেই গদা নিলেন, নিলে, কৃষ্ণ অনেক বারণ করিলেন, সন্ধি করিতে বলিলেন, তাতে দুর্য্যোধন হাস্য কোরে কতই ব্যাঙ্গ করিল, তা শুনে অর্জ্জুন সুতরাং কৃষ্ণের কথা শুনিলেন না, যুদ্ধেই প্রবৃত্ত হইলেন, অনেক ক্ষণ ঘোরতর গদাযুদ্ধ হইতে লাগিল, পরে দুর্য্যোধনের গদা প্রহারে তিনিও মূর্চ্ছাপন্ন হইয়ে পড়িলেন, তা দেখে কৃষ্ণ অর্জ্জুনের শরীর রথে তুলে দ্বারকাতে এইমাত্র নে গেলেন।

যুধি। (সরোদনে) হায় ভাই অর্জ্জুন! তুমিও কি ভীমের সঙ্গে যাইবে? তবে আমি আর কেন প্রাণধারণ করিব?

দ্রৌপ। হা নাথ, তুমি কি ভাইকে এত ভাল বাসিতে! তা আমাকে পরিত্যাগ কোরে ভেয়েরই সঙ্গে গমন করিলে?

রাক্ষ। তার পর আমি——

যুধি। আর বলিবার আবশ্যকতা নাই। (সরোদনে) ভাই ভীম, তুমি আমাদিগকে জতুগৃহে রক্ষা করেছিলে, কৃর্ম্মির, হিড়ম্ব, জরাসন্ধ, কীচক প্রভৃতি শত্রুগণকে সংহার করেছিলে, দুর্য্যোধনের সকল ভাইকেই বিনাশ করেছিলে, তুমি আমার অতিপ্রিয় ছিলে, আমার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিতে, তা ভাই আমার অদৃষ্টেই তুমি গেলে? হায় আমি নির্লজ্জ! পাশাখেলায় সকল নষ্ট করিলেম! ভাই ভীম, আমার নিমিত্তে তুমি কত ক্লেশ পেয়েছ, বিরাট রাজার দাস্যবৃত্তি করেছ, তাই বুঝি সে সব মনে কোরেই আমাকে পরিত্যাগ করিলে?

দ্রৌপ। (সজল নয়নে) নাথ, তুমি যে প্রতিজ্ঞা করেছি-লে, কৈ আমার চুল বেঁধে দিলে না? তা ভাই ক্ষত্রিয় হয়ে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিলে? (মোহপ্রাপ্তি)

যুধি। (উর্দ্ধদিগে চাহিয়া) মা কুন্তি, তোমার ভীমের কর্ম্ম দেখিলে? আমি অনাথ রোদন করিতেছি আমাকে ফেলে নিষ্ঠুর হইয়ে পালাইল। ভাই ভীম, একি তোমার উচিত হইল হাঁ, আর না হবেই বা কেন? আমাহই-তে যে সকল ক্লেশ পেয়েছ এখন তারিই ফল দিলে। (রাক্ষসের প্রতি) মহর্ষি, আপনি কি বলিলেন? বলরাম এসেই এই কর্ম্ম করিলেন?

রাক্ষ। হাঁ মহারাজ, তিনি ভিন্ন অন্যের কি সাধ্য যে ভীমকে বধ করে!

যুধি। হা অদৃষ্ট! (উর্দ্ধদিগে চাহিয়া) হাঁ গো বলদেব! তোমার কি এ কর্ম্ম উচিত? আমি তোমার কুটুম্ব, তোমার ভাই কৃষ্ণ তিনি আমার অর্জ্জুনের বন্ধু, দুর্য্যোধন তোমার শিষ্য বটে, তা ভীমও তো তোমার শিষ্য, তবে কেন তুমি আমাপ্রতি বিমুখ হইলে? আর তোমারই বা দোষ কি, সকলি আমার কপালের দোষ। (দ্রৌপদীর প্রতি) প্রিয়ে দ্রৌপদি, এ কি! উঠ২, এ শোক তোমারো যেমন আ-মারো সেই রূপ, তবে তুমি মূর্চ্ছায় সুখে থাকিবে? আমি একাই দুঃখভোগ করিব?

দ্রৌপ। (চৈতন্য পাইয়া সরোদনে) কৈ নাথ, দুর্য্যো-ধনের রক্ত হাতে মেখে এসে আমার চূল বেঁধে দিবে বলেছিলে, তা দেও এসে। (সখীর প্রতি) কেমন সখি,

তিনি না এ প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, তা কৈ, আরো পাণ্ডব সখা কৃষ্ণ তো এই মাত্র আমার চুল বাঁধিবার আয়োজন করিতে বোলে পাঠালেন, তা তাঁর কথাও কি অন্যথা হবে? সখি, তুমি উদ্যোগ কর, চুল বাঁধিতে হবে। হায় আমি শোকে কাতর হইয়ে কি বলিতেছি? কি করিতেছি, কেবল মিছা সময় নষ্ট করিলেম! (যুধিষ্ঠিরের প্রতি) মহারাজ, শীঘ্র চিতা সাজাইয়া দেও, আর বিলম্ব করিতে পারি নে, শোকে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, আমি শীঘ্র চিতাতেই পড়ি গে, তুমিও সেই শত্রুর নিকটে গে প্রাণত্যাগ করো, প্রাণ রেখো না, এ শোক সহিতে পারিবে না।

যুধি। হাঁ প্রিয়ে, যথার্থ বলেছ, (কঞ্চুকীর প্রতি) কঞ্চুকী, ও কঞ্চুকী, শীঘ্র চিতা প্রস্তুত কোরে দেও, ইনি সেই চিতানলে এই দুঃসহ শোকানল নির্ব্বাণ করুন্। আমাকেও ধনুর্ব্বাণ এনে দেও, আমি যুদ্ধে গিয়া প্রাণ ত্যাগ করি। দূর হউক! আর ধনুর্ব্বাণেই বা প্রয়োজন কি? অর্জ্জুনও তো ভীমের গদা লয়ে যুদ্ধ কোরেছিলেন, তা আমিও তাই লই গে।

রাক্ষ। মহারাজ, বলি, আপনি তো আর শত্রুজয়ে ইচ্ছা করেন না? তবে সেথায় আর যাইবার আবশ্যকতা নাই, যেস্থানে হয়, প্রাণত্যাগ করিলেই তো হয়?

কঞ্চু। (সক্রোধে) কি! এতো মুনির মত কথা নয়!

রাক্ষ। (সভয়মনে) আমাকে জানিতে পেরেছে না কি? (প্রকাশে) না হে, আমি তা বলি নি, বলি কি, মহারাজ সেস্থানে গেলে যদি কোন অপমান হয়, তাই বলিতেছি।

যুধি। আপনি ভাল বলেছেন, সেস্থানে যাবার আর প্রয়োজন কি?

কঞ্চু। মহারাজ, আপনিও কি শোকে সামান্য লোকের মত ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম ত্যাগ করিতে উদ্যত হলেন?

যুধি। না কঞ্চুকি, আমার ভীম অর্জ্জুন ইন্দ্র চন্দ্র তুল্য, তারা রণস্থলে পোড়েছে, শত্রুপক্ষ আহ্লাদিত হয়েছে, আমি গে কি তাই স্বচক্ষে দেখিব? তা আমি কখন পারিব না। দেবি দ্রৌপদি, তুমি পাঞ্চাল রাজার কন্যা, তুমি আমাহইতেই এই দুর্দশাপন্ন হইলে! তা এসো আমরা দুজনেই অগ্নি প্রবেশ করি গে।

রাক্ষ। হাঁ বাছা, তুমি ভরত কুলের বধূ, স্বামির সঙ্গে চিতারোহণ করা তোমার উচিত বটে।

যুধি। এখনও কেহ কাষ্ঠ এনে দিলে না!

দ্রৌপ। মহারাজ, আপনিই আনুন, আর কে এনে দিবে। হা নাথ, তোমরা নাই, আর আমাদের কথা কেহই শোনে না!

যুধি। মহর্ষি, আপনিই অনুগ্রহ কোরে কিঞ্চিৎ কাষ্ঠ এনে দিউন্।

রাক্ষ। মহারাজ, একর্ম্ম মুনিদের অতিবিরুদ্ধ। (মনেঃ) এই তো আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল, এখন কেহ না দেখিতে পায়, চিতা প্রস্তুত কোরে দে পালাই না কেন? (প্রকাশে) মহারাজ, এখানে আমার থাকা উচিত নয়।

(রাক্ষসের প্রস্থান)

(নেপথ্যে কলরব)

যুধি। কৈ, কেহ কথা শুনিল না! তবে আমি আপনিই চিতা রচনা করি।

দ্রৌপ। হাঁ মহারাজ, শীঘ্র করুন, আর বিলম্ব করিবেন না, বড় কলরব হইতেছে, কি জানি আবার আমাদের অদৃষ্টে কি ঘটিবে!

যুধি। হাঁ যাই, তুমি মাকে কিছু বোলে যাবে না।

দ্রৌপ। আর কি বলিব! আমার নিমিত্তে তাঁর সকলি গেল!

যুধি। (সখীর প্রতি) বুদ্ধিমতিকা, তুমি মাকে বলো গে, 'মা তোমার যে ভীম আমাদের জতুগৃহে রক্ষা করেছিল, আমার অদৃষ্টেই সে গেল, তা আর একথা তোমাকে আমি কি প্রকারে বলিবো, তার নিমিত্তই আমি প্রাণত্যাগ করিলেম।'

সখী। (সরোদনে) যে আজ্ঞা।

যুধি। কঞ্চুকি, তুমি সহদেবকে বলো গে, যুধিষ্ঠির তোমাকে এই কথা বোলে প্রাণত্যাগ করিলেন, বলিলেন, 'ভাই সহদেব, বয়সেই আমি তোমার জ্যেষ্ঠ, বিদ্যাবুদ্ধিতে নয়, আগে জন্মেছি বলেই তুমি আমাকে জ্যেষ্ঠ বোলে মান্য করিতে, তা ভাই, আমি এখন কৃতাঞ্জলি হইয়ে তোমার কাছে প্রার্থনা করি, তুমি ভাই আমার শোক ত্যাগ কোরে পিতার জলপিণ্ডস্থল হইয়ে থাকো'। আর নকুলকেও বলো 'নকুল, ভাই তোমাকে আমি বাল্যকালাবধি প্রতিপালন করেছি, তুমি আমার কথা অবশ্যই

শুনিবে, তুমি আমার শোকে প্রাণত্যাগ কোরো না, কাল-ক্রমে আমাকে বিস্মৃত হইতে পারিবে, তুমি পিতার বংশের অঙ্কুর, তুমি তাঁর শ্রাদ্ধতর্পণ কোরো, যেখানে থাকো ভাই, জ্ঞাতিদের বাটীতেই থাকো, যাদবদের গৃহেই থাকো আর বনেই যাও, সাবধানে শরীর রক্ষা কোরো।” যাও, কঞ্চুকি, আমার দিব্য আর বিলম্ব কোরো না।

দ্রৌপ। সখি, তুমি আমার প্রিয়সখী, সুভদ্রাকে বোলো, ‘বাছা উত্তরার এই চারি মাস গর্ভ, তিনি যেন সাবধানে দেখেন শোনেন, যদি একটি সুসন্তান হয় তবেই তো শ্বশুরের জলপিণ্ডস্থল থাকিবে, আমাদেরও শ্রাদ্ধতর্পণ হইবে।’

যুধি। (সরোদনে) হায়, যে বৃক্ষের শাখা পৃথিবীব্যাপ্ত মূল অতি বৃহৎ, বিধাতা এমন বৃক্ষও সমূলে নির্ম্মূল করিলেন! এখন তার একটি ক্ষুদ্র অঙ্কুর হয়েছে, পরে কি হয় তার নিশ্চয় নাই, পিতৃপুরুষেরা এখন তাহারি ছায়া আশ্রয় করিবেন! কৈ, কঞ্চুকি, তুমি এখনো গেলে না? এত দিব্য দিলেম!

কঞ্চু। (রোদন করিতে২) হায় মহারাজ পাণ্ডু! তুমি কোথায়? যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, তোমার পাঁচ সন্তান, তাদের দশা শেষে এই হইল! হায় মহাদেবি কুন্তি! মা, তুমি ভোজরাজার কন্যা, তোমার ভাইপো বলরাম, তিনি আবার আমাদের কৃষ্ণের ভাই, অর্জ্জুনের সম্বন্ধী, ভীমের গুরু, তা তিনি কি উন্মত্ত হয়েছেন, কি মদ্যপানে মত্তই হইয়ে থাকিবেন, তাতেই তিনি সকল সংহার করিলেন!

(গমনোদ্যত)

যুধি। অসুয়ার শোন ২ একটা কথা বোলে রাখি, যদিই অদৃষ্টক্রমে ভাই অর্জ্জুন বেঁচে শক্রক্ষয়ই করিতে পারেন, তবে তুমি তাকে বোলো, ভীমকে বলরাম মেরেছেন বটে, তা বলরাম আমাদের কৃষ্ণের ভাই, যা হবার হয়েছে, ক্রোধ কোরে যেন আবার তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ না করেন, যদি দেশে না থাকেন বনে যান যাবেন, আমার নিমিত্তে শোক যেন না করেন।

কঞ্চু। যে আজ্ঞা।

(কঞ্চুকীর প্রস্থান)

যুধি। (অদূরে প্রজ্বলিত অগ্নি দেখিয়া) হাঁ, এই যে অগ্নি আপনি এসেছেন।

দ্রৌপ। মহারাজ, আমি আগে পড়ি গে।

যুধি। না, না, একেবারেই দুজনকে পড়িতে হবে।

সখী। (সরোদনে) ওগো অগ্নিঠাকুর, ইনি রাজা যুধিষ্ঠির, রাজস্থয়যজ্ঞে তোমাকে কতই আহুতি প্রদান করেছেন, এঁর ভাই অর্জ্জুন খাণ্ডববন দগ্ধ কোরে তোমাকে তুষ্ট করেছেন, ইনি দ্রৌপদী, এঁদের মহিষী, এঁরা দুজনে শোকে তোমাতে পড়েন গে, তুমি রক্ষা কোরো। (অত্যন্ত রোদনে) মহারাজ পড়িবেন না ২ !

যুধি। বুদ্ধিমতিকা, বারণ কোরো না! আমি ভীমকে হারায়েছি, আর আমার বেঁচে ফল কি? তুমি শীঘ্র জল আনো, তর্পণ করি।

সখী। যে আজ্ঞা। (জলানয়ন)

যুধি। প্রিয়ে, তুমি তর্পণ করো।

দ্রৌপ। না, তা পারিব না, আমি আগুনে পড়ি, তুমি তর্পণ কোরো।

যুধি। না না, লোকাচার আছে, আগে তর্পণ করিতে হবে। (আপনি জল নিয়া) গুরু ভীষ্মকে অগ্রে এই এক অঞ্জলি জল দিলেম। প্রপিতামহ শান্তনু তাঁকে এই এক অঞ্জলি জল দিলেম, পিতামহ চিত্রবীর্য্য তাঁকেও এক অঞ্জলি জল দিলেম, (সরোদনে) হায় পিতা! এখন তোমার তর্পণের সময়, আমারও এই পর্য্যন্ত, আর তোমাকে তর্পণ করিতে পাবো না, এই এক অঞ্জলি জল দিলেম, মায়ের সঙ্গে পান কোরো। (অত্যন্ত রোদন) ভীম, এখন তোমাকে এক অঞ্জলি জল দি, কিন্তু ভাই, এখন তুমি এ জল খেয়ো না, পিপাসা হইলেও একটু বিলম্ব কোরো, আমি যাই গে একত্র দুজনে খাবো। ভাই ভীম, তুমি আমার উচ্ছিষ্ট বড় ভাল বাসিতে, আমি না খেলে তুমি কখন কিছু খাও নাই, আমি আগে মায়ের স্তন পান করেছি পরে তুমি করেছ, তা ভাই, আমাকে ফেলে কি তুমি একা খাবে? আমি তোমাকে এত ভাল বাসি, তুমি আমাকে বঞ্চিত করি-বে? না ভাই তা কোরো না। (দ্রৌপদীর প্রতি) দেবি তুমি এখন তর্পণ করো।

দ্রৌপ। (জলাঞ্জলি লইয়া) মহারাজ, আমি কাকে জল দিব?

যুধি। ভীম তোমার বড় প্রিয় ছিলেন, তাঁকে দেও।

দ্রৌপ। (সজল নয়নে) দিলেম, তাঁর পা ধোয়ার জল হবে।

যুধি। ওহে ভাই ভীম, তুমি তো প্রতিজ্ঞা পূর্ণ না

কোরেই স্বর্গে গেলে, দ্রৌপদীর কেশ বন্ধন হোলো না, তা ইনি তোমার প্রিয়া, মুক্তকেশেই তর্পণ করিলেন, কিন্তু ভাই তোমাকে এ জল গ্রহণ করিতে হবে।

দ্রৌপ। মহারাজ, আর বিলম্ব কি? তোমার ভাই অনেকদূর গেলেন, শীঘ্র চলুন।

যুধি। আমার দক্ষিণচক্ষু নাচিতেছে, বোধ হয় যেন ভীম আমার আছে।

(নেপথ্যে মহাশব্দ)

কঞ্চুকীর প্রবেশ।

কঞ্চু। (সসম্ভ্রমে) মহারাজ, রক্ষা করুন ২ সেই দুরাত্মা দুর্য্যোধন সর্বাঙ্গে রক্ত মেখে দ্রৌপদীকে অন্বেষণ করিতে আসিতেছে।

যুধি। (সবিষাদে) হা বিধাতঃ, তোমার মনে এই ছিল! ভাই অর্জ্জুন, তুমি এখন কোথা রহিলে! (ভূতলে পতন)

দ্রৌপ। নাথ, এখন তোমরা কোথায় রহিলে! (ভূতলে পতন)

যুধি। হা অর্জ্জুন, তুমি বীর চূড়ামণি, কর্ণপ্রভৃতি বীরগণকে বিনাশ করেছ, গন্ধর্ব্বকে পরাস্ত কোরে দুর্য্যোধনকে রক্ষা করেছ, এখন আমার এমন বিপদ, এখন ভাই তুমি কোথা থাকিলে? এখন কি ভাই তোমার প্রবাসবাস উচিত? মা তোমাকে এত স্নেহ করিতেন তাঁকে না প্রণাম কোরে, আমার অনুমতি না লয়ে, দ্রৌপদীকেও একবার না বোলে, তুমি প্রবাসে গেলে! (মোহপ্রাপ্তি)

কঞ্চু। (সভয়ে) একি, দুরাত্মা দুর্য্যোধন এদিগেই যে আসিতে লাগিল! তবেইতো বিভ্রাট্। (সখীর প্রতি) বুদ্ধিমত্তিকা, তুমি দেবীকে চিতার নিকটে লয়ে যাও। (দাসীর প্রতি) বাছা, তুমি ধৃষ্টদ্যুম্ন, নকুল, সহদেবকে শীঘ্র বলো গে,——হায় কি হইল! এখন ভীম অর্জ্জুন নাই, মহারাজও অচেতন রহিলেন তবে আর কে রক্ষা করিবে।

(নেপথ্যে)

ওগো তোমরা ব্যাকুল হইতেছ কেন, ভয় কি? দ্রৌপদী কোথা বল? দুর্য্যোধন সভামধ্যে যাঁহাকে ইঙ্গিত কোরে আপনার ক্রোড়ে বসাতে হাতদে উরুদেশ চাপ্‌ড়ে ছিল, দুঃশাসন যাঁর কেশাকর্ষণ কোরে চুল খুলে দেছিল, সেই দ্রৌপদী, তাঁকে কি তোমরা জানো না?

কঞ্চু। দেবি দ্রৌপদি, তোমার অদৃষ্টে কি হইল!

যুধি। (শীঘ্র উঠিয়া) দ্রৌপদি, তোমার ভয় নাই২! কৈ কে আছে রে শীঘ্র ধনুক আন। ওরে দুরাত্মা দুর্য্যোধন, আয়, বাণে তোর গদা খণ্ড২ কোরে ফেলি। ওরে কুলাঙ্গার, আমি তোর মত ভ্রাতৃশোকে প্রাণধারণ করিব না, তোকে সংহার কোরেই অগ্নিপ্রবেশ করিব।

রক্তে অভিষিক্ত ভীমের প্রবেশ।

ভীম। ওহে সৈন্যসকল, ওহে লোকসকল, তোমাদের ভয় কি হে? পালাও কেন? আমি ভূতও নই, রাক্ষসও নই,

আমি, ক্ষত্রিয়, শত্রুর রক্ত মেখে এসেছি, প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিবো, দ্রৌপদী এখন কোথায়, বলো।

কঞ্চু। দেবি দ্রৌপদি, উঠ ২ শীঘ্র চিতাতে পড়ো গে।

দ্রৌপ। (উঠিয়া) কৈ, আমাকে তোমরা চিতার নিকটে নে যাও নি! হায় কি হলো, দুরাত্মা স্পর্শ করে যে!

যুধি। কৈ, কেহই ধনুক এনে দিলে না! দূর হউক, ধনুকে প্রয়োজন নাই, হাত তো আছে, দুরাত্মাকে ধোরে আগুণে ফেলে দি। (কটিদেশ বন্ধন)

কঞ্চু। দেবি, চুলগুলো মুখে পড়েছে তাতেই পথ দেক্‌তে পাও না, তা আর তো সে আশা নাই, এখন আপনিই চুল বেঁধে দৌড়ে গে চিতায় পড়ো।

যুধি। না না, দুর্য্যোধনের নিধন হয় নাই, এখন তুমি আপন হাতে কেশ বন্ধন কোরো না।

ভীম। প্রিয়ে, আমি বেঁচে থাকিতে আপনিই চুল বাঁধিবে কেন?

(ভয়ে দ্রৌপদীর পলায়ন।)

ভীম। দাঁড়াও ২ ভয় কি, কোথা যাও?

(কেশধারণ চেষ্টা)

যুধি। (ভীমকে দৃঢ়রূপে ধরিয়া) ওরে দুরাত্মা দুর্যোধন, কোথা যাস্। আমি তোকে ধরিলেম, যা দেখি তোর কেমন শক্তি, আর এক পা যা।

ভীম। (সবিস্ময়ে) একি, মহারাজ আমাকে দুর্যোধন জ্ঞান কোরে ধরিলেন! মহারাজ, ক্ষমা করুন্ ২।

কঞ্চু। (দেখিয়া সহর্ষে) একি, এযে কুমার ভীমসেন!

এ তো দুর্য্যোধন নয়। মহারাজ ২, এ দুর্য্যোধন নয়, কুমার ভীমসেনই দুর্য্যোধনকে বধ কোরে তার রক্ত সর্ব্বাঙ্গে মেখে এসেছেন, তাই চেনা যায় নাই।

দাসী। (দ্রৌপদীকে ধরিয়া) দেখি, উঠ ২ ভয় নাই, এ সে শত্রু নয়, এ কুমার ভীমসেন, প্রতিজ্ঞা পূর্ণ কোরে তোমার চুল বেঁধে দিতে এসেছেন।

দ্রৌপ। কেন বোন, আর আমাকে মিছে আশ্বাস দিচ্যো?

যুধি। (কঞ্চুকীর প্রতি) জয়ন্ধর, সত্যই কি এ ভীম? এ আমার শত্রু দুর্য্যোধন নয়?

ভীম। মহারাজ, আর কি সে দুরাত্মা আছে? আপনকার ক্রোধানলে ধৃতরাষ্ট্রের সকল সন্তানই গেছে, অবশিষ্ট যে দুর্য্যোধন ছিল তাকে আমি নিধন কোরে তাহার রক্ত এই রক্তচন্দনের ন্যায় শরীরে মেখে এলেম, দেখুন।

যুধি (চক্ষুর্জলে নয়ন নিমীলিত করিয়া) ভাই ভীম, আহ্লাদে আমার অনবরত নয়নজল পড়িতেছে, তাতে দেখিতে পাই নে, ভাই, তুমি কি বেঁচে আছ? অর্জ্জুন কি আমার বেঁচে আছেন?

ভীম। হাঁ মহারাজ, আমরা বেঁচে আছি, শত্রুকুলক্ষয়ও করিলেম আর ভাবনা নাই।

যুধি। ভাই, শত্রুজয় করা এখন থাকুক, তুমি সত্য বলো, তুমিই কি আমার ভীম? তুমিই বকরাক্ষস বধ করেছিলে?

ভীম। হাঁ মহারাজ, আমিই সেই।

যুধি। তুমিই কি জরাসন্ধের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করেছিলে?

ভীম। হাঁ মহারাজ, আমাকে একবার ছেড়ে দিউন।

যুধি। কেন, আর কিছু অবশিষ্ট আছে না কি?

ভীম। হাঁ মহারাজ, প্রধান কর্ম্মই বাকি আছে, এই দুর্য্যোধনের রক্ত না শুখাতে শুখাতেই দ্রৌপদীর বেণীবন্ধন কোরে দিতে হবে।

যুধি। যাও ভাই, দুঃখিনী দ্রৌপদীর বেণীসংহার হউক্।

ভীম। (দ্রৌপদীর নিকটে গিয়া) প্রিয়ে, এই তো তোমার শুভাদৃষ্টে শত্রুকুল ক্ষয় কোরে এলেম।

দ্রৌপ। (সভয়ে উঠিয়া) নাথ এস ২।

ভীম। (সহাস্য মুখে) দেবি, আমাকে দেখে কি তোমার ভয় হয়েছে? ভয় নাই, দুঃশাসন সভামধ্যে তোমার কেশাকর্ষণ করেছিল, তার রক্ত পান করা হয়েছে, দুর্য্যোধন তোমাকে আপন উরুদেশে বসাতে চেয়েছিল, এখন তার উরু চূর্ণ কোরে তার রক্ত মেখে এলেম। (সখীর প্রতি) কৈ সে দুরাত্মা দুর্য্যোধনের স্ত্রী ভানুমতী এখন কোথায়, বড় যে পরিহাস করেছিল? (দ্রৌপদীর প্রতি) প্রিয়ে, মনে পড়ে কি? আমি বলেছিলেম দুর্য্যোধনের উরু ভঙ্গ কোরে তোমার মনোদুঃখ দূর করিব!

দ্রৌপ। হাঁ নাথ, এখন তাই যথার্থই করিলে।

ভীম। তবে এখন চুল বাঁধো।

দ্রৌপ। অনেককাল বাঁধি নি ভুলে গিছি কেমন কোরে

বাঁধিব ? (ভীম দ্রৌপদীর বেণীসংহার করিতে উদ্যত হইলে সখী বন্ধন করিয়া দেয়)

কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের প্রবেশ।

কৃষ্ণ। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের জয় হউক!

অর্জ্জু। মহারাজ, শত্রুকুল ক্ষয় হইল।

যুধি। (দেখিয়া অত্যন্ত আহ্লাদে) এই যে কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে সঙ্গে কোরে এলেন, এস ২ ভাই কৃষ্ণ এস, প্রণাম করি ভাই, তুমি যার সহায় তার জয় হবে না কেন? তুমি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কর্ত্তা, তুমি বাক্য মনের অগোচর, ক্ষণকাল তোমাকে চিন্তা করিলে কোন দুঃখই থাকে না, আমরা সর্ব্বদা তোমাকে চক্ষে দেখিতেছি তা ভাই আমাদের কি আর দুঃখ থাকিবে ?

অর্জ্জু। মহারাজ, প্রণাম করি।

যুধি। এস ২ ভাই কোলে এস।

(আলিঙ্গন)

কৃষ্ণ। মহারাজ, ব্যাস, বাল্মীকি, পরশুরাম, জাবালি প্রভৃতি মহামুনিগণ মহারাজকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিবার নিমিত্তে আসিতেছেন। নকুল, সহদেব, সাত্যকি প্রভৃতি সেনাপতিরা ও অন্যান্য রাজলোক সুবর্ণকলস তীর্থ জলে পরিপূর্ণ কোরে আনিতেছেন। আমি শুনিলেম চার্ব্বাক রাক্ষস এসে মহারাজকে প্রতারণা করেছে, শুনেই অর্জ্জুনকে সঙ্গে কোরে শীঘ্র এলেম।

যুধি। (সবিস্ময়ে) কি চার্ব্বাক রাক্ষস মুনিবেশ ধারণ

কোরে এসেছিল! (সক্রোধে) সে দুরাত্মা দুর্য্যোধনের সখা রাক্ষস বেটা কোথা গেল?

কৃষ্ণ। নকুল তাকে ধরেছে;——মহারাজ, আজ্ঞা করুন্ আর কি করিব।

যুধি। ভাই কৃষ্ণ, তুমি যার প্রতি প্রসন্ন হও তার কি না কোরে থাক, আর না করিলেই বা কি? দেখ আমার সকল শত্রু ক্ষয় হইল, আমরা পাঁচ ভাই সকলেই সুস্থ শরীরে রহিলেম্, কোন অনিষ্ট হয় নাই, আমার দুর্বুদ্ধিতে দ্রৌপদীর যে দুর্দশা ঘটেছিল, তাও গেল. আর কি প্রার্থনা করিব ভাই? তবে নিতান্তই যদি প্রার্থনা করিতে বল, তা বরং এই প্রার্থনা করি, দাতালোক দীর্ঘজীবী হউক, তোমাতে সকলের মতি থাকুক, সজ্জনেরা পণ্ডিতের গুণ গ্রহণ করুন্, রাজা নিষ্কণ্টকরাজ্য পালন কোরে সুখী থাকুন্।

কৃষ্ণ। তাই হবে।

(সকলের প্রস্থান)

সমাপ্ত।

শুদ্ধি পত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩	১৭	আসিতেজেন	আসিতেছেন
৯	৮	বিশ্বম্বর	বিশ্বম্ভর
১২	৪	মেরেফলো	মেরেফেলো
৩১	৯	চড়ামণি	চূড়ামণি
৩১	১৫	ধৃন্টদ্রুম	ধৃষ্টদ্রুম্ন
৪৯	১	দিগে	অন্যদিগে
৫২	২	দেখ	দেখে
৫৩	৩	হইতেন	হইতে
৫৭	১৪	বেঁছে	বেঁচে
৭৪	১৮	ধৃতদ্রুম্ন	ধৃষ্টদ্রুম্ন
৭৫	১৩	আস্ফলন	আস্ফালন
৭৭	১৯	রাজ্যাভিষেকর	রাজ্যাভিষেকের
৭৯	১৮	দুর্য্যোধননেতে	দুর্য্যোধনেতে